কৈলাস বাসিনীর পতিদান

ও

গণেশের জন্মাখ্যান।

অভিনব

পৌরাণিক নাটক।

শ্রীনবীনকিশোর মিত্র কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীরামপুর।
গাঙ্গুলি এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।
নং ২৮, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

১২৯৫।

নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।

——:o:——

অভিনেতাগণ।

শ্রীকৃষ্ণ (গোলক বাসী) ... গণেশের পুনর্জ্জীবন দাতা ইত্যাদি।
নারায়ণ (বৈকুণ্ঠ বাসী) ... উপদেষ্টা।
বিষ্ণু (ক্ষীরোদ বাসী) ... যজ্ঞাধিষ্ঠাতা।
শিব ... ... পুত্রার্থী।
ব্রহ্মা ... ... দেবসহকারী ও যজ্ঞাধিষ্ঠাতা।
ইন্দ্র ... ... ঐ ঐ
ধর্ম্ম ... ...
পবন ... ...
অগ্নি ... ... মন্ত্রণাকারীগণ ইত্যাদি।
বরুণ ... ...
অশ্বিনী কুমারদ্বয় ...
শনৎকুমার ... পুরোহিত।
কশ্যপ ... ... যজ্ঞাধিষ্ঠাতা।
দক্ষ ... ... পার্ব্বতীর পূর্ব্বজন্মের পিতা।
গিরিরাজ ... ... পার্ব্বতীর জনক।
বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ অতিথি ... ছদ্মবেশী নারায়ণ।
সূর্য্য ... ... যজ্ঞাধিষ্ঠাতা শনির পিতা।
শনি ... ... দৃষ্টিকারী।
গণেশ (নবজাত শিশু) ... কৈলাস বাসিনীর পুত্র।
নন্দী ... ...
বিশালাক্ষ ... ... শিব কিঙ্করদ্বয়।
গরুড় ... ... শ্রীকৃষ্ণের বাহন।

অপর দেবতাগণ, ঋষি, মুনি, ব্রাহ্মনাদি সর্ব্বজন ; পরিচারকগণ, ভৃত্যগণ ইত্যাদি।

অভিনেত্রীগণ।

পার্ব্বতী ...	... পুত্রার্থিনী ব্রত কারিণী।
লক্ষ্মী ...	... যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী।
রাধা ...	... শ্রীকৃষ্ণের মোহিণী গোলকবাসিনী।
মেনকা ...	... পার্ব্বতীর জননী।
দেবাঙ্গনাগণ	... যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীগণ।
জয়া ও বিজয়া	... পার্ব্বতীর সখীদ্বয়।
উর্ব্বশী, রম্ভা ও অপর অপ্সরীগণ	... সংগীত ও নৃত্যকারিণীগণ।

নগরাঙ্গনাগণ, পরিচারিকাগণ, দাসীগণ ইত্যাদি।

কৈলাস বাসিনীর পতিদান।

ও

গণেশের জন্মাখ্যান।

—0⊂⊃0—

অতি অপূর্ব্ব

পৌরাণিক নাটক।

প্রস্তাবনা

নেপথ্যে মঙ্গলাচরণ গীত।

ছয়নট—তিওট। ১।

যোগেশ মহেশ শিব।
ভবভয় নিবারণ ভব॥
চন্দ্রচূড় শূল-পাণি, অঙ্গের ভূষণ ফণী,
রজত গিরি নিভ।
আশু-তোষ দিগম্বর, শিরে শোভে জটাভার,
তাহে গঙ্গার আবির্ভাব।
কন্দর্পের দর্পহারী, শমন দমন কারী,
অনন্ত প্রভাব॥

(নট ও নটীর প্রবেশ।)

নট। (চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপূর্ব্বক) দেখ প্রিয়ে! আজ কেমন সুদিন!—জনপদস্থ প্রায় সমস্ত মহোদয়গণেরই সমাগম হইয়াছে। এই সময় কোন পবিত্র প্রসঙ্গের অভিনয় ক'রে, জন-সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলে ভাল হয় না?

নটী। জীবিতেশ্বর! তা আবার জিজ্ঞাসা করচেন কেন? আজকার সভা তদুপযুক্তই বটে। আপনি যাহা মানস করিয়াছেন তাহা সম্পাদিত হইলে তো ভাল হয়।

নট। প্রিয়ে! না হইবার তো কোন কারণই দেখিনে,—কেবল তুমি আমি কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে, এক্ষণেই সুসম্পন্ন হইতে পারে।

নটী। হৃদয়বল্লভ! আমি অবলা নারী, হিতাহিত জ্ঞান রহিতা। আমাহইতে কি হইতে পারিবে?—

নট। কেন প্রিয়ে! তুমি কি কেউ নও? তুমি নাট্য-শালার একজন প্রধানা নায়িকা—তুমি কি না জান?

নটী। প্রাণনাথ! আমি আপনার গৃহিণী, সর্ব্বক্ষণই গৃহাদির কার্য্য কলাপেই ব্যাপৃতা থাকি; নাট্যাভিনয়ের আমি কি জানি?—তবে, অনুগ্রহের সহিত ভাল বাসেন—তাই কখন কখন সমভিব্যাহারে লয়ে যান।—তদুপলক্ষেই যা যৎকিঞ্চিৎ দেখি শুনি—এই মাত্র।

নট। প্রিয়তমে! সে যাই হউক, এক্ষণে কল্পিত কর্ম্মে যাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হওয়া যায়; এমন একটি সুরস, মনোহর হৃদয় গ্রাহী পরম পবিত্র নূতন প্রসঙ্গ মনে কর দেখি—যাহাতে এই মহতী সভার সভ্যগণের অন্তঃকরণ সমাকৃষ্ট, এবং হৃদয় আর্দ্রীভূত হয়।—

নটী। আমি আর কি মনে কর্ব্বো নাথ! যে টি যে টি মনে আস্‌তেছে সে সকলেরই ত অভিনয় কতশত বার হইয়াগিয়াছে শাস্ত্রান্তর্গত নূতন কথা এপর্য্যন্ত কোনোখানে কাহারো মুখেতো শুনি নাই। মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণে, করুণরসাকৃষ্ট-কর রামের বন বাস,—সীতাদেবীর নির্ব্বাসন—রামের অভিষেক, প্রভৃতি যে কএকটি সুপ্রসিদ্ধ পবিত্রাখ্যান, সে সকলেরইত অভিনয় কতশত

বার হইয়াছে। মহাভারতান্তর্গতও প্রায় সমস্ত বিশুদ্ধ পবিত্রাখ্যান গুলিও তো দেখ্‌ছি একেকে সকলই অভিনীত হইল। নূতনত আর কোন খানে কিছুই দেখি না—তবে না হয় একটি পুরাতনই কেন হউক না!—

নট। পুরাতন!—হাঁ—তা হইলেও হয়, তার সন্দেহ কি?— কিন্তু দেখ প্রিয়ে! তুমি যদ্যপি আমাকে একই প্রকার উপকরণ দিয়া নিত্য২ অন্ন পরিবেসন কর, তাহাতে কি আমি ভোজন-তৃপ্ত হইনে?—তা হই, উত্তম রূপ হই—তত্রাচ কোন নূতন দ্রব্য হইলে অন্তঃকরণ যদ্রূপ উল্লসিত হয়, পুরাতনে তেমনটি হয় না। অতএব প্রেয়সি! একটি নূতন প্রসঙ্গ হইলেই ভাল হয়। দেখ!—মনুষ্যের তো কথাই নাই, জীব জন্তু ইত্যাদি সকলেরই প্রবৃত্তি পুরাতনাপেক্ষা নূতনই আনন্দকারিণী।

নটী। (সাভিমান ক্রোধাবিষ্ট-স্বরে) তবে আপনিই যেখানে পান দেখেশুনে খুজেপেতে লৌনগে;—আমাকে আর কেন বলেন?

নট। কেন প্রিয়ে! অমন কথা ব'ল্লে যে?—রাগ কল্লে নাকি? সেকি?—আমি তো তোমার রাগের কথা কিছুই বলি নাই প্রিয়-তমে!—

নটী। ব'লতে বাকিইবা কি রেখেছেন?

নট। না প্রেয়সি! তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ হৃদয় বল্লভা সহধর্ম্মিণী,— তোমাকে কি আমি কিছু ব'লতে পারি?

নটী। এই তো আপনি সভার মাঝখানে ব'ল্লেন যে, নূতনে যেমন অন্তঃকরণ উল্লসিত হয়,—পুরাতনে তা হয় না। ইহাতেই তো নাথ! আপনার মনের ভাব বুঝা গেলো!—এর বাড়া আবার কি ব'লবেন?—

নট। (সহাস্য বদনে). অঃ—হো!—এই জন্যে!—প্রেয়সি!

সে কি সকল দ্রব্যের পক্ষে? তা নয়—সম্পত্তি বিশেষ আছে, তা কি তুমি জাননা?—পার্থিব সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে স্ত্রী, পুত্র, ধন, ধান্য ও ভূমি এই পাঁচটিই মহারত্নের মধ্যে পরিগণিত—অতএব এই পঞ্চ মহারত্নই অপরিহার্য্য। প্রিয়ে! সকল দ্রব্যই নূতনাবস্থা-তেই উৎকৃষ্ট ও প্রবৃত্তিজনক, কিন্তু উল্লেখিত পঞ্চ-রত্নের পুরাতন অবস্থাই সর্ব্বতোভাবে গরীয়াণ। অতএব প্রিয়তমে! তুমি কেন অভিমান কর?—তোমাকে আমি কিছুই বলিনাই তো—এখন অভিমান ত্যাগ কর! প্রস্তাবিত বিষয়ে যত্নবতী হও!—

নটী। তা নূতন আর আমি কোথাথেকে পাব?—আর আপ-নিইবা কোথায় পাবেন?

নট। (ক্ষণ বিলম্বের পর) প্রিয়ে! ভাল মনে পড়েছে—বিগত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে আমি পুষ্পভদ্রা নদীতে স্নান করিতে গিয়া-ছিলাম। সেই নদীতীরের অনতিদূরে একটি রমণীয় কুসুম-কানন আছে। সেটি গন্ধর্ব্বলোকের ক্রীড়া কানন। আমি পুষ্পচয়ণার্থে ঐ উপবনে গমনানন্তর দেখিলাম যে, কতকগুলি গন্ধর্ব্ব বালক "কৈলাস-বাসিনীর পতিদান" নামক একটি নূতন দৃশ্য-কাব্যের অবতারণা করিতেছিল। আমি কিঞ্চিৎ অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইয়া, শুনিলাম ও দেখিলাম—যে, মানব-সমাজে সেই অত্যুৎকৃষ্ট পবিত্রাখ্যানটি এপর্য্যন্ত অভিনীত হয় নাই।

নটী। হাঁ নাথ! কৈলাসবাসিনী কে?—সেইদক্ষ-কন্যা সতী?

নট। হাঁ প্রিয়ে!—তিনি সতীই বটেন—তুমি কি সতী-নাটক কখন শুন নাই?—না তুমি তা জাননা?—সে আখ্যায়িকা তো বহুকালাবধিই অভিনীত হইতেছে—অধিকন্তু সতী-নাটক প্রণয়নের পূর্ব্বতন বহুকাল হইতেই দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গের প্রসঙ্গ আবাল বৃদ্ধ প্রায় সকলেই জানিতেন—এবং অভিনেতারা অভিনয়ও করিতেন। কিন্তু

এই উল্লেখিত অভিনব নাটকান্তর্গত বিশুদ্ধ হরি ভক্তি প্রদায়িনী পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি কেবল মাত্র কতিপয় পৌরাণিক পণ্ডিত মহোদয়গণ ব্যতিরেক সাধারণের জ্ঞান গম্যে অতি বিরল।

নটী। নাথ! তবে তিনি কে?—অনুকম্পা বিতরণপূর্ব্বক বিস্তৃত করিয়া বলুন্!—

নট। প্রিয়ে! যিনি সতী তিনিই কৈলাসবাসিনী বটেন,—তার অন্যথা নাই। কিন্তু জন্মভেদ, কর্ম্মভেদ, দেহভেদ, এবং কর্ম্মান্তিকের ফলভেদ। আবার দৃশ্য-কাব্যে যে কত প্রভেদ, তাই কেন বিবেচনা ক'রে দেখোনা!—সতী নাটকে অভিনেতাগণ বা সভাসদগণ, অভিনয়ান্তে চিত্ত বৈকল্য ও শোকাবিষ্ট-সবাষ্পনেত্র ব্যতিরেকে কেহই গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন না। কিন্তু এই করুণ-রসের অনন্ত প্রস্রবণবিশিষ্ট অভিপ্রেত নাটকের অভিনয়ে, দর্শকগণের শরীর অশ্রুনীরে ভাসিলেও পরিশেষে আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই দৃশ্যে নয়নানন্দ, ও অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা,—শ্রবণে হৃদয়ানন্দ, চিত্তবৃত্তির বিমলতা, স্বভাবের পরিমার্জ্জন, নীতিশিক্ষা, রীতিশিক্ষা, সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহারশিক্ষা; দেবভক্তি, গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, ও শান্তি; আর স্ত্রীলোকের স্বামীভক্তি ও পতিব্রতা ধর্ম্ম শিক্ষা; এই সমস্তই ইহাতে আয়ত্ত হয়।

নটী। জীবিতেশ্বর! তবে এইটিই অভিনীত হউক। ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পবিত্র প্রসঙ্গ আর নাই।

নট। প্রিয়ম্বদে! তবে তোমারই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। এক্ষণে তুমি একটি গীত গাও দেখি!—যাহাতে এই মহতী সভার নিখিল সভাসদ্ সাধুজনের চিত্ত, ভক্তিরসে আর্দ্রিত হয়।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান। ২।

কোথা মা! কৈলাসবাসিনি! মোক্ষদায়িনি!
তরিতে ভবেতে তব চরণ তরণি॥
বেন্ধে ভব মায়া পাশে, রেখেছ! মা! কারাবাসে,
কে কাটিবে সেইফাঁশে, তোমা বিহীনে তারিণি!
কাতরে কিঙ্করী বলে, স্থান দিওমা! চরণ তলে,
ভুলনা অন্তিম কালে, কালকণ্ঠ সোহাগিনি!

(নট ও নটীর প্রস্থান।)

প্রথম—অঙ্ক।

——0⊂⊃0——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[ধর্ম্মরাজের পুরী—মন্ত্রণা গৃহ]

(ধর্ম্ম, পবন, অগ্নি আসীন।)

ধর্ম্ম। পবন! আপনি ত সর্ব্বত্রেই গমনাগমন করিয়া থাকেন, সকলই জানেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বলিতে পারেন?

পবন। ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি অবগত থাকি, আর বলিবার কোন বিশেষ বাধা না থাকে, তবে অবশ্যই বলিব।

ধর্ম্ম। প্রভঞ্জন! সে কথা বলিবারও কোন আপত্তি নাই, আর জানেনও সব। কি না জানেন!—আপনার অগম্য স্থান কি কোথাও আছে?

পবন। ধর্ম্মরাজ! আমার অগম্য স্থান আর কোথায় থাকিবে?—যে স্থানে আমার গমনাগমন নাই, সে স্থানের জীব নিচয় কি কখন সজীব থাকে?—সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাস্য কি তাহা জানিতে পারিলেও কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি—কি বলুন দেখি, শুনি।

ধর্ম্ম। প্রভঞ্জন! এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কৈলাসের আধুনিক সংবাদ কিছু অবগত আছেন?—শুনিতে পাই হরপার্ব্বতী নাকি আজকাল কৈলাসে নাই—এ কথা কি সত্য? আমি তাই জানিবার নিমিত্ত সাতিশয় একাগ্র হইয়াছি।

পবন। ধর্ম্মরাজ! যদ্যপি একথা জানিবার জন্য আপনি নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা পরবস হইয়া থাকেন, তবে বলিতে কি? তাঁহারা প্রায় এক সহস্র বৎসর কৈলাস বিরহিত।

ধর্ম্ম। (বিস্মিত স্বরে) অঃ হো! এক সহস্র বৎসর শিবহীন কৈলাস! শিব কোথায়?

(বরুণ ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের প্রবেশ)

বরুণাদি। অবধান! দেবতা ভ্যো নমঃ—

ধর্ম্মাদি। (প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক) দেবতা ভ্যো নমঃ! দেবতা ভ্যো নমঃ! আসুন্ আসুন্ বরুণ আসুন্! আসুন্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসুন্! তবে, কি অভিপ্রায়ে এতদূর আগমন?—

বরুণ। ধর্ম্মরাজ! একটা কথা পরিজ্ঞাত হওনার্থেই এতোদূর আইলাম। জনরব শুনিতে পাই কৈলাস-পতি মহাদেব নাকি আজকাল কৈলাসে নাই। একথা কি সত্য?

ধর্ম্ম। আঃ!—আমরাও ত ঐকথারই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।—আজ ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বত্রগামী পবন দেবের দর্শন প্রাপ্ত হওয়াতে,—ইঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে। ভাল হইল আপনারাও আসিয়াছেন। তবে পবন!—দেবাদিদেব ভগবান শূলপাণির সংবাদ আপনি যা জানেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করুন—আমরা সকলেই শ্রবণ করি।

পবন। ধর্ম্মরাজ! যদি একথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আমার আর বলিতে কি?—শ্রবণ করুন! নর্ম্মদা পুলিনে এক সুরম্য মনোহর কুসুম কানন আছে। আমি মলয় সৌরভ লইয়া ঐ রমণীয় কাননে সর্ব্বক্ষণই বিহার করিয়া থাকি। কৈলাস-পতি সেই হৃদয় প্রফুল্ল-কর অতি রম্যস্থান সন্দর্শন করিয়া তাঁর নববিবাহিতা পার্ব্বতী সহ অবিচ্ছেদে সেই কুসুম-কাননে কুসুম শয্যায় শয়নে আছেন—প্রায় এক সহস্র বৎসর তিনি কৈলাস বিরহিত।

ধর্ম্ম। (বিস্মিত স্বরে) অঃ হোঃ! কি ভয়ানক সংবাদ!—হরপার্ব্বতী সহস্র বর্ষ কৈলাস পরিত্যাগ করিয়াছেন—আর আমরা ইহার কিছুমাত্রও অবগত নই।—তিনি জগৎসংহর্ত্তা, তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ দূরে থাকুক্ কৈলাসপুরীই শূন্য!—কি অদ্ভুত ব্যাপার! একি সাধারণ কথা!—

বরুণ। সর্ব্বনাশ।—শিবহীন কৈলাস!—শিবদুর্গা কেউ নাই!

ধর্ম্ম। কেবল তাই নয়;—ইহাতে যে আরো কত অনিষ্টোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে,—তাহা আপনারা সকলে এখনো জানিতে পারেন নাই—সে বড় ভয়ানক্!—

অগ্নি। ধর্ম্মরাজ! হর-পার্ব্বতীর কৈলাস্ শূন্য করিয়া নর্ম্মদা তীরে ঈদৃশ দীর্ঘ-বিলাস—যদি ভয়াবহ, ও অমঙ্গলসূচকই হয়, এই বেলা তার প্রতিবিধান করাত নিতান্ত কর্ত্তব্য;

ধর্ম্ম। (সঙ্কুচিত স্বরে) অগ্নে!—ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্মত বটে, কিন্তু কি কর্ত্তব্য অগ্রে স্থির করা চাইত;—আপনারা সকলেই তো আছেন, একটি যুক্তিসিদ্ধ মন্ত্রণা স্থির করুন দেখি, যাহাতে ভাবি আশঙ্কা হইতে অন্তরিত হওয়া যায়!—

বরুণ। ধর্ম্মরাজ! আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগকে যে কোন উপায়ের দ্বারা হউক, কৈলাসে ফিরায়ে আনাই অতি কর্ত্তব্য। কিন্তু, অসাধ্যসাধন;—সে স্থানে গমনই বা কে করেন,—আর কাহারই বা ঈদৃশ উৎসাহ যে তাঁর সমক্ষে কোন কথার প্রস্তাবনা করেন।

ধর্ম্ম। হাঁ!—একদা কুসুম-চাপ-ধারী প্রদ্যুম্ন গিয়াছিলেন—তাত সকলেই অবগত আছেন—অতএব, সে অনলে দগ্ধ হইতে কার ইচ্ছা হয় বলুন?—তা নয়, বরং সকলের মনোনীত হয় যদ্যপি, তবে একবার বাসবের সন্নিধানে গমন করা আবশ্যক বটে—যেহেতু তিনি যদি এ সংবাদ অবগত না থাকেন, তা হইলেও ত তাঁহাকে অবগত করা কর্ত্তব্য—দেখা যাউক তিনিই বা কি পরামর্শ স্থির করেন।

অশ্বিণীকুমারদ্বয়। ধর্ম্মরাজ! এ কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে। চলুন সকলে মিলিত হইয়া আমরা বাসবের সমীপেই গমন করি।

(সকলের প্রস্থান।)

(এই কথার আন্দোলন শ্রবণ করতঃ তিনটি দেবাঙ্গনার মধুর করুণ-স্বরে আক্ষেপ করিতে করিতে প্রবেশ।)

ঝিঝিট—মধ্যমান। ৩।

মরি যে শুনে!!!
কৈলাসে উল্লাস নাহি শিব বিহনে॥
বিনে সে শশি-শেখর; কৈলাস পুরী অন্ধকার;
দিনমনি বিনে যেমন শোভা না হয় গগণে।

হর গৌরী দোঁহে মিলে ; আছেন নর্ম্মদা কূলে ;
সহস্র বৎসরে ফিরে না আসেন ভবনে।

একি অসম্ভব বাণী ; কৈলাসে নাই কৈলাস-মণি ;
কি ঘটিবে নাহি জানি, ভয়ে ভীত দেবগণে ॥

(দেবাঙ্গনাদিগের প্রস্থান)।

দ্বিতীয়—গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্র সভা।

ইন্দ্রাদি অপর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বাদি আসীন।

সম্মুখে উর্ব্বশী আদি অপ্সরীগণের নৃত্য।

(নৃত্য ভঙ্গে দ্বারপালের প্রবেশ)

দ্বারপাল। (করযোড়ে বিনীত বচনে) মহারাজ! ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি কতিপয় দেবতাগণ অতি বিষন্ন-বদনে অমরাবতীতে সমাগত! দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি হইলেই সাক্ষাৎ করেন।

ইন্দ্র। কোন্ কোন্ দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে ?

দ্বা। মহারাজ! ধর্ম্ম, পবন, বরুণ, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

ইন্দ্র। (বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে) কি ?—ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন ?—তবে তাঁহাদিগকে শিঘ্র আনয়ন কর ! যাও শিঘ্র যাও !

দ্বা। (দেবগণের সন্নিধানে করযোড়ে) প্রভো ! দেবরাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন ; আসিতে আজ্ঞা হয়।

(দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক) আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন্, আসুন্। একি ! আজ্ সকলকেই এরূপ বিমর্ষান্তঃকরণ দেখিতেছি কেন ?—মঙ্গল তো ?

ধর্ম্ম। হাঁ !—সকলের শারীরিক মঙ্গল বটে।

ইন্দ্র। ধর্ম্মরাজ ! তবে অমঙ্গলের বিষয় কি ?—কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে নাকি ?—সবিশেষ বলুন দেখি শুনি।

ধর্ম্ম। আখণ্ডল ! বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত,—তন্নিবন্ধন আমরা নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

ইন্দ্র। সেকি ? কোনো দৈত্য কর্ত্তৃক উৎপিড়ীত হইয়াছেন কি ? না কোন গন্ধর্ব্ব আসিয়া আপনাদিগের অনিষ্টসাধন করিতেছে—বলুন্ দেখি ! এখনি আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

ধর্ম্ম। দেবরাজ ! অগ্রে শ্রবণ করুন ! পশ্চাৎ যৎকর্ত্তব্য তাহা করুন ! আমরা কোনও দৈত্য, কি গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক উৎপিড়ীত বা উপদ্রুত হই নাই। কিন্তু দেবরাজ ! যদ্রূপ একটি ভাবী ভয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাতে যে, কোন্ বৃক্ষ উৎপাদিত হইবে, এবং কি ফল ফলিবে, তাহা আমরা স্থির করিতে অক্ষম হওয়াতে ভয়ে ভীত হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। সহস্রাক্ষ ! সে ভয় বড় সাধারণ ভয় বিবেচিত হইতেছে না—আমরাত কোন্ কীটানুকীট, দেব-পিতামহ ব্রহ্মার পক্ষেও অশুভ।

ইন্দ্র। (সবিস্ময়ে) সেকি? আমিত কিছুই জ্ঞাত নই! বৃত্তান্ত কি বিস্তৃত পূর্ব্বক বলুন দেখি শুনি!

অগ্নি। দেবরাজ! বৃত্তান্ত এমন কিছু নয়! কিন্তু আপনার এই অমরাবতীটি ত্যাগ করিতে হইবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আপনিত কোন সংবাদ রাখেন না,—দিবাভাগে রাজকার্য্যটি মাত্র সম্পাদন করেন, রজনীতে নট নটী ও অপ্সরীদিগের নৃত্যাভিনয়ে প্রমোদিত থাকেন। কে কোথায় আছেন না আছেন, কোথায় কে কি কার্য্য করিতেছেন কি না করিতেছেন; এ সমস্ত পর্য্যাবেক্ষণ করিবার বিষয়েত বিন্দু বিসর্গও নাই—তবে কি প্রকারে জানিবেন?—রাজ কার্য্য কি এইরূপে পর্য্যালোচিত হয়?—

অশ্বিনীকুমারদ্বয়। হুঁ। সে কথায় কাজকি? আমরা ওঁর পুরবৈদ্য, পুরজনের পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্রেই তো আসি কিন্তু, রোগীর সম্বন্ধেও কখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক—এম্‌নি ভোগ বিলাসে প্রমত্ত যে, একবার নেত্রপাত ও করেন না।

ইন্দ্র। অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা অবশ্য এ কথা বলিতে পারেন। তত্তদ্বিষয়ে যদ্যপি কখন কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, সে আমার ভ্রম বশতই বলিতে হইবে। তন্নিবন্ধন আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি।—এক্ষণে উপস্থিত বিপদের কথা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিবৃত করুন যে, তাহার উপায় চিন্তা করাযায়।

ধর্ম্ম। সহস্রাক্ষ! বিপদ এখন্‌তো কোন উপস্থিত নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা—আপনি জানেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব আজ্‌-কাল কোথায়?

ইন্দ্র। কেন!—তিনি তো সেই দাক্ষ্যায়ণী সতী শোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাতে, অনাদি অনন্ত পরম পরাৎপর

ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক শাস্তিত হইলে গৃহে পুনরাগত হইয়া, কৈলাস-পুরীকে সনাথা করেন। তদনন্তর শৈলরাজ সুতা ভগবতী পার্ব্বতী সহ তাঁহার পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইয়া, দম্পতি হৃদয়ের আনন্দ সাগর উচ্ছাসিত করা হয়—ধর্ম্মরাজ! আমিতো সেই পর্য্যন্তই অবগত আছি। তদনন্তর তাঁহার কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই বটে;—তিনি কি কৈলাসে নাই?—আর তাঁহার নব বিবাহিতা ভূধর রাজ-সুতা পার্ব্বতী কোথায়?

ধর্ম্ম। দেবরাজ! তাঁহারা উভয়েই অন্যূন এক সহস্রবৎসর কৈলাস বিরহিত।

ইন্দ্র। (সবিস্ময়ে) সেকি ধর্ম্মরাজ! সহস্রবৎসর কৈলাসপুরী শূন্য!—তবে কি তাঁহারা কৈলাস ত্যাগ করিবেন?

ধর্ম্ম। কি জানি তাঁহাদের মন্তব্য কি? আপনি রাজা হইয়া কিছুই অবগত নন, তবে আর আমরা কি প্রকারে জানিব?—পবন সর্ব্বত্রগামী ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল সংবাদ কর্ণগোচর হইবে। শুনিতে পাই তাঁহারা উভয়েই নাকি নর্ম্মদাতীরে ভোগ বিলাসে প্রমোদিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। কৈলাসের অভিমুখে প্রত্যাগমনের আশা বিদূরিত হইয়াছে।—বায়ু! আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন, বলুন না।

পবন। হে দেবরাজ! ভগবান্ ধূর্জ্জটি আর ভগবতী পার্ব্বতী ন্যূনাধিক এক সহস্রবৎসর কৈলাস পরিত্যক্ত। কৈলাসের আর সে শোভা নাই—সে শ্রীনাই—সে প্রভাব নাই,—তার কিছুই নাই এমন যে সোণার কৈলাস প্রভুবিহীন হওয়াতে অপেক্ষাকৃত মলিনতায় পরিণত হইয়াছে। নন্দী আদি সেবকগণ ও জয়াবিজয়া প্রভৃতি সখীগণ, উৎকণ্ঠান্তঃকরণ, ও বিরস-বদন। পশু পক্ষ্যাদির রব নাই,—ময়ুর ময়ূরীর নৃত্য নাই,—সরোবর কমল হীন,—প্রমোদ-

কানন পুষ্প হীন,—অধিক আর কি বলিব সকল পদার্থই শ্রীভ্রষ্ট। কেবল যক্ষ-রাজ কুবের মাত্র একপার্শ্বে পড়িয়া আছেন।

উর্ব্বশী। মহারাজ! দেবতারা যা বল্‌চেন সে যথার্থই বটে! ওদিন আমরা পুষ্প চয়নার্থে কৈলাশ পর্ব্বতে গিয়ে, মনে কল্লে’ম্ যে, যদিই কতদিনের পরে এদিকে এলেম্ তবে মা দুর্গার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে যাই। এই মনে করে শিব-পুরাভিমুখে গমন কল্লে’ম্। তা তথায় গমনানন্তর দেখি, যে, সে স্থানে কেউ নাই—কেবল নন্দী আদি বিরস বদনে উপবিষ্ট থাকিয়া মনের দুঃখে দিবা নিশি রোদন কর্চ্ছে’ন। কৈলাস পুরীর অবস্থা নিরীক্ষণ ক’রে আমাদিগের দুটি চক্ষের জলে শরীর ভেসে যেতে লাগিল, বসন সমগ্র আর্দ্রিত হ’য়ে উঠিল। মনোদুঃখে আস্‌তে আর পথপাইনে।

উর্ব্বশী ও রম্ভার গীত। ৪।

কাল্লাংড়া—একতালা।

কৈলাসেতে যে দশা বিনে ত্রিলোচন।
হেরিলে বিদরে হিয়ে ঝরে দুনয়ন॥
বিনে অদ্যাশক্তি শিবা; আছে যত বনের শিবা;
কাননে হরিল শোভা; ভূতের ভবন।
সরোবরে নাহি জল; কাননে না ফলে ফল;
নন্দী আদি হ’য়ে বিকল; করিছে রোদন॥

ইন্দ্র। (সবিস্ময়ে) কি-কৈলাস পুরী ঈদৃশ হীনাবস্থাতে পরিণত হইয়াছে! বড় আশ্চর্য্য! বড় অসম্ভব! কৈলাস পতি কোথায় আছেন?—

পবন। সহস্রাক্ষ! তিনি নর্ম্মদা তীরস্থ এক রমণীয় কুসুম-কাননে কুসুম শয্যায় শয়নে আছেন। গিরি-রাজ নন্দিনী গৌরী দেবী পার্শ্ব-বর্ত্তিনী!

ইন্দ্র। (সহাস্য বদনে) ও! তাই কেন বলুন না, এই কথা!—এমন তো হ'য়েই থাকে। তিনি দাক্ষ্যায়নী সতী বিরহে এতকাল কাতর ছিলেন। এখন তিনি সেই সতীকে হিমালয় গিরি-রাজ-সুতা পার্ব্বতী রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এর বাড়া আর আহ্লাদের বিষয় কি আছে?—সুতরাং তিনি সেই নর্ম্মদা তীরস্থ অতি নির্জ্জন স্থানে দাম্পত্য বিরহ অন্তক প্রণয়-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া, বিলাস সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। ইহাতে আপনাদের দুঃখই বা কি? আর আশঙ্কার বিষয়ই বা কি?—

পবন। দেবরাজ! আপনি উপহাস প্রিয়, তন্নিমিত্ত ঈদৃশ উপহাস করিতেছেন। কিন্তু! এ সময়ের উপহাস ভবিষ্যতের অতি শোচনীয় হইবে। শচীপতে! সময় থাকিতেই সদসৎ বিবেচনা করা সাধুলোকের কর্ত্তব্য। তন্নিবন্ধন আমি এই কথা বলি যে, পরিহাস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যে, কৈলাসের অবস্থাটা আজ কাল কিদৃশ হইয়াছে!—সব শ্রবণ করিলেন তো।—

ধর্ম্ম। আখণ্ডল! আপনি এই কেন বিবেচনা করিয়া দেখুন না—যে মহেশ্বর পরম যোগী যোগেশ্বর। বৈষ্ণবের শিরোমণি। যাঁর যোগসাধন বই আর কর্ম্মই নাই, শ্মশান ভিন্ন বাস নাই,—বিষ্ণু নাম বই আর কথা নাই,—আজ্ সেই শঙ্করের বিলাস বাসনা অ্যাতো দীর্ঘ!—তিনি জগতের সংহর্ত্তা হইয়া, তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে বিরতি দিয়া, একাদিক্রমে সহস্র বৎসর কুসুম শয্যায়!—তাও কি না সোণার কৈলাস পরিত্যাগ করিয়া বনে!—যাহাই হউক

হর-পার্ব্বতীর এই দীর্ঘ বিলাসটি বড় সহজ জ্ঞান করিবেন না। তিনি যে সেই অনুপমেয় সুখাস্পদ কৈলাসপুরী পরিত্যাগ করিয়া সহস্রবৎসর অরণ্য-বাসী হইলেন, ইহার কারণই বা কি! আর ইহাতে উৎপত্তিই বা কি হইবে? এই চিন্তাই বিষম ভয়ঙ্করী উপলব্ধি হওয়াতে আমরা আপনার সন্নিধানে আইলাম—এক্ষণে ইহার প্রতিবিধানের বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগের চিন্তাদূর করুন!

ইন্দ্র। ধর্ম্মরাজ! এবিষয় যদ্যপি বিশেষ অনিষ্ট করই আপনাদিগের উপলব্ধি হয়, তবে চলুন একবার ভগবান কমলাসন ব্রহ্মার সমীপে সকলে সমবেত হইয়া গমনকরি—আমিত ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

ধর্ম্ম। হা! এ অতি সৎপরামর্শ বটে।

(সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মার পুরী

ব্রহ্মা উপবিষ্ট।

(ইন্দ্রসহ দেবগণের ব্রহ্মালয়ে প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (করপুটে সবিনয়ে) অবধান শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম।

(একৈকে সকলের প্রণাম)

ব্রহ্মা। এসো এসো দেবরাজ এসো! ধর্ম্মরাজ এসো! (প্রত্যেককে

অভ্যর্থনা) আজ সকলেই সমবেত হইয়া কি মনে করিয়া এলেন!— সব মঙ্গলতো!

ইন্দ্র। প্রভো! মঙ্গল আর কি করিয়া বলিবো? কৈলাসে কৈলাস-নাথ নাই,—কৈলাস-কামিনী ভগবতী পার্ব্বতীও নাই। কৈলাসের আর শোভা নাই,—সে শ্রীনাই,—তার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তত্রত্য লোক সমূহ দুর্ম্মনায়মান, ও মলিন বয়ান। কেউ বা পলায়ন করিয়াছেন, কেহ বা ক্ষুন্নাবস্থাতেই অবস্থিত আছেন। জীব জন্তু প্রভৃতি সকলেরই ঈদৃশাবস্থা।

ব্র। (সবিস্ময়ে) সেকি? কৈলাসে শিব নাই! শিব কোথায়?— ও!—তজ্জন্য বহুকাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়নাই বটে!—

ইন্দ্র। চতুর্ম্মুখ! শুনিলাম তিনি নাকি হিমালয় সুতা পার্ব্বতী সহ নর্ম্মদাতীরস্থ এক কুসুম কাননে দাম্পত্য বিহারে ন্যূনাধিক এক সহস্র বৎসর প্রমত্ত আছেন। এমন যে আনন্দকানন কৈলাস পুরী,—তাহা একবারে অন্তর হইতে অন্তরিত করিয়াছেন। সে স্থানের শুভাশুভ কোন সংবাদই রাখেন না। ভবিষ্যতে যে, কি অমঙ্গল ঘটিবে, সেই ভাবী আশঙ্কায় ভীত হইয়া, আমরা ভবদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম—এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন!

ব্র। (বিস্ময়ান্বিত মৃদুস্বরে) দেবরাজ! যে কথাটি বলিলে সেটি বড় সাধারণ নয়!—হর-পার্ব্বতী সহস্র বৎসর অবিরত ভোগ বিলাসে প্রমত্ত আছেন,—এ বড় ভয়ানক ব্যাপার। অতএব চল সকলে সমবেত হইয়া নারায়ণের সমীপে গমন করি। নতুবা এই যে, হর-গৌরীর অসম্ভব ভোগ বিলাস;—ইহাতে যদ্যপি সন্তান উৎপত্তি হয়, সে সন্তান যে কিদৃশ তেজস্বী ও পরাক্রমশালী হইবেন,—তাহা বোধ গম্যে আইসে না। তাঁহার প্রতাপে ত্রিভুবন রসাতল যাইবে, আর দেবতারা সর্ব্বদাই তৎকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইবেন। কি দেব, কি অসুর,

কি যক্ষ, কি নাগলোক কাহারও নিস্তার থাকিবে না—তাঁর প্রভুতা সর্ব্বোপরি হইবে—এমন কি অস্মদাদি ত্রিমূর্ত্তিকেও তাঁহার বশবর্ত্তী হইতে হইবে।

ইন্দ্র। (করযোড়ে) প্রভো! আপনি সর্ব্বলোকের সৃজনকারক, সর্ব্বলোকের হিত সাধক, এবং সর্ব্বজন প্রতিপালক দেব-পিতামহ—দয়াময়! আমরাতো ঐ ভাবী আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির নিবন্ধন আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হইয়াছি—এক্ষণে আপনি যে স্থানে গমন করিতে আদেশ করিবেন, সেই স্থানেই যাইব। বিশেষতঃ আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ভগবান্ হরির সন্নিধানে এতদর্থে গমন করিবেন,—এর বাড়া সৌভাগ্য আর কি আছে? আমাদিগের পরম ভাগ্য যে, আপনার সমভিব্যাহারে আমরা আজ হরিদর্শনে চলিলাম্।

(ব্রহ্মা সহ সকলের প্রস্থান)

দেশ-মল্লার—আড়াঠেকা। ৫।

কোথা শ্রীমধুসূদন! বিপদ ভঞ্জন কারী।
দীনবন্ধু দীননাথ অদিনে দিন দেও মুরারি।
কাতরেতে ডাকি তোমায়; দয়া কর হে দয়াময়!
নিবারিতে ভবভয়; তুমি হে হরি :—
ওহে বিপদ নিসূদন! বিপন্ন জনের ধন!
আমরা হে ত্রাসিত জন, তুমি প্রভু ত্রাস হারী॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৈকুণ্ঠ—ধাম।

লক্ষ্মীসহ নারায়ণ উপবিষ্ট।

(ব্রহ্মা সমবেত দেবগণের বৈকুণ্ঠে প্রবেশ এবং সভক্তি অভি-বাদনান্তর বিষন্নান্তঃকরণে করযোড়ে দণ্ডায়মান।)

ব্রহ্মা। (সবিনয়ে) হে প্রভো! দীননাথ! হে কৃপানিধান! হে ভক্ত বৎসল দুঃখ ভঞ্জন! একবার কৃপাদৃষ্টে অবলোকন পূর্ব্বক দেবগণের দুঃখ মোচন করুন—নতুবা উপায়ান্তর নাই।

নারায়ণ। চতুর্ম্মুখ! দুঃখের বিষয় কি?—কোন দানব কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াছেন কি?—না আমার পার্ষদ-বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে?—

ব্র। প্রভো! তা হইলে এতাদৃশী চিন্তার বিষয় কি ছিল? তা নয়:—দয়াময়! আপনার অবিদিত তো কিছুই নাই; তত্রাচ নিবে-দন করি, শ্রবণ করুন্। ভগবান্ ধূর্জ্জটি তাঁহার নব-বিবাহিতা গৌরী-দেবী সহিত নর্ম্মদা-তীরস্থ এক সুরম্য কুসুম-কাননে নিরন্তর এক সহস্র বৎসর ভোগ বিলাসে প্রমোদিত আছেন—কৈলাসাভিমুখে আর দৃষ্টিপাতও নাই। কৈলাসপুরী অরণ্যময় হইয়াছে, তত্রত্য অধিবাসীরা রোদন করিতেছে—ত্রিলোচনের এরূপ বিহারে আমরা নিতান্ত ভীত হইয়াছি।

নারায়ণ। চতুর্ম্মুখ! এ তো নিরতিশয় ভয়ের বিষয়ই বটে, তার সন্দেহ কি?—হর-পার্ব্বতী সহস্র বৎসর কৈলাসে নাই, একি সাধারণ

কথা ? তাঁহাদিগের দীর্ঘ বিলাস্ অতীব ভয়ানক ব্যাপার তা আমি পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত আছি। যেহেতু পার্ব্বতী গর্ভে যদ্যপি কোন অপত্য জন্ম গ্রহণ করেন,—সে অপত্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই ভুবন-ত্রয়ে অজেয় হইবেন। তাঁহার প্রতাপে আপনারা কি আমাকেও সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইবে—দেবগণকে সর্ব্বক্ষণই যন্ত্রণা দিবে—সর্ব্ব লোক্‌কেই তাঁর অধীন হইতে হইবে। অতএব হে কমলাসন! এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করা অতি কর্ত্তব্য। এ অতি গুহ্য কথা,—তন্নিবন্ধন এরূপ অভিসন্ধি স্থির করা আবশ্যক, যাহাতে তাঁহাদিগের কোপাগ্নি উদ্দীপিত না হয়, অথচ স্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, আর পার্ব্বতী গর্ভে সন্তানও না জন্মিতে পায়।

ব্র। পতিত-পাবন! যাই হউক, এ বিধায়ে তাঁহাদিগের বিলাস ভঙ্গ না করিতে পারিলে সুবিধা নাই;—কিন্তু এমন ক্ষমতা কার আছে যে, সে স্থলে গমন করেন্?—যে হর কোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল,—আবার সেই কোপানলে দগ্ধীভূত হইতে কার এমন প্রবৃত্তি হইবে?—

নারা! চতুর্ম্মুখ! সে কথা সত্য বটে। কিন্তু স্বকার্য্য সাধনার্থে অসাধ্য হইলেও সুসাধ্য করিতে হয়;—শেষে অদৃষ্টে যা থাকুক্। আমি একটি উপায় বলি তাই অবলম্বন করুন। ভোলানাথের সদৃশ ভক্ত বৎসল, ভক্তাধীন, উদার স্বভাব, দয়াল ও বিমল-চিত্ত দেবলোকে লক্ষিত হয়না। তিনি আশুতোষ, সর্ব্বক্ষণই অম্বিত সন্তোষ; এবং স্বভাবতই নিক্রোধ। দেবতারা সকলেই একত্রিত হইয়া, সেই বিলাস্ কাননে গমন করুন্—তথায় গমনানন্তর অনতিদূরবর্ত্তী স্থান হইতে সভক্তি শিব-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুপস্থিত হউন্—সেই ভক্ত বৎসল ভগবান্ আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ সমীপে অবশ্যই সম্ভাষণ করিতে আসিবেন—তদুপলক্ষে কাজে কাজেই বিলাস্ ভঙ্গ

হইবে,—দুর্গার গর্ভে সন্তান জন্মিবে না। তা হইলেই আপনাদিগের আর ভাবী আশঙ্কার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

ব্র। প্রভো! এই অতি সুযুক্তি বটে, ইহাই করা যাউক্; পশ্চাৎ অদৃষ্টে যা আছে তাই হইবে।

(দেবগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণামানন্তর শিবোদ্দেশে প্রস্থান।)

(ব্রহ্মার স্বস্থানে প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০○০—

নর্ম্মদাতীরস্থ কুসুম কুঞ্জ।

হর-পার্ব্বতী বিরাজমান।

(দেবতারা শিব-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বহির্ব্বিহরণে উপস্থিত।)

ভৈরব—একতালা।

জয় জয় শিব শঙ্কর জয় হর হরমোহিনি!
বিরাজিত বনে, নর্ম্মদাপুলিনে,
গিরিশ গিরীশ নন্দিনি!
(জয়) দক্ষরাজ দর্পহারী;
গিরি-রাজপুর পবিত্র কারী;

(জয়) ভবানী ভাবন, ভব তারণ,
জয় ভব ভবভাবিনি!
(জয়) ত্রিপুর নাশন ত্রিদশেশ্বর;
ত্রিতাপ হারিণী গঙ্গা শিরে ধর;
জয় জগদীশ, যোগীন্দ্র যোগেশ,—
জয় যোগমায়ে জননি!

দেবগণ। (করযোড়ে সভয়ে স্তব) হে জগৎ কর্ত্তা যোগেশ্বর! তোমার অসীম মহিমার অন্ত কে জানে? হে প্রভো দয়াময়! হে আশুতোষ! হে বিশ্বনাথ! হে শশীমৌলি ত্রিগুণধারী! তুমি ব্রহ্ম রূপে সৃজন কর্ত্তা, বিষ্ণু রূপে পালন কর্ত্তা, এবং রুদ্র রূপে সংহর্ত্তা। হে অনাদি অনন্ত মহেশ্বর! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গেরই ফলদাতা। হে দেব! তুমি সর্ব্ব কার্য্যের মূলাধার, সর্ব্ব সিদ্ধিকর ও সর্ব্ব জ্ঞানের আকর। দয়াময়! তোমার প্রকৃতি সুলভ করুণার্দ্র চিত্তে অনুকম্পা বিতরণ পূর্ব্বক এই কাতর কলেবর ভক্তগণকে একবার দর্শন দেও—হে অনন্ত-প্রভব! তোমার সেই হৃদয়-প্রফুল্লকর আশুতোষ নামের মহিমা রাখুন।—কৃপানিধান! শুধু আমরাই কেন? এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকই ঐ শ্রীপাদ-পদ্মের দর্শনাভাবে কাতর—একবার কৃপা করুন্! এই ভগ্নান্তঃকরণ দেবগণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করুন্।

(দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া, মহাদেব গাত্রোত্থানানন্তর
বাহিরে উপস্থিত, কিন্তু ক্রোধে স্তম্ভের ন্যায়
দণ্ডায়মান; দয়াল-স্বভাব জন্য
কিছু বলিতেছেন না।)

(দেবগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক করযোড়ে

দণ্ডায়মান ও ভয়ে কম্পান্বিত।)

পার্ব্বতী। (ক্রোধে রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন, শিবের প্রতি) নাথ! আপনিতো সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ, চতুর্ব্বর্গের ফল দাতা। শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ নিয়ন্তা। আপনার অবিদিত কিছুই নাই। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি সমস্তই আপনার অধীন। আপনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেরই মঙ্গলকর; কাহারো অনিষ্ট-সাধক নন্। তবে কেন আপনার সহিত এই দেবগণের অ্যাতো বাদ?—অ্যাতো হিংসা,—অ্যাতো আক্রোশ, যে, বিন্দুমাত্রও উপরোধ নাই!—আপনার নিতান্ত দয়ার শরীর তাই দুটো মৌখিক স্তব করিলেই আপনি ভুলে যান্! তা নাহইলে ভোলানাথ নামই বা কেন হইবে? যাহাই হউক, হে-বিভো! আপনি জিজ্ঞাসা করুন্ দেখি! যে, আমি ইহাঁদিগের কি অনিষ্টসাধন করিয়াছি? যে, আমার প্রতি ইহারা ঈদৃশ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত—আমার সন্তানের স্থানে ব্যাঘাৎ! একি সাধারণ স্পর্দ্ধা!—(সুগভীর উচ্চৈঃস্বরে) নাথ! আপনিত ভোলা, অমিতো তা নই—এই মনোস্তাপ আমার প্রত্যেক লোমকূপে বজ্রাঘাতের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইহার প্রতিফল আমি এই মুহূর্ত্তেই দিব। দেবতাদের অ্যাতো স্পর্দ্ধা যে আমার সঙ্গে বাদ—কি অহঙ্কার! আমি এই দণ্ডে মহা প্রলয় করিতে প্রবৃত্তা হই, যদ্যপি আপনার শ্রীমুখের অনুমতি পাই। এই দেখুন, শাপ দিই।

দেবগণ। (ভূমে জানুলগ্নপূর্ব্বক করযোড়ে এবং সভক্তি করুণস্বরে) মা জগদম্বে! আপনি জগদ্ধাত্রী, জগৎকর্ত্রী; এবং শক্তি রূপে সর্ব্ব জীবেই অধিষ্ঠাত্রী। মা, গো! আপনি যদ্যপি প্রতিকূল হন্ তা হইলে এই কৃতাপরাধী দেবগণের গতি কি হইবে মা?—জননি! শক্তি ভিন্ন জীবের গতি, মুক্তি, স্থিতি কিছুই যে নাই মা!—এই ভুবন-

ত্রয়ে পরিদৃশ্যমান, যত কিছু অবলোকিত হইতেছে সকলেরই আশ্রয়াস্পদ শক্তি। শক্তি না থাকিলেই জীবনের স্থায়িত্বের আশা শূন্য-মা জগদম্বে! মা-গো! সেই শক্তিই আপনি!—অতএব হে! শরণ্যে! আপনি এই শরণাগত, আশ্রিত, ও ভজন পূজন বিরহিত দেবগণকে স্বগুণে কৃপা করিয়া আপনার কৃপাময়ী নামের মহিমা রাখুন!। মা আমরা আর কিছুই চাহিনা।

দেশমল্লার—আড়াঠেকা। ৬।

ক্ষমা কর ক্ষমঙ্করি! অপরাধী দেবগণে।
নিজ গুণে কৃপা করি হেরমা কৃপা-নয়নে॥
বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা; আমরা বিশ্ব ছাড়া কোথা;
মা হ'য়ে সন্তানে ব্যথা, কোথায় নাহি হয়—
শুন ওগো! মহামায়া; সকলই তোমারই মায়া;
তবে কেন নাহি দয়া, অবোধ সন্তান জনে॥

হর। (সভয়ে) প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও! ক্ষমা কর! কারও দোষ নাই। সকলই আপনাদিগের জন্মান্তরীন কর্ম্মের ফল ভোগ। সুধাংশুবদনি! যদ্যপি সত্য সত্যই কারউ জ্ঞানকৃত দোষ থাকে, হে-অভয়ে! তবে কি তোমার দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য গুণে তাহাকে দয়া করিবে না?—দুর্গে! দুর্গতি নাশিনি! দেবগণের দুর্গতি করোনা। প্রিয়তমে! তুমিইতো বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজীবে সমস্থিতা। লোকে যা কিছু করুক না, তুমিইতো তার বুদ্ধি, শক্তি ও প্রবৃত্তিদায়িণী—এই জগৎসংসারে শক্তি ছাড়া কে আছে প্রিয়ে বল দেখি!—সেই শক্তিই তুমি, —আর তুমিই সর্ব্ব কর্ম্মের মূলাধার,—তোমা ছাড়া কিছুই নাই।

মহামায়ে! তুমিই মায়ারূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বলোকের শুভ-দাত্রী এবং সকলেরই আধার-স্বরূপা। তোমাকে আর আমি কি প্রবোধিব?—তুমি সকলই জান। হে বরাননে! লোকের অদৃষ্ট, কালচক্রে ঘুর্ণিত হইয়া, সুকৃতি ও কুকৃতি-গুণেই শুভাশুভ ফল-প্রদ হয়। অতএব প্রেয়সি! সকলই জানিবে যে, আপনাদিগেরই কর্ম্ম-ফল। প্রাক্তনে যাহা নিবন্ধিত হইয়া রহিয়াছে তাহা অলঙ্ঘ্য। অতএব জীবিতেশ্বরি! কল্পে কল্পে জানিবে যে, প্রাক্তনই মূল। তাই বলি হে-অপর্ণে! তুমি যে এই উপস্থিত ঘটনা নিবন্ধন দেবগণকে দোষী করিতেছ—ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেবগণের দোষ নাই; সকলই আপনাদিগের অদৃষ্টের দোষ। এই জন্যে বলি, প্রিয়ে! তুমি দেবতাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া আপনার মহিমা বর্দ্ধন কর।

পার্ব্বতী। (রোদিত স্বরে) জীবিতেশ্বর! আমি সকলই জানি। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি কল্পে প্রকৃতি পুরুষের সৃজনের মুখ্য উদ্দেশ্যই বংশ রক্ষা। নাথ! যদি তাহাতেই নৈরাশ, তবে আমার এ জীবনে আর সুখ কি?—সংসারে সকল নারীই পুত্র কামনা করেন। যার পুত্র নাই তার জন্ম ও কর্ম্ম সকলই বৃথা, জগতে তার বাঁচনই বৃথা। হে যোগেশ্বর! যদ্যপি এইরূপ বৃথা মনুষ্য হইয়াই বাঁচিতে হইল,—আর জন-সমাজে মুখ দেখাইতেও হইল,—ইহাপেক্ষা মরণইতো ভাল!—জীবিতেশ্বর! আমি কেবল দেবতাদেরই হিংসা, দ্বেষ ও নানা প্রকার উপদ্রবের ভয়ে এই নির্জ্জন কাননে লুকাইত হইয়াছিলাম,—আবার এখানেও তাই!—অতএব প্রাণেশ্বর! আর আমি এ দেহ রাখিতে ইচ্ছা করিনা। পূর্ব্ব জন্মের মত এই অকিঞ্চিৎকর দেহ পরিত্যাগ করিব। জানিলাম যে, জন্ম জন্মান্তর এইরূপ গতিই আমার প্রাল-ব্ধের লিখন।

হর। প্রিয়ে! তুমি পুত্র নিবন্ধন ঈদৃশ উতলা হইওনা। তোমার পুত্রলাভ অবশ্যই হইবে—পশ্চাতে আমি তার উপায় বলিবো।

এক্ষণে দেবতাদিগের উপর ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সুপ্রসন্না হইয়া, অনুমতি প্রদান কর—ইহাঁরা প্রফুল্ল-চিত্তে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করুন্।

পা। নাথ! আপনি যখন ইহাঁদিগের প্রতি সদয়, তখন আমি আর নিদয় হইয়া কি করিব? সচ্ছন্দে ইহাঁরা স্বস্ব স্থানে গমন করুন্, আমার আর ক্রোধ নাই।

দেবগণ। (সভক্তি প্রণামানন্তর করযোড়ে) মাতঃ! জগজ্জননি! মা! সুপ্রসন্না হউন, এই অকৃতি সন্তানদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখুন! এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি।

পা। তথাস্তু।

(দেবগণের প্রস্থান।)

(হর কর্ত্তৃক হৈমবতীকে প্রবোধ।)

ভৈরবী—একতালা। ৭।

ওগো কাত্যায়নি! অচিন্ত রূপিণি, না হও উন্মাদিনী, সন্তানের চিন্তায়।
যিনি সর্ব্ব চিন্তাময়, সর্ব্ব জীবাশ্রয়, সেই দয়াময়, আছেন চিন্তায়॥
ভক্তি ভাবে পূজ সেই নারায়ণ, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ;
দিতে পুত্রধন, বিনে সেই জন, নাহি কোন জন ত্রিভুবন ময়॥
ত্রিদশে যাঁহারে না পান চিন্তায়, সেই চিন্তামণি তোমার চিন্তায়;
হ'য়ে সচিন্তিত, ভ্রমেন্ অবিরত, নিশ্চিন্তিত নাহি থাকেন কোথায়॥

হর। জীবিতেশ্বরি! তুমি সন্তানের নিমিত্ত—পাগলিনীর ন্যায় ঈদৃশ চিন্তা করোনা। প্রিয়ে! যাঁর চিন্তা তিনিই চিন্তিত আছেন—আমাদিগের অদৃষ্টে যদ্যপি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সন্তান থাকে, তাহা হইলে কেউই লঙ্ঘন করিতে পারিবেন্ না। আর যদ্যপি তাহা না থাকে তবে কিছুতেই কিছু হইবেনা। অতএব প্রিয়ম্বদে! যিনি

অশুভের শুভ, অস্থিতের স্থিতি, অসাধ্যের সুসাধ্য।—সেই পরাৎপর পরম পুরুষকে চিন্তা কর। সর্ব্ব চিন্তা বিদূরীত হইবে, অঘটন সংঘটিত হইবে এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে—এক্ষণে চল কৈলাসে প্রতিগমন করি। তথায় উপস্থিত হইয়াই ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(হর-পার্ব্বতীর কৈলাসাভিমুখে প্রতিগমন।)

(পট ক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস-পুরী।

শিব-দুর্গা আসীন—জয়া ও বিজয়া কর্ত্তৃক চামর ব্যজন।

শিব। শঙ্করি! শোক, রোগ, দুঃখ ও সন্তাপাদি সকলেরই হরণ কর্ত্তা হরি। লোকে যে পুত্র কন্যা প্রাপ্ত হয়, সেও জানিবে যে শ্রীহরির কৃপায়। প্রিয়ে! এই জন্যে বলি অভিমান ত্যাগ কর! যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহা সাধন কর! আমি তার উপায় বলি শ্রবণ কর।

দুর্গা। (গলদশ্রু নয়নে) জীবিতেশ্বর! অপত্য বিনে আমার যে কিছুই ভাল লাগিতেছেনা—অন্তঃকরণ স্থির হইতেছেনা। হৃদয়

বিদীর্ণ-প্রায়, শরীর মৃত্তিকাময়, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময়, আর জীবনের স্থায়িত্ব জল-বিম্বের ন্যায় উপলব্ধি হইতেছে। প্রাণনাথ! আপনি যে উপায়ের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে যদ্যপি পুত্রলাভ হয়, তবে তাহাই আমি সযত্নে সাধন করিব, আজ্ঞা করুন!—

বেহাগ—আড়াঠেকা। ৮।

কেমনে পাইব পুত্র বল ওহে ত্রিনয়ন!
পুত্রহীনা কামিনীর সম জীবন মরণ॥
পুত্র যে জীবনের সার; ঘুচাইতে গৃহের আন্ধার;
পুত্র বিহীন সংসার; সম নিবীড় কানন—
যে নারী নয় পুত্রবতী; তারই হয় যে অধোগতি;
পুত্রবতী হ'লে সতী; ঘরে পরেতে সম্মান।

শিব। প্রিয়ে! তবে শুন—হরি বিনা দুঃখ নিবারণ কর্ত্তা কেউ নাই। আবার তিনি ভিন্ন দুঃখ প্রদান কর্ত্তাও কেউ নাই। প্রিয়-তমে! এই বিশ্ব সংসারে যা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই তাঁর খেলা— এই জন্যে বলি হরিব্রতঃ নামক একটি ব্রত আছে, তাই অবলম্বন কর।—তাহা হইলে সেই হরি সম জ্ঞানী, তেজস্বী ও সর্ব্ব দুঃখহারী পুত্রলাভ হইবে। তোমার চির-মনদুঃখ দূরীভূত ও আশালতা ফল-বতী হইবে। ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব প্রিয়ে! আর ভেবোনা, ইহাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। শতরূপা, দেবহুতী, অদিতী, সচি, অরুন্ধতী প্রভৃতি সাধ্বী নারীগণও এই পুণ্যক ব্রত-সাধনে পুত্রলাভ করিয়া সিদ্ধ মনোরথা হইয়াছেন।

দুর্গা। (শিবের পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক) প্রাণেশ্বর! যদ্যপি এতই অনুগ্রহ করিলেন—তবে সেই ব্রতের কি কি নিয়ম, কি ব্যবস্থা, আর কি রূপেইবা পালন করিতে হয়। অনুগ্রহের সহিত সেই সমস্ত বিবৃত করিয়া আমার অন্তঃকরণের শান্তি সাধন করুন।

বেহাগ—আড়াঠেকা। ৯।

ভেবোনা ভেবোনা গৌরি! ভেবোনাহে প্রাণেশ্বরি!
সর্ব্ব-সিদ্ধি করিবেন, সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরিঃ॥
হইয়ে একান্ত মতি; হরি-ব্রত কর সতি!
অচিরায় পুত্রবতী, হইবে শঙ্করি!—
হরিঃ যে মহা দয়াময়; পূরাইতে ভক্তের্ আশয়;
যিনি সর্ব্ব জীবের্ আশ্রয়,—পালন কারী॥

শিব। প্রিয়ে! তবে উক্ত ব্রত কি রূপে পালন করিতে হয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা নিরতিশয় কঠিন। যেমন ব্রতটি কঠিন, তেম্নি ইহার নিয়ম পালনও অসাধারণ সাধ্য—পুত্রার্থিনি! তুমি ব্যতিরেকে সামান্যা নারীর কার্য্য নয় যে সে নিয়ম পালন করে।

দুর্গা। জীবিতেশ্বর! সেই ব্রত যত কঠিন হউক না কেন, যদ্যপি আপনার ঐ অভয় পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে, তা হইলে অতীব-অসাধ্য সাধন হইলেও অনায়াস্ সাধ্য হইবে—আমি তাহাকে লঘুবৎ জ্ঞান করিব। নাথ! যখন আমি ঐ শ্রীচরণের কৃপা অবলম্বন করিয়া সংকল্প করিব, তখন কোনও বিঘ্নের সাধ্য হইবেনা যে আমার প্রতিপক্ষ সাধন করে। যদি আমার ক্ষমতার অতীত হয়, হে প্রাণেশ্বর! তা হইলেও ঐ শ্রীপাদপদ্মের ভরসায়, আমি

পর্ব্বত প্রমাণকে লোষ্ট্র নির্ব্বিশেষে উপলব্ধি করিব। বলা বাহুল্য! আমার পুত্র-কামনা ঈদৃশ বলবতী হইয়াছে,—যে, যদি কেহ বলেন, অগ্নিতে প্রবেশ করিলে সন্তান প্রাপ্তি হয়, আমি তাই করিতেই প্রবৃত্তা হইব। যদি কেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উপদেশ দেন, হে নাথ! আমি তাতেও অসম্মতা নই—অধিক কি বলিব ঐ ধবলা-গিরি-শৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেও যদি পুত্র প্রাপ্তি হয়—আমি তাহাতেই সম্মতা আছি। প্রাণেশ্বর! অপত্য বিনা আমার মন যে কোন ক্রমেই প্রবোধিত হইতেছেনা!—

ঝিঁঝিট—মধ্যমান। ১০।

চিত মনঃ প্রবোধি লব কেমনে?
প্রাণ দহিছে মোর অপত্য বিনে।
পুত্রহীনা যে কামিনী; তার মত নাই অভাগিনী;
মরণ বাঁচন যারই, সমান ইহ জীবনে।
বন্ধ্যা নারী হ'লে পরে; সবে অনাদর করে;
অগৌরব ঘরে পরে; এ তিন ভুবনে॥

শিব। প্রিয়ে! তবে ব্রতানুষ্ঠানে যে সকল দ্রব্যের ও অগ্নিহোত্রী ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণের এবং দাসদাসীর আবশ্যক হইবে, আর যে যে নিয়মে পালন করিতে হইবে, সে সমস্তই বিবৃত করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর!—একশত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ চাই, কেবল পূজোপযুক্ত দ্রব্যাদি ও ফল পুষ্প আহরণার্থে; একশত মেধা-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন উৎসবাদির দ্রব্য সমস্ত আহরণার্থে; একশত কিঙ্কর, ও একশত কিঙ্করীর আবশ্যক সম্যক আয়োজনের নিমিত্ত।

এই সমস্ত কৃতায়োজন হইলে, হরিভক্তি সম্পন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পৌর-হিত্যের জন্য আবশ্যক হইবে। মাঘীশুক্ল পক্ষীয় ত্রয়োদশীতে ঘট-স্থাপনা করিয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে। বেদের মতে সংকল্প করিয়া ব্রতারম্ভ করিবে। আর যে যে নিয়মাচরণে থাকিতে হইবে তাহাও তোমাকে বলিয়াদিই। হবিষ্যান্ন ছয় মাস, ফলাহার পঞ্চমাস, ঘৃত পান এক পক্ষ, আর জলপান মাত্র একপক্ষ। এক বৎসর কাল এইরূপ আহারের ব্যবস্থা—অহর্নিশি-কুশাসনে বসিয়া নিত্য নিত্য শ্রীহরিঃ স্মরণে জাগরণ—যাগযজ্ঞ হোমাদি বৈদিক কর্ম্ম—দেবতা ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব-বর্ণের লোক সমূহকে ভোজন দান, আর যথাযোগ্য পাত্রকে দক্ষিণা দান। এইরূপ একবৎসর পালন করিবে। ব্রত সমাপ্তে পুরোহিতকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। এই বিধি মত কার্য্য করিলে শ্রীহরি প্রসন্ন হন। তাঁহার সদৃশ সন্তান প্রাপ্তি,—স্বামী সোহাগিণী,—আর প্রচুর পরিমাণে ধন-ধান্য ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়।

দুর্গা। নাথ! আমি ধনৈশ্বর্য্য কিছুই চাইনে——যে ধনের প্রার্থিনী তাই পেলেই আমার যথেষ্ট হইবে।

শিব। প্রিয়ে! তা অবশ্যই পাইবে আর চিন্তা করোনা। এক্ষণে যা বলিলাম্ অধ্যবসায়ে তাহারই আয়োজন কর।

দুর্গা। নাথ! তবে এই সময় হইতে ক্রমেক্রমে সমস্ত দ্রব্যের আহরণ করিয়া দিন,—মাঘীশুক্ল ত্রয়োদশীতেই শুভ কার্য্য উদ্যমীভূত হইবে।

বেহাগ আড়াঠেকা। ১১।

যাওহে! যাও প্রাণেশ্বর! কর সর্ব্ব আয়োজন।
যে আজ্ঞা করিবেন প্রভো!—করিব পালন॥

যদি হয় অসাধ্য সাধন, সাধিব করিয়া যতন;
যতন না হ'লে কোথায় মিলিবে রতন।
সর্ব্বস্বান্ত হয় যদি, তবু পাই সে পুত্র নিধি;
জানিব করিল বিধি; সফল জীবন

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী ভাণ্ডার গৃহ।

শিব, দুর্গা ও নন্দি আদি জয়া বিজয়া

(পার্শ্বে দ্রব্যাদি)

হর। প্রিয়ে! সমস্ত দ্রব্যই আহৃত হইয়াছে। আগামি কল্য ত্রয়োদশী, নির্দ্দিষ্ট দিবস। পুরোহিতাদি বরণীয় ব্রাহ্মণগণ আসিবেন; নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কল্যই ব্রতারম্ভ হইবে, অতএব তুমি আজ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া একাহারি থাক। এখন তুমি একবার এইদিকে এসে দ্রব্য সামগ্রীগুলা দেখো দেখি!—এই দেখ তণ্ডুলাদি শস্য বিভাগের সমস্ত দ্রব্য পৃথক পৃথক স্তুপাকারে রক্ষিত হইয়াছে। এই দেখ! দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু আদি সমস্তই পৃথক পৃথক হ্রদে পরিপূরিত হইয়াছে। এদিকে দেখ! নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্যের

আয়োজন হইতেছে। এতদ্ভিন্ন লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং পাকশালার অধিষ্ঠাত্রী হইবেন বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। কুবের ভাণ্ডারী হইবেন, আহরণ কর্ত্তা সূর্য্য; কশ্যপ, (যিনি বিতরণে মুক্ত হস্ত) পরিবেষ্টা; আর তাঁহার সহায়তা সম্পাদনের নিবন্ধন দুই সহস্র ব্রাহ্মণকেও নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকলের অভ্যর্থনার্থে দেবরাজ সহস্রাক্ষকে ভারার্পণ করা হইয়াছে। প্রিয়ে! তোমার ব্রতের কথা শ্রবণ করিয়া চতুর্ম্মুখ আপনিই সমস্ত কর্ম্মের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা যাহা আবশ্যকীয়—সে সমস্তইতো এক প্রকার সমাহৃত হইয়াছে। চারুনেত্রে! এক্ষণে তুমি আর একবার নিরীক্ষণ কর—যদ্যপি আরও কিছু অনুষ্ঠানের ত্রুটি থাকে, তাহা এক্ষণেই সম্পাদিত হইবে।

দুর্গা। প্রাণবল্লভ! আমি অবলা নারী ভাল মন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞানশূন্য। আমি কি জানি?—আপনি বিশ্বেশ্বর জগৎকর্ত্তা, ও সর্ব্বলোকের জ্ঞানদাতা—বেদ বিধি পুরাণাদি যত কিছু আছে, আপনার ছাড়া কোন শাস্ত্রই নাই। আপনার কর্ত্তৃক যাহা কৃতায়োজন হইয়াছে, আমি আর তার উপর কি অধ্যক্ষতা প্রকাশ করিব?

হর। দেবি! তুমি জগৎকর্ত্রী জগৎলক্ষ্মী। তোমার ঈশদৃষ্টিতেই এই ভুবনত্রয়ের দেবদুর্লভ দ্রব্য সমস্তই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও অক্ষয়ীভূত হইতে পারে। প্রিয়ে! আমি সেই নিমিত্তই তোমাকে অবলোকন করিতে বলিলাম। অন্নপূর্ণার দৃষ্টি হইলেই সমস্ত দ্রব্য অক্ষয়ীভূত হইবে। আর অভাব থাকিবে না।—

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

কৈলাসপুরী—দেবসভা।

ব্রহ্মা আদি সর্ব্ব দেবতা, ঋষি, মুনি ও যক্ষাদি এবং
ত্রিভুবনের ভূপালগণাদি সর্ব্বলোক আসীন।

(পুরোহিত শনৎকুমার ও অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিক
ব্রাহ্মণদিগের প্রবেশ।)

দেবরাজ। (প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক) আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়! আসুন! আসুন! (প্রত্যেক্‌কে অভ্যর্থনা)

শনৎকুমার। দেবরাজ! ব্রতানুষ্ঠানের দ্রব্যাদি সমস্ত কোথায় প্রস্তুত হইয়াছে?

দেব। আজ্ঞে! এইদিকে আসিয়া দেখুন্ কক্ষ্যে সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে। কেবল আপনাদিগেরই আগমনের অপেক্ষা ছিল।

———

পট পরিবর্ত্তন।

——oo——

কক্ষ্যদেশ—যজ্ঞবেদি।

(শিব এবং পরিচারকগণ ব্রতের উদ্যোগী।)

(পুরোহিত শনৎকুমারাদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-
দিগকে লইয়া দেবরাজের প্রবেশ।)

পুরোহিত শনৎকুমার। হাঁ!—সমস্তই আয়োজন ঠিক্ হইয়াছে এক্ষণে এই সকল দ্রব্যাদি যজ্ঞবেদির পার্শ্বে আনয়ন করা হউকনা কেন!

দেবরাজ। আজ্ঞে এক্ষণেই আনাইতেছি। (ক্ষণকাল পরে) ঠাকুর! এই দেখুন! সমস্তই প্রায় আনিত হইয়াছে, অবশিষ্ট যা কিছু আছে তাহাও আসিতেছে।

শনৎ। তবে কেবল মায়ের আগমন হইলেই হয়?

দেব। আজ্ঞে হাঁ! তিনিও আসিতেছেন।

(দেবরাজের সভায় প্রস্থান।)

(পার্ব্বতীর যজ্ঞ-স্থলে প্রবেশ।)

বেহাগ—আড়াঠেকা। ১২।

এসো মা শঙ্করি! উমে! ব্রত কর আরম্ভন।
জীবন সফল করি লইয়া বরণ॥

সভক্তিতে পূজ হরি ; হবে শুভ শুভঙ্করি !
সফল কামনা করি, লভিবে নন্দন।---
আশার সুসার হবে ; মনের্ দুঃখ দূরে যাবে ;
চিরদিন ঘোষণা রবে ; এ তিন ভুবন ॥

শনৎ। মা-দুর্গে ! জগজ্জননি ! মাগো ! ব্রতারম্ভ করুন। মাঃ ! আজ তোমার শ্রীকর-নলিনী সংকল্পিত অর্ঘ-পাদ্য ও বরণাদি গ্রহণ করিয়া আপনার জীবন সার্থক করি।

পার্ব্বতী। ঠাকুর ! আমিতো প্রস্তুতই আছি।

শনৎ। (শিবের প্রতি) দয়াময় ! আজ্ আমার কি সৌভাগ্য !—জগজ্জননী পার্ব্বতীর পৌরহিত্য করিয়া আমি ত্রিজগতে ধন্য হইব।

শিব। শনৎকুমার ! তুমি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবের চূড়ামণি, রিপু-ষষ্ঠের দমনকারী, সত্যবাদি, জিতেন্দ্রিয় ও পরম বিবেকী। তুমিতো ত্রিজগতে ধন্যই আছ !

শনৎ। প্রভো ! আপনার নিজগুণে যা বলুন, আমিতো আপনারই কিঙ্কর।

(যজ্ঞ-স্থলে দেবরাজের পুনঃ প্রবেশ।)

দেবরাজ। (অনুনীত বচনে) প্রভো নীলকণ্ঠ ! সভায় সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, ও ব্রাহ্মণগণ ; দক্ষপ্রজাপতি, গিরিরাজ, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, এবং অন্যান্য রাজাগণ সকলেই আপনাপন অমাত্য স্বজন সমবেত হইয়া সমাগত হইয়াছেন। এবং যথা যথা স্থানে উপবেসনও করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অপর সাধারণ সমস্ত জনপদবাসীগণ, এবং দরিদ্র-দুঃখি আহুত, অনাহুত, সকলেই আগত হইয়াছেন—ত্রিভুবনে প্রায় কেহই আর বাকি নাই। এক্ষণে আপনি এখান-

কারকার্য্য সমাপনান্তে একবার সভাস্থ হউন। সকলেই আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(দেবরাজসহ শিবের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পূর্ব্বমত দেবসভা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সর্ব্বদেব আসীন।

(ইন্দ্র ও শিবের প্রবেশ।)

শিব। (ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেব-দেবী ও ঋষি-মুনি ইত্যাদি প্রত্যেককে অভ্যর্থনানন্তর, ক্ষীরোদ-বাসী বিষ্ণুর প্রতি) হে প্রভো! সৃষ্টিপালক সংসার-জনক শ্রীনিবাস! আপনি তপ, জপ, যজ্ঞ হোম পূজা ব্রত ইত্যাদি সকলেরই বীজরূপ;—এবং সকল কর্ম্মেরই স্বরূপ ফল দাতা। আপনি কল্পতরুরূপে সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করেন। দেবী শৈল-নন্দিনী এই যে পুণ্যকব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাঁর সমস্তই তো আপনি অবগত আছেন—কেননা, আপনার অবিদিততো কিছুই নাই। তথাপি আমি নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। ইনি নিতান্ত শোকাতুরা নন্দন-প্রার্থিনী। দেবী নর্ম্মদা তীরস্থ কুসুম কাননে দেবগণ কর্ত্তৃক প্রতারিতা হওনাবধিই রোদিতা আছেন। আমি যথাসাধ্য বিনয় বাক্যে বিস্তর প্রবোধ দিলাম,—কিন্তু কিছুতেই

প্রবোধিতা না হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতেই উদ্যতা—লক্ষ্মীকান্ত! সেই লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার কলেবর চমকিত ও লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—হঠাৎ সেই দক্ষযজ্ঞের কথাটা স্মরণ-পথে আসিয়া আমাকে সতর্ক করিল। লোকে বলে একবারের রোগী আর বারের চিকিৎসক। আমি একবার ঠেকিয়াছি—যৎপরনাস্তি ফলও প্রাপ্ত হইয়াছি। পুনর্ব্বার কি তাই ঘটিবে?—জগদীশ! স্ত্রীলোকের প্রাণ তো ওষ্ঠাগ্রে—আমি সেই আশঙ্কা পরবশ হইয়া এই মহা-যজ্ঞ হরি-ব্রতের অনুষ্ঠান করাইলাম। এক্ষণে যাহাতে এই মানসিক ব্রত, অর্থাৎ এই মহাযজ্ঞটি সুসম্পন্ন হয়,—পার্ব্বতীর মনোরথ সফল হয়,—আশানুরূপ সন্তান প্রাপ্তি হয়,—অনুকম্পা বিতরণ পূর্ব্বক এরূপ যুক্তি বিধান করুন।

বিষ্ণু। (ঈষদ্ধাস্যে) ত্রিলোচন! এই হরি-ব্রতে হরির ন্যায় সন্তান প্রাপ্তি হয়। এতদ্ভিন্ন স্বামী সোহাগিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুখ, মোক্ষ ইত্যাদি সর্ব্বফলই লব্ধ হয়। এই ব্রতে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সেই গোলোক নাথ শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব স্বেচ্ছাময় হরি—তিনি জ্যোতিরূপ ধারী, নিরাশ্রয়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও নিরাময়।—আশুতোষ! সেই ভগবান ভক্তনাথ, ভক্তপ্রাণ, আর ভক্তের আশ্রয়। তিনিই সর্ব্বসিদ্ধি দাতা; তাঁরই কলাতে শিব, বিষ্ণু ও ধাতার উৎপত্তি—তাতো আপনার অবিদিত কিছুই নাই।—হে ধূর্জ্জটি! যে মায়াতে সর্ব্বসংসারের লোক নিচয় মোহিত, সেই মায়ারূপা নারায়ণীই প্রকৃতি ঈশ্বরী—তিনিই এই আদ্যাশক্তি পার্ব্বতী কৃষ্ণ ভক্তি প্রদায়িণী। চামুণ্ডা শত শত অসুর নাশ করিয়া দক্ষরাজের পুণ্য-ফলে প্রসুতী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সতী নামে বিখ্যাত হন। পরে ভবদীয় নিন্দা শ্রবণানন্তর দেহত্যাগ করিয়া শৈলরাজ মোহিষী মেনকার গর্ভ পবিত্র করেন। ফণিভূষণ! তদনন্তর আপ-

নার শোকাচ্ছন্ন সন্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করিবার নিবন্ধন পতি রূপে আপনাকে বরণ করেন। সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গারই এই ব্রত-সাধন। এ ব্রত শত রাজসূয় যজ্ঞের সমতুল্য। পার্ব্বতীর যদ্রূপ ব্রত, তদ্রূপ ফলই প্রাপ্তি হইবে। গোলোকনাথ স্বয়ং অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; শঙ্করী নিশ্চয়ই সন্তান প্রাপ্তা হইবেন।

শিব। লক্ষ্মীশ! তবে অনুমতি হউক, ব্রতারম্ভ করা যাউক!

বিষ্ণু। হাঁ! আপনি যান! শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব কেন?—

(শিবের প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

—০○০—

পূর্ব্বমত যজ্ঞবেদি;

পার্ব্বতী আদি সর্ব্বজন আসীন।

(শিবের প্রবেশ।)

শিব। প্রিয়ে! ক্ষীরোদ বাসী মহাবিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া আশী-র্ব্বাদ করিয়াছেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে,—হরি সম পুত্র পাইবে। এখন একাগ্র চিত্তে ব্রত সাধন কর। দেখো যেন বৈদিক কার্য্যে ত্রুটি না হয়। পুরোহিত ঠাকুর যা বলেন, তন্ময় চিতে ভক্তি সহকারে সম্পাদন ক'রো। জয়া বিজয়া কোথায়?

জয়া। (সত্বরে আসিয়া করযোড়ে) তাতঃ এই যে আমরা সকলেই উপস্থিত আছি—আজ্ঞা করুন।—

শিব। বৎসে! শুনো, তোমাদিগের সহকারিত্ব সাধনার্থে একশত দাসী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে। আর সর্ব্বক্ষণই তোমাদিগের সমীপবর্ত্তিনী থাকিবে। তোমরা দুইজনে এমনি সতর্কতার সহিত সামঞ্জস্যরূপে কার্য্য করিবে যে, যে কোন ব্যক্তি হউন না কেন, দ্রব্যাদি চাহিবার মাত্রেই যেন অবিলম্বে প্রাপ্ত হন। তোমরা একজন ব্রত স্থানে উপস্থিত থাক, আর একজন ভাণ্ডার গৃহে অবস্থিতি কর। দেখো! যেন কোন অংশে কাহারো পক্ষে ত্রুটি না হয়।

পট পরিবর্ত্তন।

——০০——

পূর্ব্বমত দেব সভা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সর্ব্বদেব আসীন।

অপসরীদিগের নৃত্য ও গীত।

বেহাগ—আড়াঠেকা। ১৩।

আঃ মরি কি শোভা হেরি কৈলাস শিখরপুরে।

যজ্ঞ করেন যজ্ঞেশ্বরী আনন্দ সব ঘরে ঘরে॥

দেবর্ষি রাজর্ষি ঋষি; আইল ত্রিলোক বাসী;

গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি ছিল যে যেখানে—

অপ্সরী কিন্নরী নাচে ; বিবিধ বাজনা বাজে ;
জয় জয় ধ্বনি সাজে যথা তথা সুরাসুরে ॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল—ভোজনালয়।

সর্ব্বলোক উপস্থিত।

(দেবাদি সর্ব্বজন এবং ব্রাহ্মণাদি ভোজন।)

শিব। পবন! আপনি একবার পদচারণ পূর্ব্বক এই যজ্ঞস্থলের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য ভোক্তাদিগের বিশেষ রূপ তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসুন দেখি! যে দিকে দেবতা, ব্রাহ্মণ, মুনিঋষিগণ ভোজন কর্ত্তে বসিয়াছেন, যে দিকে রাজাগণ বসিয়াছেন,—এবং যে দিকে অপর সাধারণ লোকজন বসিয়াছেন,—এ সমস্তই একবার ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেককে নম্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিবেন; এবং দেখিবেন যেন কেউ অনশন কি অর্দ্ধাশন না থাকেন। অর্থাৎ কেউ কোন দ্রব্য চা'ন বা না চা'ন যেন প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়।

পবন। (যজ্ঞস্থলে সবিনয়ে) হে দেবগণ! হে ঋষিগণ! হে রাজর্ষিগণ! ভগবান্ আশুতোষের নিবেদন।—এ ভিখারিণীর ব্রত। যা যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে দ্রব্যে যাঁর

অভিরুচি হয়, লজ্জা অপনোদন করিয়া অনুগ্রহের সহিত প্রকাশ করিবেন। আপনাদিগের সম যোগ্য ভোক্ষ্য-ভোজ্য আহৃত না হইলেও অনুগ্রহের সহিত শঙ্কর ভিখারীর গৃহিণী শঙ্করীর দ্রব্য বলিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। হে সর্ব্বজন! কেউ যেন লজ্জার অনুরোধে অর্দ্ধাশনে না উঠেন্।

ধর্ম্ম। (সহাস্যে) প্রভঞ্জন! আজ্ আপনি ভিখারিণীর ব্রত বলিতেছেন কেন?—যিনি যোগমায়া যোগেশ্বরী,—যাঁর মায়াতে এই অনন্ত সৃষ্টি পালিত হইতেছে—যাঁর শক্তিতে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের লোক সমূহ জীবিত আছেন,—যে অন্নপূর্ণা অপরের যজ্ঞে অধিষ্ঠান না হইলে তার যজ্ঞ পূর্ণ হয়না—আজ্ সেই অন্নপূর্ণার স্বভবনেই যজ্ঞ! অভাব কি?—ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আছে; তার কোনও প্রকার আহরণ করিতে তো বাকি নাই। যাঁর যাহাতে অভিরুচি, যিনি যত পারেন ভোজন করিবেন—লজ্জানুরোধ কেহই করিবেন না—আপনি এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ করুন।—মায়ের কাছে ভোজনে লজ্জা করিব!—সে আবার কি?—

প। আজ্ঞে! তা হইলেই ভাল। কারণ কর্ম্ম কর্ত্তাতো ভোলানাথ, ওঁকে যিনি যা বলিবেন্—তাই, অকুলান সংকুলান আপনারা পরস্পরেই দেখিয়া লইবেন। যেন কোন অংশে ত্রুটি না হয়, এই প্রার্থনা।

বরুণ। ত্রুটি কেনই বা হইবে? ভূমণ্ডলে কেউ অভুক্ত থাকিলে বলে যে, বিধাতা আজ্ মাপান নাই। এখানে আজ্ সেই বিধাতাই অধ্যক্ষ। চতুর্ম্মুখ অষ্টদিকে অষ্টনেত্র রাখিয়াছেন। ত্রুটি হইবার বিষয় কি?—আবার কশ্যপ, যিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত-হস্ত, তিনিই পরিবেশনের অধ্যক্ষ,—ত্রিভুবনের সমস্ত পদার্থ যাঁহার দৃষ্টিগোচরের অন্তঃর্ভূত, সেই দিবাকরই আহরণ কর্ত্তা; দিনমণি যেখানে যে দ্রব্য

দেখিয়াছেন, আহরণ করিতে কিছুমাত্র বাকি রাখেন নাই—অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপে ত্রুটিতো কিছু হয় নাই। জগৎ-প্রাণ! বরং ঈদৃশ সমারোহ সম্পন্ন যজ্ঞোৎসব মাদৃশ লোকের এই প্রথম দৃশ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। যেহেতুক্ এতাদৃশ সুশৃঙ্খলান্বিত উৎসব এ পর্য্যন্ত কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

প। জলেশ! যাহা হউক, ভবাদৃশ মহোদয়গণ পরিতুষ্ট হইলেই মায়ের ব্রতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন অনুভব করিব।—(দক্ষরাজের প্রতি) একি! প্রজাপতে! আজ আপনাকে এরূপ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? আবার ভোজন পাত্রেও তো ভোজ্যাদি সমগ্র তদবস্থই রহিয়াছে—কারণ কি মহারাজ?—কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে কি?—কি পীড়া?—শারীরিক, কি মানসিক?—(জনান্তিকে) পূর্ব্ব কথাটা স্মরণ হইয়াছে নাকি?—প্রজাপতে! যাই হউক সে আগুণ আর জ্বালিবেন না! পাশ্চাত্য ঘটনার কথা মনেও স্থান দিবেন না! এখন শিব মনোমোহিণী শঙ্করীর যজ্ঞপূর্ণ যাহাতে হয় সেই কার্য্য সম্পন্ন করুন! সহর্ষচিত্তে ভোজন করুন! নির্ব্বাপিত অনল পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন না।

দক্ষ। (সাশ্রুনয়নে) প্রভঞ্জন! আপনি বল্‌চেন্ সত্য কিন্তু এ পাপিষ্ঠের মুখে যে গ্রাসোত্থিত হয় না—শৈলসুতা পার্ব্বতী আমার সেই স্বর্ণলতা সতী না?—হায়! হায়!! হায়!!! কি কুবুদ্ধিই আমার উপস্থিত হইয়াছিল!—হায়! কি দুষ্টা স্বরস্বতীই আমার স্কন্ধারূঢ়া হইয়াছিল যে, সেই ননীর পুতলি কোটিচন্দ্র প্রভাবতী হেম-লতাকে আমি হেলায় হারাইয়াছি।—আজ্ আমার সতী থাকিলে আমি ত্রৈলোক্য জননীর পিতা—ত্রিদশের নাথ ভোলানাথ আমার জামাতা —আমার ভাগ্যের কি সীমা থাকিত? হায়! হায়!! হায়!!! কি কুবুদ্ধিই ঘটিয়াছিল।

পবন। প্রজাপতে আপনাকে নিষেধ করিলাম যে, সে আগুন আর জ্বালিবেন না। আপনি তাহা না শুনিয়া নির্ব্বাপিত অনল পুনরুদ্দীপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—এ কেবল আপনার অন্তরাত্মাকে পীড়ন করা মাত্র আর কিছুই নয়। দন্ত থাকিতে লোকে দন্তের গৌরব জানিতে পারেন না; কিন্তু পশ্চাৎ বিষম শোচনীয় হয়। আপনার তত্তৎ কালিন ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব উন্মত্ত চিত্তে এবিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচিত হয় নাই। অধুনা সেই পাশ্চাত্য ঘটনা স্মরণ করিয়া যে অনুশোচন ও বিলাপ করেন, এ কেবল অরণ্যে রোদন, আর আপনার অনিষ্টসাধন মাত্র। অতএব ক্ষান্ত হউন! সেই লোমহর্ষণ ব্যাপারের কথাটা এক্ষণে সমাবৃত রাখুন—মহারাজ! তৎকালে সভাস্থ সমক্ষে আপনিই তো ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, আমার ষষ্টি কন্যার মধ্যে সতীনামে যে একটি কন্যা আছে তাহাকে আজ হইতে সকলে বিস্মৃত হউন। আর আপনার সম্মুখস্থিতা কন্যাগণকেও কহিয়াছিলেন যে, তোমাদিগের সতী নামে ভগ্নীটিকে আজ্ হইতে ভাব যেন নাই।—মহারাজ!—আপনি বাক্‌সিদ্ধ। আপনার অমোঘ বাক্যে সে প্রদীপ সেই দিবস সেইদণ্ডেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে—আপনার কথা রক্ষা পাইয়াছে। সে জন্য আর অনুতাপ কেন?—বরং আশুতোষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক বিমোচিত হওয়াতে, আপনার জীবন কণ্টক, মান-কণ্টক, মর্য্যাদা-কণ্টক, গৌরব-কণ্টক, সকল কণ্টকই বিদূরিত হইয়াছে—এখনতো সুখে রাজ্য করিতেছেন তবে আর দুঃখ কিসের? একটি নাই—ঊনষষ্টিটি বর্ত্তমান—একেবারে চাঁদের হাট বাজার! চিন্তা কি মহারাজ!

দক্ষরাজ। (সজলনেত্রে) সমীরণ! আমি নিতান্ত মূঢ়, নরাধম ও পাপিষ্ঠ তাই জেনেও জানি নাই, চিনেও চিনি নাই। আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তার সমোচিত ফলও প্রাপ্ত হইয়াছি; যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু হ'য়েও হয় নাই। দেব! যে মুখে আমার

দুর্ব্বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল,—সেই দুর্ম্মুখ যদ্যপি পশুমুখ না হইয়া নির্ম্মুখ হইত তা হইলেও ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইতো না।—জগৎপ্রাণ! সে যা হইবার তাতো হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে একবার যদাপি আমাকে মায়ের নিকটে লইয়া যাইতে পারেন, তা হইলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া এই কলুষিত জীবনের চরিতার্থতা লাভ করি।—

প। মহারাজ! তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন! অগ্রে মাকে সংবাদ দিয়া তাঁহার অনুমতি আনাই—যদ্যপি আজ্ঞা করেন, তা হইলে অবশ্যই লইয়া যাইব।

দ। তবে তাই করুন!

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—oo—

অন্তঃপুর।

(পার্ব্বতী সমাসীনা, অদূরে পরিচর্য্যায় ব্যাপৃতা জয়া-বিজয়া।)

(পবনের প্রবেশ।)

পবন। মা-দুর্গে! জননি! আজ্ আপনার পূর্ব্বজন্মের পিতা দক্ষরাজ যজ্ঞে সমাগত। সর্ব্বক্ষণ মনের দুঃখে রোদিত, আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষু—কি আজ্ঞা হয়?—

পার্ব্বতী। (ক্ষণকাল মৌনের পর) তাঁর ভোজনাদি সেবা সুশ্রূষা উত্তমরূপে হইয়াছে তো?

প! হাঁ—মা! তা হইলেও হইয়াছে না হইলেও হইয়াছে!

পা। সে কি?—হইলেও হইয়াছে, না হইলেও হইয়াছে,—এ কেমন কথা সমীরণ?—কেউ কি তাঁর তত্ত্বাবধারণ করেন নাই?

প। না মা!—সে বিষয়ে ত্রুটি হয় নাই। তবে ভোজন কালে পূর্ব্ব কথাটা স্মরণ হওয়াতে তাঁর অন্তঃকরণে কিদৃশ শোক সিন্ধু উচ্ছাসিত হইল, তিনি সেই তরঙ্গে ভাসমান হওয়াতে ভোজন করিতে আর পারিলেন না—মা-গো! শোকানল অপেক্ষা কি জঠরানল বড়!—

পা। (বাষ্পাকুল নয়নে) জগজ্জীবন! তবে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসুন।

(পবনের প্রস্থান এবং দক্ষের সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

দক্ষ। (রোদিতস্বরে) মা! জগজ্জননি! জগদম্বে! মাগো! কৃতাপরাধীকে স্বগুণে ক্ষমা করুন! আমি সেই আপনার পূর্ব্বজন্মের নিষ্ঠুর নৃশংস দুহিতা ঘাতী পাপিষ্ঠ পিতা দক্ষ। মা-গো! আমার সেই দুর্ম্মতি ও দুর্ব্বুদ্ধির প্রতিফলে ছাগমুণ্ড না করে, মা! যদ্যপি নিমুণ্ড করিতেন তা হইলে মা! ভাল হইত—পাপিষ্ঠ দক্ষের নামটা একেবারে এই জগৎ হইতে উন্মুলিত হইত। দয়াময়ি! আমার এই জীবন মরণ সমান অপেক্ষা মরণই ভাল ছিল। মোক্ষদে! প্রসন্না হও! আমি অতি পাপমতি, তাই মদ-গর্ব্বে মত্ত হইয়া এমন সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমার মতন নরাধম্ কি আর আছে মা?—হতভাগ্য জীবন ও বাহির হয় না।

(দক্ষের প্রতি জয়া বিজয়ার ভৎর্সনা গীত।)

বিভাস—আড়খেম্‌টা। ১৪।

কপালে যা লেখা থাকে নাহি হবার নয়।
লোকের সুখ দুঃখ মনস্তাপ কর্ম্ম সূত্রে হয়॥
অজামুণ্ড হ'বে বলে; বিধাতা দুর্ম্মতি দিলে;
কারউ কথা না শুনিলে, হইল প্রলয়।
অহং মদে মত্ত হলে; ভাবিভয় না করিলে;
প্রসূতী কত বুঝালে! না শুনিলে তায়॥
সুকৃতি কুকৃতি বলে; শুভাশুভ ফল ফলে;
কারো সাধ্য নাহি টালে আইলে সময়॥

(পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক প্রবোধ।)

পার্ব্বতী। তাতঃ! ক্ষান্ত হউন! আর রোদন করিবেন না। আমি আপনার সেই কন্যাই আছি। আপনি দুঃখ করিবেন না আপনার কোন দোষ নাই। তাতঃ! লোকের স্বেচ্ছানুসারে কিছুই হয়না। আপনিত আমার পূর্ব্ব জন্মের পিতা, আপনাকে আমি আর কি বুঝাইব? আপনিতো জানেন যে সকলি জন্মান্তরের কর্ম্মফল। এই জগৎ-সংসারে বিধি নিবন্ধন ছাড়া কিছুই নাই। সকলই বিধাতার লিখন। শোক, দুঃখ, সুখ, সন্তাপাদি সমস্তই কালচক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে। তাতঃ এ সমুদয়ই জীবের অদৃষ্টচক্রে সংযোজিত থাকাতে উপর্য্যুপরি প্রত্যেককেই আপনাপন কর্ম্মফলে ভোগ সাধন করিতে হইতেছে। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সৃষ্টি-কলাপে যত কিছু দেখিতেছেন সমস্তই পতনশীল। সকলেরই জন্ম আছে, সকলেরই ভোগ আছে, সকলেরই মৃত্যু আছে এবং সকলেরই লয় আছে। এই পঞ্চ

ভৌতিক দেহ পঞ্চভূতেই মিলিবে—যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি। কালে হয়, কালে ক্ষয়—কালে উৎপত্তি, কালে নিবৃত্তি,—কালে সৃষ্টি, কালে প্রলয়—কালে উদয়, কালে অস্ত—অতএব—তাতঃ! পূর্ব্ব জন্মে যা কিছু ঘটনা হইয়াছিল, সে সমস্তই জন্মান্তরিণ কর্ম্ম-ফল। কালপ্রাপ্তেই ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল—তজ্জন্য বৃথা অনুতাপ করা কেবল চিত্ত বিকৃতির হেতুমাত্র—এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। পিতঃ! এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন শ্রীহরি প্রসন্ন হন, আমার সন্তান প্রাপ্তি হয়। সে জন্মতো সেই প্রকারেই গিয়াছে; এখন এ জন্মে অদৃষ্টে কি আছে তারই বা স্থিরতা কি!—হরিই জানেন।

দক্ষ। মা-গো! তুমি সন্তানের নিমিত্ত চিন্তা করোনা। যে হরির ব্রত আরম্ভ করিয়াছ, সেই দয়াময় হরি আপনিই আসিয়া তোমার সন্তানরূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। মা জগদম্বে! ক্ষমঙ্করি! মা তোমার নির্দ্দয় পাষণ্ড দক্ষের প্রতি স্বগুণে কৃপা-দৃষ্টি রেখো। আর মা! আমার জন্মান্তরিণ অপরাধ ক্ষমা করো! আমি নিতান্ত মূঢ়।

জয়া বিজয়া কর্ত্তৃক প্রবোধ।

ভৈরবী—আড়াঠেকা। ১৫।

ভেবনা ভেবনা দক্ষ! ভেবোনা হে প্রজাপতি!
তোমার নাহি কোন দোষ সকলি কপালের গতি॥
সুপ্রসন্না হবেন মাতা; ঘুচিবে মনের ব্যথা;
সভক্তি পূজ সর্ব্বদা ক্ষমঙ্করী হৈমবতী।

যাওহে! যাও ওহে দক্ষ! মা নহেন তোমার বিপক্ষ;
সমদয়া সর্ব্বপক্ষ; নাহি জানেন পক্ষপাতি ॥

দক্ষ। মা! তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই?—এই নির্দ্দয় পাষণ্ডের প্রতি স্বগুণে দয়া করে আপনার দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য রাখিবেন! আর আমি কিছুই প্রার্থনা করি না মা!—

পা। তথাস্তু।

(দক্ষের প্রস্থান।)
(সকলের প্রস্থান।)
পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞ—স্থল।

(পার্ব্বতী, ধর্ম্মরাজ, ও পুরোহিত শনৎকুমারাদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ।)

(পার্শ্বে জয়া বিজয়া ইত্যাদি।)

(অদূরে শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ঋষিগণ, এবং নন্দিআদি।)

শনৎকুমার। দেবি শঙ্করি! আজ্ আপনার পুণ্যক ব্রত পূর্ণ হইল। গত বৎসর মাঘীশুক্ল পক্ষীয় ত্রয়োদশীতে আরম্ভ করিয়া

সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল পালন করা হইল। আজ্ পূর্ণাহুতিও দেওয়া গেলো। এক্ষণে আপনি দক্ষিণান্ত করিয়া ব্রত সম্পূর্ণ করিলেই সিদ্ধ মনোরথ হইবেন।

পার্ব্বতী। (জয়ার প্রতি) জয়ে! এই চাবি নেও! দক্ষিণার নিমিত্ত যে স্থবর্ণ থাল পরিপূরিত স্বর্ণ মুদ্রা গুলি রক্ষিত আছে, সেই গুলি সর্ব্বসুদ্ধ লইয়া এসো।

(জয়ার প্রস্থান।)

শনৎ। মা শঙ্করি! সামান্য স্বর্ণ-মুদ্রা এব্রতের দক্ষিণা নয়। মাগো! যদ্রূপ ব্রত তদুপযুক্ত দক্ষিণা চাই—তা না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না মা!—

পা। ঠাকুর! তবে আজ্ঞা করুন, কোন্ দ্রব্য প্রদান করিলে আমার ব্রতোপযুক্ত দক্ষিণা পূর্ণ হইবে—আপনি তো গৃহি নন, তা হইলেও বরং কিছু অলঙ্কার ও রত্নাদি দিতাম। আপনি উদাসীন, তদুপযুক্ত কি দিব আজ্ঞা করুন! এই কৈলাস-পুরীর অর্দ্ধ-সীমা প্রদান করিলে যদ্যপি আপনি সন্তুষ্ট হন, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নই।

শনৎ। মা! দুর্গে! যার গৃহই নাই, তার ধনৈশ্বর্য্য বা রাজ্য-ভূমে কাজ্ কি মা?—আমি উদাসীন তাপস ব্রাহ্মণ, ধনৈশ্বর্য্য, বিষয় বৈভব, ও সুখ সম্পত্তিতে, আমার প্রয়োজন কি মা!—আমি ও সকল কিছুরই প্রত্যাশী নই—জননি! আমার চিরাভিলষিত যে বস্তু তাই পেলেই জীবনের চরিতার্থতা লাভ করি।

পা। ঠাকুর! তবে আপনার অভিলষিত বস্তু কি; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যক্ত করুন!

শনৎ। মা!—জগদম্বে! এব্রতে স্বামী দক্ষিণাই প্রশস্ত। অতএব, শিবে!—আজ্ আমায় শিব দক্ষিণা দিয়া আপনার দক্ষি-

ণান্ত পূর্ণ করিয়া, আমার জীবন সার্থক করুন! দক্ষিণান্ত হইলেই আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হইবে,—তা হইলেই আপনি অচিরাৎ সিদ্ধ মনোরথা হইবেন। আমি বানপ্রস্থী তপস্বী ব্রাহ্মণ, স্বর্ণ লইয়া কি করিব মা? স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি কোন গৃহী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন।

পা। ঠাকুর! আপনি কি পরিহাস করিতেছেন?—

শনৎ। (করযোড়ে) না মা!—আমি আপনাকে কি পরিহাস করিতে পারি! বেদের উক্তি যাহা, তা আপনাকে বলিলাম্ এক্ষণে আপনার যা ইচ্ছা।

পা। ঠাকুর! পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বা ব্রতে যে স্বামী দক্ষিণা বেদের বচন, এতো আমার প্রতীতি হয় না। যেহেতু স্বামীর প্রসাদেই সন্তান প্রাপ্তি। আর সেই সন্তানের নিমিত্তই ব্রতানুষ্ঠান। এস্থলে স্বামী দক্ষিণা যে বেদোক্ত ইহা কি রূপে সম্ভবে?—

শনৎ। মাতঃ! এ কথা বেদোক্তই বটে। তবে আপনার যদ্যপি প্রতীতি না হয়, এই ধর্ম্ম-রাজ্ উপস্থিত আছেন জিজ্ঞাসা করুন—হে ধর্ম্ম-রাজ! আপনিত সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন বলুন না।

ধর্ম্ম। (করযোড়ে) এ কথা সত্য বটে মা! এব্রতের দক্ষিণাই স্বামী। কিন্তু, এপর্য্যন্ত কাহাকেও এরূপ ব্রত করিতে ও দক্ষিণা দিতে, বোধ করি আমিত দেখি নাই। যদিও দেখে থাকি—তো স্মরণ নাই।

শনৎ। জননি!—এখন সপ্রমাণ হইল তো, তবে বেদ-বাক্য রক্ষা করুন! শীঘ্র দক্ষিণান্ত করুন।

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ। মা জগদম্বে! যজ্ঞ সমাপনান্তে পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবার সময় চিন্তা করা অবৈধ—অতএব শীঘ্র দক্ষিণান্ত করুন, শীঘ্র সাফল্য লউন।

(শিব দক্ষিণার কথা শ্রবণানন্তর পার্ব্বতীর নিস্পন্দ, ও নির্ব্বাকাবস্থা, এবং তচ্চিন্তায় মুগ্ধা হইয়া, ক্ষণ-কাল পরে মূর্চ্ছাপন্ন ও ভূমে পতন।)

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। (সত্বরে আসিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!! একি?—শঙ্কর! দেখ! দেখ!! পার্ব্বতী মূর্চ্ছাপন্না কেন?—শীঘ্র চেতন্ করাও শীঘ্র চেতন করাও!—অকস্মাৎ একি? বিজয়ে! শীঘ্র ব্যজন কর পার্ব্বতী মূর্চ্ছিতা।

(বিজয়ার ব্যজনি ব্যজন।)

শিব। (সজলনয়নে) দেবি! শঙ্করি, শিব মনোমোহিনি! প্রাণেশ্বরি! তোমার অকস্মাৎ এ বিপদ কেন হইল প্রিয়ে! এক-বার অবলোকন করিয়া সকলের চিন্তা দূর কর! প্রেয়সি! অকস্মাৎ এ বজ্রাঘাৎ কে করিল—আমিত কিছুই জানিনা!—বিধুমুখি! তোমার বিধুবদনে দুইটা কথা কহিয়া অমৃত বর্ষণ কর!—প্রিয়ে! তোমার নীলকণ্ঠের আর যে কেউ নাই—হে শিবাশ্রয়ে! শিবের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিষয়, সম্পদ, শক্তি ও মুক্তি সকলই যে তুমি! শক্তি-রূপে! তুমি যার এক মাত্র আধার স্বরূপা, তার প্রতি অ্যাতো নিদয়!—প্রেয়সি! একবার নেত্রপাত করিয়া তোমার শিবের উৎসাহ বর্দ্ধন কর।

বিষ্ণু। বিজয়ে! তুমি শীঘ্র করিয়া সুবাসিত বারি আনয়ন কর নন্দিকেশ্বর ব্যজন করুক।

শিব। (সুবাসিত জলশেক পূর্ব্বক) জীবিতেশ্বরি! গাত্রো-থান কর! তোমার এরূপ অবস্থা দর্শনে আমি নিরতিশয় ভীত হইয়াছি—প্রিয়ে! আমি যে একবারের ভুক্তভোগী!—এদায়ে বিলক্ষণ ঠেকিয়াছি, যার পর নাই কষ্ট ভোগও করিয়াছি। প্রেয়সি! তন্নিবন্ধন আমার প্রাণ অধৈর্য্য হইতেছে, এই জগৎ সংসার শূন্যময়

দেখিতেছি। শীঘ্র গাত্রোত্থান কর—তোমার মধুর ভাষায় আমার অন্তঃকরণের তৃপ্তি-সাধন কর।

পা। (চেতন প্রাপ্তে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) জীবিতেশ্বর! আপনি দুঃখ করিতেছেন কেন? আমার কি মৃত্যু আছে?—আপনি মৃত্যুঞ্জয়, আর আমি অভাগিণী আপনার গৃহিণী; মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহিণী। আমার আবার মৃত্যু কি?—নাথ! যদ্যপি আমার মৃত্যুই থাকিবে তবে কল্পে কল্পে বারম্বার না না রূপ যন্ত্রণা, মনঃপীড়া, ও দুঃখ ভোগ কে করিবে? আমি যাঁর নিন্দা শুনে পূর্ব্ব জন্মে দেহ ত্যাগ করিলাম, যাঁর জন্যে পুনর্ব্বার গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিলাম, যাঁর জন্যে বহুকাল অনাহারে তপস্যা করিলাম, সেই পুণ্য ফলে যাঁহাকে আমি পুনঃপ্রাপ্তা হইলাম, আজ্ কি না সেই পতিই সহস্তে প্রদান!—একি প্রাণে সহ্য হয়?—পুরোহিত ঠাকুরের বিষম কথা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাৎ সদৃশ উপলব্ধ হওয়াতে আমি একেবারে সংজ্ঞা রহিত হইলাম—আমার শরীরে যে এতক্ষণ জীবাত্মা আছেন ইহাই জানিবেন যে আশ্চর্য্য। হাঁ-নাথ! ব্রত কি কেউ কখন করেন নাই? না দক্ষিণা কেউ কখন দেন নাই—কিন্তু এমন কঠোর দক্ষিণাত কখন কর্ণেও শুনিনাই যে, ব্রতে স্বামী দক্ষিণা! কি অসম্ভব!—

বিভাস—আড়াঠেকা। ১৫।

একি অসম্ভব নাথ! ব্রতে পতিদান।
এই ত্রিভুবনে নাহি শুনি—এমন বিধান॥
ব্রহ্মাণী ইন্দ্রানী আদি; ব্রত করেন এনাগাদি;
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি না দেখি প্রমাণ।

বরং দেহ তেয়াগিব ; স্বামীদান না করিব ;
ব্রত ফল না লইব না চাহি সন্তান ॥

শিব। প্রিয়ে! দক্ষিণার ধন অনিশ্চিত। বেদের কথা এই যে, কর্ম্মান্তে তৎকালে দক্ষিণা না দিয়া, তার মুহূর্ত্ত-কাল পরে দিলে দ্বিগুণ দিতে হয় ; দিনাতীতে চতুর্গুণ,—পক্ষান্তে শতগুণ,—মাসাতীতে পঞ্চশত,—ষষ্ঠ-মাসে তাহার চতুর্গুণ—দিলে পরিশোধ হয় আর দক্ষিণা না দিলে শতবর্ষ নরক বাস--কিন্তু প্রিয়ে! ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিণা দেওয়াই বেদের উক্তি।

ক্ষীরোদ বাসী বিষ্ণু। শঙ্করি! আমার কথা শুনুন, আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করুন! আপনি ধর্ম্মিষ্টা, ধর্ম্মজ্ঞা, আপনার অবিদিত কোন কর্ম্মই নাই। অতএব, হে-বরাননে! আপনি ভর্ত্তা দক্ষিণা দিয়া আপনার—ব্রত ফল গ্রহণ করুন।

ব্রহ্মা। শিবে! আপনি সর্ব্বজ্ঞা হইয়া কেন স্বধর্ম্মে বঞ্চিতা হন?—বেদের নিয়মই এই যে, ধর্ম্ম নষ্ট হইলেই সর্ব্বনষ্ট হয়। অতএব শঙ্করি ; ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে সর্ব্ব রক্ষা হইবে।

ধর্ম্ম। মাতঃ শৈলসুতে! পতি দক্ষিণা দিয়া আমায় রক্ষা কর মা! ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই সর্ব্ব রক্ষা হয়। ইহাত আপনার অবিদিত নাই।—

অগ্নি। দেবি! হরপ্রিয়ে! আমরা সর্ব্ব-দেবতা একত্রিত হইয়া বলিতেছি। যেমন পূর্ণাহুতির কালে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম, তেমনি মায়া মোহ ত্যাগ করিয়া পতি দক্ষিণা দিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন!—তা হইলে আমরা সকলেই পরিতুষ্ট হইব।

পার্ব্বতী। (সজল নয়নে) হে-দেব নিচয়! আপনাদিগের সকলেরইত এক মত, এক পরামর্শ, এক নিয়ম ও এক ব্যবস্থা—

তবে আর এদুঃখিনীর দুঃখের কথা কে শুনিবেন ?—কেইবা আমার সাপক্ষ্য হইবেন ?—আর কোন্ মহাত্মার সন্নিধানেই বা আমি কাঁদিব?—ভাল, আপনারা আমার এই কথার উত্তর প্রদান করুন দেখি।—হে ধর্ম্মাদি দেব-নিচয় !—অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পাদিত না হইলেই অবশ্য তার ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হয়, এতো দ্বাদশ বৎসরের বালক ও জানে। কিন্তু অনঙ্গীকৃত বা অপ্রতিশ্রুত যে কার্য্য, সে কার্য্যে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এ বিধি কোন শাস্ত্রের মতানুগত ? ভাল আপনারা সকলেইত উপস্থিত আছেন, বিশেষতঃ ধর্ম্ম স্বয়ংই উপবিষ্ট আছেন, এবং সেই ব্রত সংকল্পের দিবসেও ছিলেন। বলুন দেখি ! যে, আমি স্বামী দক্ষিণার নিবন্ধন কবে, কোনসময়েও কার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—যে, স্বামী দক্ষিণা না দিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব ?—তবে ব্রতের দক্ষিণার বিধি যথা সাধ্য কাঞ্চন-মূল্য ; এইত পূর্ব্বাপর, বৈদিকমতই বলুন, আর পৌরাণিক্ বা তান্ত্রিক মতই বলুন, এই তো প্রচলিত ব্যবস্থা—তবে যেমন ব্রত তেম্নি দক্ষিণা, এ কথা স্বীকার করি বটে। এ বিধানে এই মাত্র প্রভেদ হইতে পারে, যে, একের স্থলে দশ,—দশের স্থলে শত—শতের স্থলে সহস্র,— সহস্রের স্থলে অযুত, অযুতের স্থলে লক্ষ। এই তো জানি,—এবং সকলেই জানেন। কই এ পর্য্যন্ত স্বামী দক্ষিণা কে কোথায় দিয়াছেন ?—আর কে কতই বা পাইয়াছেন আপনারা বলুন দেখি শুনি !—

শনৎকুমার। শিবে ! আপনি এপর্য্যন্ত বহুতর তপস্যা করিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ একবৎসর কাল ত্রিজগতকে মাতাইয়া তুলিলেন, হুতাসনের মন্দাগ্নি করিয়া দিলেন, এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের লোকের রন্ধন-শালার দ্বার বৎসরাধিক রুদ্ধ করাইলেন—এবম্বিধ বৃহৎ যজ্ঞেরই সম দক্ষিণা শিব। জননি ! আপনি তাই দান করিয়া আপনার পুণ্য গ্রহণ করুন—এতো সাধারণ ব্রত নয় মাঃ !—এ ব্রত যদিও কেহ কখন করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ বৃহদাকারের অনুষ্ঠান

কোথাও কেহ করেন ও নাই, আর আমি কখনো কাহারে করাই ও নাই—অতএব স্বামী দক্ষিণাই ইহার পদ্ধতি মা!—

বেহাগ আড়াঠেকা। ১৬।

বলো না বলো না দেব! কথা বড় নিদারুণ।
ব্রতেতে দক্ষিণা দিতে প্রাণপতি ত্রিলোচন॥
রমণীর সম্পত্তি পতি; পতি বই যার নাহি গতি;
সে পতি ছাড়ে কোন সতী; থাকিতে জীবন?
থাকিলে পতি প্রবাসে; কি সাধ জীবনের আশে;
কাজকি তাহার গৃহবাসে, যাক্ নির্ব্বাসন॥

পার্ব্বতী। পুরোহিত ঠাকুর! আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনাকে আর বুঝাইব কি?—আপনি বেস জানেন, যে, স্ত্রীলোক অবলা জাতি, চির পরাধীনা;—নিঃসহায়া,—নিরুপায়া,—ও ভীরু-স্বভাবা। যার জীবনাবস্থায় ত্রিকালিন পরিবর্ত্তনীয় আশ্রয় পদ। বাল্যে জনক জননী,—যৌবনে ভর্ত্তা,—বৃদ্ধায় সন্তান। অতএব হে ব্রহ্মাত্মজ! আমার প্রথম কাল উত্তীর্ণ হইলে, যৌবনোদয়ে, জনক জননী আমায় পতি হস্তে সমর্পণ করেন। আমি চিরবন্ধ্যা—আমার পুত্র নাই। আমি যে পুত্র কামনায় ব্রতী হইলাম,— যে নিমিত্ত দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিলাম,—এখন সেই পুত্রের মূল সুত্ররূপ যে স্বামী, তাই আপনি উন্মূলিত করিতে সমুদ্যত-হইয়াছেন। দেব! তবে আমার ব্রতই বা কিজন্য? আর পুণ্যই বা কি জন্য?—কিসেরই বা দক্ষিণা!—আর কিসেরই বা ফল!—কেবল আমার সন্তানার্থেই ব্রত করা; সেই সন্তানেরই মূলোৎপাটন!—ব্রহ্মণ! পতি বিরহিতা নারীর জীবনই বৃথা। যে হেতু,

তার কর্ম্ম বৃথা,—সংসার বৃথা,—সুখৈশ্চর্য্য বৃথা,—ধন বৃথা,—মান বৃথা,—আত্ম স্বজন বৃথা,—ও তার লোকালয়ে বাস করাই বৃথা। আপনি বলুন দেখি! আমি কি স্বামী ত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্রত কল্পা হইয়া কখন ফলাহার, কখন নিরাহার ও কখন বা জল-পান মাত্র সার করিয়া বহু কষ্টে জীবন ধারণ করিলাম?

শনৎ। দেবি! এ ব্রতের দক্ষিণাই স্বামী দান! যদ্যপি সেই দক্ষিণা দিতেই এতো কাতর, তবে এব্রত করাই উচিত হয় নাই। এক্ষণে যা করিয়াছেন তার দক্ষিণা দেন, তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে।

পা। ঠাকুর! মঙ্গলের ভিত্তি উৎপাটনার্থে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, এখনও বলিতেছেন মঙ্গল হইবে। আপনাদের কিরূপ কথাবার্ত্তা আমি কিছু বুঝিতে পারিনা। স্ত্রীলোকের পতিই মঙ্গল। আপনি যখন তাই হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—স্বার্থপরতার—বসবর্ত্তী হইয়া আপনারই মঙ্গল চিন্তায় বিলক্ষণ তৎপর হইয়াছেন—তখন আর আমার মঙ্গল কোথায় ঠাকুর?—সাধ্বী নারীর পতি যে কি ধন, তা তো আপনি জানেন না! আজীবন তো উদাসীন। ঠাকুর! পতিই নারীর প্রাণ,—পতিই ধন,—পতিই মান,—পতি সেবাই কর্ম্ম,—পতিই নারীর এক মাত্র ধর্ম্ম। পতিহীনা নারীর জীবনই মিথ্যা। ব্রহ্মাত্মজ! জলহীন সরবর,—প্রাণহীন কলেবর,—দৃষ্টিহীন নয়ন,—আর শ্রবণ শক্তি হীন শ্রবণ—যদ্রূপ অকর্ম্মণ্য,—স্বামী হীনা কামিনী ও সেই রূপ। হে দেব! আমার ব্রতেরফল পুত্র প্রাপ্তি, আর পুত্রের মূল স্বামী। সেই স্বামীই যদি দান করিব, তবে আমার ব্রতের সাফল্যতেই বা কাজ্কি?—আর পুত্রেতেই বা কাজকি?—(শিবের প্রতি সরোদনে) হাঁ-নাথ! আপনিই তো আমার জ্ঞান দাতা, আপনিই আমার উপদেষ্টা। যখন এই হরি-ব্রতের উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণান্তের বিষয় তো বিশেষ

রূপে বিবৃত করেন নাই যে, এ ব্রতে পতি দক্ষিণা দিতে হয়—প্রাণেশ্বর! যদ্যপি এ কথা তৎকালে প্রকাশ করিতেন, তা হইলে তো ঈদৃশ তর্ক বিতর্ক ও অনর্থক বাগ্‌যুদ্ধ কখনই হইতনা!—তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন কি?—অগ্রে জানিতে পারিলে এ ব্রতে ব্রতীই হইতাম না।—জীবিতেশ্বর! আপনি যে কএকটি এই মহা-ব্রত-ধারিণী রমণীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, কই, তন্মধ্যে কেউই তো স্বামী দক্ষিণা দেন নাই!—তাঁহারা ব্রতের ফলও প্রাপ্তা হইয়াছেন, এবং স্বামী সহ পরম সুখে জাজ্জল্যমান সংসার ধর্ম্মও নির্ব্বাহ করিতেছেন। নাথ! তবে আমারই কি এত দুরদৃষ্ট?—

ভৈরবী—আড়াঠেকা। ১৭।

আগে যদি বলিতে নাথ! ব্রতে পতি হবে দান!
তা হ'লে কি করিতাম এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান॥
জানিতাম যদি তদন্ত; ব্রতে স্বামী দক্ষিণান্ত;
তবে কে করিত ব্রত কে বা চাহিত সন্তান।
সতীর প্রাণপতি ধন; কে কোথা করে বিতরণ;
অসঙ্গত এই বচন; শ্রবণে বিদরে প্রাণ॥

শিব। প্রিয়ে! দক্ষিণার ধন পুরোহিতের প্রাপ্য। যজমানের শক্তি অনুসারে তাঁর রুচি মত দ্রব্যাদি দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, বিশেষ বিধি ইহার কিছুই নাই। তবে অবস্থা বিবেচনা করিয়াই ব্যবস্থা। যাঁর যদ্রূপ শক্তি, তিনি তদ্রূপ দেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন।

পা। নাথ! অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা এই কথাই

প্রামাণ্য ;—আর পুরোহিতের সন্তোষ জনক সম্পত্তি যদ্যপি অদেয় বস্তু হয়, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য ?

শিব। প্রিয়ম্বদে! ধর্ম্ম রক্ষার্থে অদেয় বস্তু হইলেও ঈদৃশ পুণ্য কার্য্যে তাহাও দিতে হয়।

পা। (রোদিতস্বরে করযোড়ে) হাঁ নাথ! আপনিও কি আমার প্রতি নিদয় হইলেন ?—তবে আর এই চিরদুঃখিনির গতি কি হইবে? প্রাণ বল্লভ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে এ হতভাগিণী কি অপরাধ করিয়াছে ?—যে, এদাসীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—জীবিতেশ্বর! এ দাসীর যে তোমা গত প্রাণ!—তোমা বিনা দাসীর যে অনন্য গতি ; তাকি আপনি জানেনা ? হে নাথ! আজ্ এ দাসীর অদৃষ্ট দোষে কি সব ভুলে গেলেন ?—(স্বগতঃ) হায়! পূর্ব্ব জন্মে এ অধিনী যাঁর নিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিল,—যিনি এই দাসীর শোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়া দিকে দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—যাঁর রজত-গিরি সমোজ্জল কলেবর এই দাসীর শোকে মলিন হইয়াছিল—যাঁর উন্মত্ততা অসহ্য বোধে দাসী পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিল—কিঙ্করী বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে পুনঃপ্রাপ্তা হইল—হা অদৃষ্ট! আজ সেই পতির আবার বিচ্ছেদ!—অঃ হো! পুরুষের কি কঠিন হৃদয়! পোড়া নারীর মনতো বুঝে না,—শিখিয়াও শিখেনা ; কেবল আমার আমার করিয়াই শরীরকে মাটি করে।—বিধাতা মরণও লিখে না যে, বারম্বার ঈদৃশ যন্ত্রণা ভোগ হইতে মুক্ত হই। (স্বগতঃ) কারেই বা বলি,—আর কেই বা শুনে ;—সময় গুণেই সব হয়। হায়! কালের কি কুটিল গতি!—এখনো অধিক ক্ষণ—বিগত হয় নাই—যে জীবিতেশ্বর আমি মুর্চ্ছিতা হইলে দশদিক শূন্যময় দেখিলেন, নয়ন-জলে শরীর আপ্লাবিত করিলেন,—দাসীকে ক্রোড়ে লয়ে কত বুঝাইলেন, ও কত আক্ষেপ করিলেন। এখন সেই মহাপুরুষের

ঈদৃশ নিদারুণ বাক্য শুনিতে হইল!—দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক হায়! কি দুরদৃষ্ট! আমি কেনই বা এমন ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলাম!

ব্রহ্মা। শিরানি! ভর্ত্তাপেক্ষা ধর্ম্মই গরীয়সী। আর সেই ধর্ম্মই সত্যের উপর স্থিত, এবং সত্যেরই আধার স্বরূপ হয় সংকল্পিত কর্ম্ম—হে বরাননে! যখন সংকল্প করিয়া ব্রতারম্ভ করা হইয়াছে, তখন আপনার সত্য করাই হইয়াছে বলিতে হইবে। অতএব সত্যকে কখন ত্যাগ করা উচিত হয় না।

পা। চতুর্ম্মুখ! আমি সংকল্প করিয়া ব্রতারম্ভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু সে সংকল্পে স্বামী দক্ষিণার বিন্দু বিসর্গও ত উল্লেখিত হয় নাই! যদ্যপি তৎকালে আমি পতি দানের সত্য করিতাম, তা হইলে অবশ্যই সত্য ধর্ম্মে পতিত হইতাম। যখন আমি সে সত্য করি নাই, অঙ্গীকৃত হই নাই, তখন আমি পতি দক্ষিণা না দিলে কি জন্য পতিতা হইব?—অতএব এক্ষণে আপনারা আমাকে এই প্রত্যুত্তর প্রদানে বাধিত করুন, যে, এ পর্য্যন্ত ব্রত আদি যাগ যজ্ঞ যিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, স্বর্ণাদি ব্যতীত, কে কোথায় পতি দক্ষিণা দিয়া পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন?---প্রভো! উক্ত দক্ষিণাই সর্ব্বতোভাবেই প্রশস্ত। তবে, আমার প্রতি আপনাদিগের এ বিড়ম্বনা কেন?

সর্ব্বদেব। দেবি! আমরা সকল দেবতা সমবেত হইয়া বলিতেছি—আপনি বুদ্ধি স্বরূপা বেদ মাতা। আপনাকে বুঝায় কার শক্তি! তবে বেদে যাহা নিরূপিত আছে, আমরা তাই বলিতেছি যে, এব্রতে স্বামী দক্ষিণা না দিলে বেদের অবমাননা হয়! অতএব আপনি স্বামী দক্ষিণা প্রদান করিয়া বেদের সম্মান রক্ষা করুন!—

বিভাস—আড়খেম্‌টা। ১৮।

রমণী কি জানে বল বেদের বচন ?
যাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম মোক্ষআদি পতির চরণ ॥
বেদ বিধি পুরাণাদি ; কি জানে অবলা জাতি ;
পরম ধর্ম্ম প্রধান কর্ম্ম পতির সেবন।
পতি প্রাণ পতিধন ; পতি পরম রতন ;
পতি যে সতীর ভূষণ ; জীবনের জীবন ॥

পার্ব্বতী। হে দেবতাগণ! আপনারা বলিতেছেন সত্য। কিন্তু যে স্থলে বিবিধ শাস্ত্রকারেরা বিবিধ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেস্থলে শাস্ত্রের নিয়ম যে, সমস্তই একরূপ ইহা কি প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে?—বেদের আশ্রয় মাত্র অবলম্বন করিয়া লোক-নিচয় কার্য্য-কলাপ নিষ্পাদন করিয়া থাকে। তথাপি লৌকিক্ ধর্ম্ম কেহ পরিত্যাগ করেন না। বৈদিক আর লৌকিক ইহার মধ্যে লৌকিকই সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য। হে দেবতাগণ! যদ্যপি লোকাচার ধর্ম্ম সংপূজ্য না হইবে, আর আপনাদিগের বৈদিক্ মতে স্বামী দক্ষিণা দিতেই হইবে, তবে অদিতি, ইন্দ্রাণী, শতরূপা, প্রভৃতি যিনি যিনি এই ব্রত পালন করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছিলেন,—তাঁহারা কেন স্বামী দান করেন নাই?—আপনারা যে কহিলেন বেদ-বাক্য অমান্য করিলে, আর এ ব্রতে স্বামী দক্ষিণা না দিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়।—তবে ঐ মহিলাদিগের ধর্ম্ম কিসে রক্ষিত হইল এইটি আমাকে বলুন দেখি?—হে সুরগণ! আপনারা তো আমার প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর কেহই দেন না। কেবল আপনাদিগের কথা লইয়াই অনর্থক আন্দোলন করিতেছেন। ইহাতে আর

আমার এ বিষয় কি রূপে মীমাংসিত হইবে?—তবে, এখন আমি সেই জগৎকর্ত্তা, জগন্নাথ বৈকুণ্ঠনাথকে স্মরণ করি—তিনি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ললিত—আড়াঠেকা। ১৯।

কোথা হে! মধুসূদন! ভকতবৎসল হরিঃ।
পড়েছি দেবতা চক্রে রাখ! ও হে চক্রধারি!
ব্রতের দক্ষিণা ছলে; শিবকে লয়ে যাবে চলে;
মন্ত্রণা করেন সকলে, এ কোন বিধি মুরারি!
যে শিব শিবাণী বিনে; ভ্রমিতেন বনে বনে;
সেই শিবে আজ কোন প্রাণে বিদায় দিব
হাতে ধরি॥

(বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণের অধিষ্ঠান।)

(ব্রহ্মাদি সর্ব্বদেব তটস্থ এবং সভক্তি প্রণামানন্তর পুনরাসীন।)

নারায়ণ। (রত্নসিংহাসনোপরি উপবেশনানন্তর) হে অমরগণ! আপনারা শাস্ত্র সম্মত উচিৎ কথা কেন না বলেন? সমস্ত লোকেরই আশ্রয় শক্তি। সেই শক্তির আশ্রয়েতে লোকে জীবন ধারণ করেন। শক্তিমন্ত না হইলে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তই নির্জ্জীব হইত। হে দেবগণ! যত দিন দেহে শক্তি থাকে, তত দিন দেহের পতন নাই। শক্তি ত্যক্ত হইলেই দেহের সংহার—ইহাই বেদোক্তি। সেই শক্তি রূপা প্রকৃতিই এই দেবী ভগবতী। ইনি সকলেরই জননী ও আমার সমকক্ষ তেজস্বিনী—আবার সর্ব্ব জীবের আধার স্বরূপা, তন্নিমিত্তই ইহাঁর নাম নারায়ণী। আমি জগৎ পিতা,

ইনি শক্তি-রূপা জগৎ মাতা। ইনি স্বয়ংই তপব্রতের ফল ও মোক্ষ-দান সকলকেই দিতে পারেন। তবে যে ইনি ব্রতানুষ্ঠানে আমার পূজা করিলেন, সে কেবল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি যত অমরগণ,—ইহাঁরা কেহ অংশ কেহ কলা, কেহ বা কলাংশ। কিন্তু শক্তি হইতে জীবিত সকলেই—হে-অমরগণ! যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা বিনা ঘটাদি নির্ম্মাণে অক্ষম, তেমনি প্রকৃতি বিনা সৃষ্টি রচনায় ব্রহ্মাও অশক্ত। এই জন্য প্রকৃতিই হন সর্ব্ব শরীরের আধার স্বরূপা। আত্মা আমি, মন ব্রহ্মা, জ্ঞান শিবঃ, আর প্রাণ, বুদ্ধি, নিদ্রা, দয়া, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষান্তি শান্তি ইত্যাদি সমস্তই প্রকৃতির কলা। সেই প্রকৃতিই, এই শৈল-রাজ-বালা। অতএব, যিনি সর্ব্বজীবের আধার স্বরূপা—যাঁর মায়াতে এই জগৎ-সংসার পালিত হইতেছে—সেই মহামায়ার প্রকৃত প্রশ্নের উপসংহার না করিয়া ঈদৃশ বাগবিতণ্ডা কেন করেন? (পার্ব্বতীর প্রতি) শিবে! আপনি শিব দক্ষিণা দিয়া আপনার ব্রতফল লইতে পারেন—আবার শিব তুল্য মূল্য দিয়া, আপনার শিবকে ফিরেও লইতে পারেন। দেবি! যদি বলেন শিব তুল্য মূল্য কি? আর তাহা কোথায় বা পাইব—তার এক উপায় বলি শ্রবণ করুন! গো, ব্রাহ্মণ, আর বিষ্ণু, তিনই এক সমান—এদিকে বিষ্ণু ও শিব অভেদ আত্মা—যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু; হরিহর এক আত্মা এক দেহ—একেই দুই, দুয়েই এক। মহামায়ে! যদ্যপি গো, ব্রাহ্মণ, ও বিষ্ণু একই হইলেন, আর বিষ্ণুতে শিবেতে যদ্যপি একাত্মাই হইলেন তাহাহইলেই আপনি শিব-মূল্যের বিনিময়ে গোদান দিলেই শিবকে ফিরে লইতে পারিবেন।

পার্ব্বতী। হে-জগৎপতে! যদ্যপি শিবতুল্য মূল্যের বিনিময়ে গাভী প্রদান করিলেই শিবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহা হইলে বরং পতি দক্ষিণায় সম্মতা হইতে পারি।

নারা। দেবি! আপনি সম্মতা হউন, শিবকে অবশ্যই ফিরে পাইবেন। পাইবেন না কেন? এ বেদের বচন। শিবের তুল্য মূল্য দিলেই শিবকে ফিরে পাইবেন। আপনি এইরূপ করিয়াই ব্রতফল গ্রহণ করুন—সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে ও সকল দিক বজায় থাকিবে। আমি এই বলিয়া চলিলাম।

(বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

(শিব, গিরিরাজ, পার্ব্বতী, মেনকা, জয়া, বিজয়া আসীন।)

(অদূরে গোবৎসগণ)

(শনৎকুমারের প্রবেশ।)

রাগিণী ছয়নট—তাল তিওট। ২০।

গিরিশ মোহিনি! সর্ব্বাণি! সর্ব্বসিদ্ধি কর!

দক্ষিণা দানে।

আছে এই পূর্ব্বাবধি ; ব্রতে স্বামী দান বিধি;
বেদের প্রমাণে !
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে সতি ! হইবে সুপুত্রবতী;
ব্রতঃ সমাপনে ॥

শনৎকুমার। দেবি ! শঙ্করি ! আর বিলম্ব করিবেন না মা ! বেলা প্রায় অবসান হইল, আমাকে অনেক দূর গমন করিতে হইবে, শীঘ্র শীঘ্র দক্ষিণান্ত করিয়া আমায় বিদায় দিন !

পা। ঠাকুর ! আর আমার বিলম্ব কি ?—আপনি মন্ত্রপাঠ করুন ! (শিবের হস্তধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্পণ) এই দক্ষিণা গ্রহণ করুন !

শনৎ। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি—(দক্ষিণা গ্রহণ।)

(পুরোহিত শনৎকুমার শিবের হস্তধারণ পূর্ব্বক গমনোদ্যত।)

পার্ব্বতী। ঠাকুর ! ওকি ?—আমার স্বামীকে লইয়া যান যে !—নারায়ণ যা বলিলেন, তাতো আপনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন—এই দেখুন, তাঁহারই বাক্যানুসারে আমি এক লক্ষ গবী আনাইয়া প্রস্তুত রাখিয়াছি ; আমার স্বামীর সমোচিত মূল্যের স্বরূপ আপনি গ্রহণ করুন, আর স্বামীকে ফিরে দিন। ইহাও তো বেদের বচন :—

শনৎ। দেবি ! প্রকৃত ধন প্রাপ্ত হইলে বিনিময় করিতে কে চায় বলুন। আমি অভিলষিত বস্তু পাইয়াছি, কৃতার্থীকৃত হইয়াছি। আবার মূল্য লইয়া ফেরাফিরি কেন মা ?—

পা। পুরোহিত ঠাকুর ! বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ তো আপনার

সমক্ষেই কহিলেন,---তখন কেন আপনি প্রতিবাদ করিলেন না ?—এক্ষণে তাঁর অনুপস্থিতে তাঁহার অনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করা তো ন্যায় সঙ্গত নয়—যাহা হউক, এক্ষণে আমি অনুনয় করি ঠাকুর! এই ধেনু-বৎস গুলি লইয়া আমার প্রাণেশ্বরকে ফিরে দিন!—যেমন প্রাণহীন কলেবর,—সরোজ হীন সরোবর,---জন হীন ভবন,—দৃষ্টিহীন নয়ন,— আর শ্রবণ শক্তি হীন শ্রবণ ;—ঠাকুর! শিব হীনা শিবানীও সেইরূপ।

শনৎ। মাতঃ! আপনি লক্ষ গবীই দিন আর কোটি গবীই দিন গোবৎস লইয়া আমি কি করিব ঠাকুরাণি! আমি বানপ্রস্থী তাপস ব্রাহ্মণ। আমার গবীতেই বা প্রয়োজন কি ? আর মূল্যে-তেই বা প্রয়োজন কি ?—শঙ্করকে লইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিব, সর্ব্বত্র সম্মান পাইব। ইহলোকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, গৌরব ও সমাদর ; লোকান্তরে মোক্ষ—এ সম্পদ ত্যাগ করিয়া কি, মা! গরু লইয়া রাখালি ?—দেবি! আপনার গোবৎস আপনিই রাখুন! আমার কিছুতে প্রয়োজন নাই। আমি যে ধন পাইয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট, অন্য কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই মা!

(শিব সহিত শনৎ কুমারের প্রস্থান।)

(পার্ব্বতী হতপ্রভ, হতস্পন্দ ও হতবাক্য হইয়া ক্ষণ-কাল কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মানা, পরে মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমে পতিতা।)

মেনকা। (সবিস্ময় আর্ত্তস্বরে) একি! একি!! একি!!! ওমা একি!—সর্ব্বনাশ যে! উমা আমার এমন হলো কেন ?—অকস্মাৎ একি বিপদ! (সজলনেত্রে দ্রুতগতি আসিয়া ক্রোড়ে লইয়া রোদিত স্বরে) মা-উমে! শঙ্করি! অমন করে রৈলি কেন মা!—শিবে!—ও শিবে!—পার্ব্বতি! ও পার্ব্বতি! একবার চে’য়ে

দেখো মা!—তোমার এ অবস্থা দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে মা!—জয়ে! শীঘ্র ক'রে সুশীতল বারি আনয়ন কর, বিজয়ে! তুমি ব্যজন কর,—শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো।—মা উমে! একবার মা বলে ডাকো মা!—(পার্শ্বদগণের প্রতি) হাঁগা তোমরা ভাল ক'রে দেখো দেখি গা! মেয়ের মুখ যে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রসনায় রস নাই,—কণ্ঠতালু শুষ্ক,—আমার ভয় হয় যে গা! কি করবে, তোমরা বল না গা—শুনেছি আমার এই উমাই না কি পূর্ব্বজন্মে শিবনিন্দা শুনে দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন—সেই কথা মনে হ'লে আমার যে, আরো ভয় হয় গা!—হায়! ঈশ্বর কি কর্ল্লেন!—যে শিবের নিন্দা শুনে বাছা আমার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এখন আবার সেই শিবেরই বিচ্ছেদ!—হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল—মা—শঙ্করি! মা তোমার দুঃখিনী মাকে একবার মা বলে ডাকো মা!—তুমি যে আমার নয়ন-তারা জীবনসর্ব্বস্ব—মা! আর যে আমার কেউ নাই—মা-মঙ্গলে! তোমার ঈদৃশ অমঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ যে শুখাইয়া যাইতেছে! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছি—মা তোমার চাঁদ মুখে একবার মা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর মা!—(গিরিরাজের প্রতি রোদিত স্বরে) হাঁ মহারাজ! বলি আপনিও তো যজ্ঞ-স্থলে ছিলেন। দক্ষিণান্তের সময় যখন সকল দেবতা একমত একদিক্ হইলেন, আর আমার এই দুগ্ধ-ফেন-নিভ স্বর্ণলতা উমা একদিক্—বাছা আমার কত তর্ক, কত বিচার, কতই বাগ্‌যুদ্ধ করিলেন আপনি কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া কৌতুক দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, একটি কথাও কহিলেন না—কি কঠিন হৃদয়!—মহারাজ! আমারই বলিবার ভ্রম! আপনি কেনইবা কথা কহিবেন?—কেহ কারউ নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিলে লোকে বলে অঃহো! কি পাষাণ হৃদয়!—এখানে আপনি স্বয়ংই পাষাণ। তবে আর আমি কি

বলিব ?—হায় ! হায় !! হায় !!! এখন কি হইবে ?—দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ ! মহারাজ ! দক্ষযজ্ঞে কি কাণ্ড হইয়াছিল তাকি আপনার স্মরণ হয়না ? আমার উমা তো সেই সতী !—বাছা আমার যে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যে স্বামীকে পাইবার নিমিত্ত আমাদিগের শতজন্মের কুল-পবিত্র করিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন, আবার বহু-কাল কঠিন তপস্যা করিয়া যে স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্তা হইলেন, আজ কি না সেই স্বামীর বিরহে, বাছা আমার জল ছাড়া মীনের ন্যায় ভূতল-শায়িনী !—দেখো দেখি ! এই যে অজ্ঞান অভিভূতা হইয়া মৃত্যু প্রায় ভূমে পতিত হইয়া ধূলায় ধুষরিতা হইতেছেন, বাছার আমার জীবিতাবস্থার আর ভর্ষা কি ? তাতে আবার আমাদিগের ত শিয়রে ভয়। নিন্দা শুনিয়াই সেই কাণ্ড !—এ তো আবার একেবারে জন্মের মতন বিচ্ছেদ।

দেশমল্লার—আড়াঠেকা। ২১।

উঠ, উঠ, উঠ, ওমা !—উঠ গো শিব-মোহিনি !
পাগলিনীর মতন কেন হলি গো মা ! কাত্যায়নি ?
তুমি শক্তি সর্ব্বজীবে ; বুদ্ধি প্রদায়িনী শিবে ;
তোমারে কে বুঝাইবে ; সকলি জান—
শঙ্কর শঙ্করী বিনে ; থাকেন কি আর কোন খানে ;
ত্বরায় পাবে ত্রিলোচনে, ভেবো না ভব ভাবিনি !

গিরিরাজ। ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। তোমার কন্যা সামান্যা মেয়ে নয় ! যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য,—পাতাল এই ভুবনত্রয়ের চিন্তা-কারিনী। চিন্তামণি যাঁরে চিন্তায় পান না—এরূপ অচিন্ত্যরূপিণীর চিন্তা আমি কি চিন্তিব ?—যিনি অচিন্ত ও অব্যক্তরূপি

ভগবান নারায়ণ, তিনিই ইহাঁর চিন্তা করিবেন;—আর যিনি তোমার জামাতা, তিনি স্বেচ্ছাময়—তাঁহাকে কেউ কি রাখিতে পারেন?—না তিনি কোথাও থাকেন!—তিনি কেবল বাক্য রক্ষার্থে গমন করিয়াছেন,—সত্বরেই প্রত্যাগমন করিবেন। রাজ্ঞি! ব্যস্ত হইও না!—

পার্ব্বতী! (মূর্চ্ছাভঙ্গে অশ্রু-পূর্ণনয়নে মৃদুস্বরে) জননি! পিতাকে কিছু বলিবেন না! পিতা কি করিবেন? যখন সকল দেবতা এক-কিদ একমত।—তখন আমার পিতা একক কি করিতে পারিতেন?—মাতঃ! আমি সকল দেবতার নিকটে মিনতি করিয়া দেখিলাম। যিনি যেমন তাঁর কাছে তেমনি অভিযোগও করিলাম। তাহাতেও যখন কারো দয়া হইল না, তখন প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে বেদ বাক্য লইয়া তর্ক করিলাম। তাহাতেও যখন কেহ শুনিলেন না, তখন ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে ডাকিলাম্। তিনি স্বয়ং আসিয়া উপদেশ দিলেন যে, পতি দক্ষিণা দিয়া, ব্রত পুণ্য সফল কর! আবার শিব তুল্য মূল্য গবী দান দিয়া আপনার পতিকে ফিরে লও। মাতঃ! আমি সেই বাক্য সার ভাবিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম। এক লক্ষ গাভী আনিয়া প্রস্তুত করিলাম। পুরোহিত ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন না, নারায়ণের কথা রাখিলেন না। আপনারা তা তো স্বনেত্রে দেখিলেন—যখন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের কথা রহিল না, তখন আর আমি কি করিতে পারি?—আর পিতাই বা কি করিতে পারেন?—অতএব জননি! এ আমার জন্মান্তরিণ কর্ম্মফল। লোকের শুভকর্ম্মে শুভফল, আমার শুভকর্ম্মে অশুভফল—মাতঃ আমার অদৃষ্টের লিখনই জন্ম-জন্ম দুঃখ ভোগ—এ কি কেউ খণ্ডন করিতে পারেন?—যাহা হউক, পিতঃ! এ সময় আমার সুসময়। জনক জননীর ক্রোড়ে বসিয়া আছি। এক্ষণে অনুমতি প্রদান করুন! এবং বিদায় দিন! সেই

পরম দুর্ল্লভাস্পদ শঙ্করের যুগল পাদপদ্ম স্বীয় হৃদপদ্মে মানসাসনে স্থাপিত করিয়া এই পাপজ-দেহ পুনর্ব্বার ত্যাগ করি। পিতঃ! বিফল জীবনে আর প্রয়োজন নাই—আশীর্ব্বাদ করুন, এই ভৌতিক দেহ যেন এইক্ষণেই সেই ভৌতিক পদে লীন হয়—আর আমি কিছু প্রর্থনা করিনা।

গিরিরাজ। (বাষ্পাকুল নয়নে) মা দুর্গে!—পিতৃ মাতৃ স্থানে এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলো না মা!—মা! তোমার শঙ্কর অচিরাৎ প্রত্যাগমন করিবেন। মা গো! তুমি সর্ব্বকার্য্যের বীজ-রূপিনী-শক্তি। তুমি তো সকলই জান মা!—এই ভুবনত্রয়ে তোমার আশ্রয় বিরহিত কেউ কি আছে মা?—স্থাবর ও জঙ্গমাদিতে জীব, মহাজীব, উপজীব, উদ্ভিজ্জ ও নির্জ্জীব আদি পরিদৃশ্যমান যত কিছু দেখ সকলেই শক্তির আশ্রয় অবলম্বিত। শক্তি ছাড়া কিছুই নাই। অতএব মা!—যখন সকল বস্তুই শক্তির আশ্রিত, তখন সেই শক্তি-নাথ ভোলানাথ কি কখনো শক্তি বিরহিত থাকিতে পারেন—না তাঁহাকে কেউ রাখিতে পারেন?—মা উমে! এই জগৎ সংসারটা যাঁর সংহারণের অধীন! যিনি এই ত্রিভুবনের ঈশ্বর; তিনি কি কারও অধীনতায় থাকেন?—যদি বল তিনি আশুতোষ, ভক্তাধীন, ভক্তের ভক্তিডোরে বন্দী থাকেন—হাঁগো—মা! বলি তোমার অপেক্ষা শিব-ভক্তা আরো কেউ কি আছেন?—চিন্তা কি মা! সব মঙ্গল হইবে।

মল্লার—আড়াঠেকা।

ওরে আমার ক্ষেপা মেয়ে! শিবকে কেউ কি
রাখ্‌তে পারে?
তরঙ্গিণী বেগ কোথায় বালির বাঁধে রক্ষা করে?
শিব ত্রিজতের গুরু; ভক্তি মুক্তি কল্পতরু।

তিনি কি অধীন হন কারু নিজে সংহর্ত্তা—
ওগো! আদ্যাশক্তি শিবে; কার শক্তি রাখিতে শিবে;
এখনি আসিবেন ফিরে প্রবোধি শনৎকুমারে॥

মেনকা। (সজল নয়নে মৃদুভাষে) মা বিমলে! গাত্রোত্থান কর মা!—তোমার ধূল্যাবলুণ্ঠিত মলিন দেহ দেখে আমার ব্যাকুলিত চিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হ'লো যে মা!—মা! কত শতজন্ম তপস্যা ক'রে তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম,—আর তোমাকে সর্ব্ব-সুলক্ষণা দেখিয়া মা তোমার সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া একটি নাম রাখিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম মা-গো! আজ তোমার শ্রীমুখ-নলিনী—নিঃসৃত মধুর ভাষার বিনিময়ে, কালকুট সদৃশ অমঙ্গলের কথা বলিয়া তোর কাঙ্গালিনী মাকে পাগোল করিস্ কেন মা?—তোর মায়ের কি আর পাঁচটা আছে মা?—একে তো তোর ভায়ের শোকে শরীর জর্জ্জরিত—আবার তোর মুখে মা ঈদৃশ অমঙ্গল সূচক কথা।—একি মায়ের প্রাণে সহ্য হয় মা?

গিরিরাজ। মা! দুর্গে! শিব মনোমোহিনি! গাত্রোত্থান কর মা! ঐ দেখো! পরাৎপর পরম ব্রহ্ম গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইতেছে—আর চিন্তা কি মা!—শীঘ্র গাত্রোত্থান কর।

(শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণানন্তর শ্রীদুর্গার গাত্রোত্থান ও উপবেশন।)

(গোলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।)

(সর্ব্বজন তটস্থ হইয়া গাত্রোত্থানান্তর সভক্তি প্রণাম।)

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! দুর্গে! আজ তোমাকে ঈদৃশ মলিনা, বিষন্ন-বদনা হত-চিত্তা ও কাতর-কলেবরা দেখিতেছি কেন?—ব্রত ধর্ম্ম

সম্পূর্ণ হইয়াছে ত ? এখন তার ফল প্রাপ্তা হইবেন। চিন্তা কি ?—

পার্ব্বতী। (শিরে করাঘাৎ পূর্ব্বক) আঃ ! হরে ! আমার যদ্যপি সেই কপালই হইবে, তাহা হইলে আর কল্পে কল্পে জন্মে জন্মে ঈদৃশ যন্ত্রণা ভোগ হয় ? হতভাগিনীর কপালে আবার সুখ ! হে গোলক-নাথ ! আমি ব্রতও জানিনা, ধর্ম্মও জানিনা আর পুণ্যও জানিনা। আমার ব্রত-পুণ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই আপনি। আপনি সর্ব্ব কর্ম্মের মূলাধার; আপনা হইতেই সর্ব্ব। অপর কেউ বা কলা, কেউ বা অংশ, কেউ বা কলাংশ। এইরূপ সকলেই আপনার তেজঃরাশি হইতে সমুৎপন্ন। আপনার মহিমা কে বুঝিতে পারে ?—আপনি কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি, কখন সাকার, কখন নিরাকার। স্বয়ং নিরাশ্রয়, কিন্তু সর্ব্ব জীবেরই আশ্রয়। স্বয়ং নির্লিপ্ত, আবার সকলে-তেই লিপ্ত। হে জগন্নাথ ! আপনি সুক্ষ্মহইতেও সুক্ষ্ম, স্থুল হইতেও স্থুল। এই সুবিস্তার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আপনার লোম কূপের মধ্যে। আপনার অবিদিত কি আছে ;—আপনি জেনেও জানিবেন না, শুনেও শুনিবেন না। তবে আর এ দুঃখিনীর উপায়ান্তর কই ! হে জগদীশ ! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রত-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে তো ? এখন ইহার ফল প্রাপ্তা হইবেন" প্রভো ! আপনি ভক্তবৎসল বলিয়া কি ভক্তের মনোরক্ষার্থে একথা বলিলেন—হে-সর্ব্বজ্ঞ ! আপনিত বেস জানেন যে সন্তান কামনাই আমার ব্রতের গূঢ় উদ্দেশ্য—সন্তানের নিমিত্তই এরূপ কষ্ট-সাধন—সন্তানের নিমিত্তই দেবগণের সহিত এরূপ তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ—সন্তানের নিমি-ত্তই নারায়ণের উপদেশানুসারে স্বামী দক্ষিণা দিলাম, এবং শিব তুল্য মূল্যের বিনিময়ে এক লক্ষ গাভী দিয়া আমার স্বামীকে ফিরে চাহিলাম। পুরোহিত শনৎকুমার কিছুমাত্র শুনিলেন না, নারায়ণ-বাক্য রক্ষা করিলেন না। সচ্ছন্দপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

হে জগত্তাতঃ গোলোকনাথ! পুরোহিত ঠাকুর যখন আপনাদিগের কথা রক্ষা করেন নাই, আমার স্বামীকে ফিরে দেন নাই—তখন আমার ব্রতই বা কি পুণ্যই বা কি? আর তাহার ফলই বা কি?—যখন পুত্র কামনাই আমার ব্রতের মূল, আর পুত্রের মূল স্বামী। সেই স্বামীতেই যখন বঞ্চিত—তবে আর আমার ব্রত-ফলে প্রয়োজন কি? সন্তানেই বা প্রয়োজন কি? আর আমার এই পাপজ-দেহ-ধারণেই বা প্রয়োজন কি?—হে প্রভো! গোলোকনাথ! এখন প্রার্থনা এই যে, একবার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন আপনার সমক্ষে আমার হৃদয় মাঝে স্বামীর পাদ-পদ্ম ধ্যান পূর্ব্বক এই কলুষিত দেহ পরিত্যাগ করি।—জগৎপতে! কল্পে কল্পে জন্মে জন্মে যদি আমার অদৃষ্টের লিখন এইরূপই হইল, তবে আমার এই অকর্ম্মণ্য দেহ ধারণে আর ফল কি?—হে রাধিকানাথ!—লোকের জীবন ধারণে শুভাশুভ দ্বিবিধ ফলাফলই থাকে। কিন্তু এ অভাগিনীর অদৃষ্টে কোনও জীবনে তো অশুভ বই শুভ ফল পরিলক্ষ হয় না!—প্রভো! এ কেবল আমার জন্মান্তরিণ কর্ম্ম-বিপাক বই আর কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। ফলতঃ যাহাই হউক, হে! নবঘনশ্যাম রাধাবল্লভ! আমার অন্তিম নিবেদন এই যে, আমি আপনার সমক্ষে এই অকর্ম্মণ্য বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তা—কিন্তু হে ত্রিলোকতারণ! পরিণামে এই করিবেন যেন, আর আমায় পুনর্দেহ ধারণ করিতে না হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবি! মহামায়ে! তুমি জগৎকর্ত্রী জগৎমাতা, আদ্যাশক্তি ভগবতী। এই জগৎ সংসার তোমারই মায়া প্রভাবে সৃষ্ট, তোমার মায়াতেই পালিত এবং তোমারই মায়াতে সংহৃত হইতেছে। তুমিই সর্ব্বকর্ম্মের আধার স্বরূপা, সর্ব্বকর্ম্মেই অধিষ্ঠাত্রী, ও সর্ব্বকর্ম্মেরই ফলদাত্রী—শিবে! যিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বকর্ম্মের ফল প্রদায়িনী, যিনি ইচ্ছাময়ী, যাঁর ইচ্ছায় ক্ষণমাত্রে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রল-

য়াদি হয়,—তাঁর আবার ব্রত কি? আর ব্রত ফল কামনাই বা কি?—জগদম্বে! আপনি স্বেচ্ছানুসারে কি না করিতে পারেন! আপনার কিশের অভাব? পুত্র নাই—তা পাইবেন। আপনি আমার সদৃশ পুত্র পাইবেন! নিরস্ত হউন, অভিমান পরিত্যাগ করুন—মহামায়ে! আপনি স্বয়ংই তো এই জগল্লোককে ব্রত ফল দিতে পারেন। তবে যে, আপনি আজ আপনার নিমিত্তই কাতর, এ কেবল লোককে শিক্ষা দিবার কারণ মাত্র।—

পার্ব্বতী—। (কর যোড়ে) দীননাথ! যদি আমার সন্তান প্রাপ্তির অদৃষ্টই হইবে, তবে আমার এই পুণ্যকব্রতে স্বামী দক্ষিণা ব্যবস্থাই বা কেন হইবে? এপর্য্যন্ত অনেকেইত পুত্রার্থে এই মহা-ব্রত সাধন করিয়াছেন, এবং আশাধিক পুত্র লাভও করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী দক্ষিণা কেউতো কোথায় দেন নাই—কেনই বা দিবেন? যাঁর প্রসাদেই পুত্র প্রাপ্তি, সেই পতিই দান— কি আশ্চর্য্য!—রাধা-নাথ! এ শুদ্ধ আমার প্রতি দেবতাদিগের দেবচক্র মাত্র। দয়াময়! দেবতারা আমার সন্তানের স্থানে ঈদৃশ বিরোধি কেন, বলিতে পারেন?—নর্ম্মদা তীর নির্জ্জন স্থান দেখিয়া গেলেম্—দেবতাগণ সে স্থানেও বিড়ম্বনা সাধিলেন; পরন্তু এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিলাম, ইহাতেও একেবারে স্বামীতেই বঞ্চিত— অতএব হেঃ জনার্দ্দন! আমি উহাঁদিগের কি অনিষ্ট উৎপাদন করিয়াছি যে উহাঁরা আমার সন্তানের স্থানে বাদি—এইটি অনুকম্পা প্রদান পূর্ব্বক বলুন দেখি!

শ্রীকৃষ্ণ। মহাদেবী দেবতারা বিরধি হউন আর নাই হউন, যখন আমি আপনাকে বর প্রদান করিলাম; তখন আপনি অবশ্যই আমার সদৃশ পুত্র লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আপনি অনর্থক কেন স্বামীর নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন? আপনার স্বামী অচিরাৎ আসিবেন। মাতঃ! শঙ্করী ছেড়ে শঙ্কর কি কোথাও

থাকিতে পারেন? না তাঁহাকে কেউ রাখিতে পারেন!—এ কেবল দেবগণের কৌশল ও কৌতুক মাত্র। দেবি! নিরস্ত হউন আর দুঃখ করিবেন না অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করুন; এই আমি শিবের তত্ত্বে চলিলাম—অনতিবিলম্বেই শনৎকুমার আপনিই তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন এবং আপনাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

(শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান)
(সকলের প্রস্থান)
পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

——:oo:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—o◯o—

পার্ব্বতী, মেনকা, জয়া ও বিজয়া উপবিষ্টা।

(শিব সমবেত শনৎকুমারের প্রবেশ
এবং পার্ব্বতীকে শিব প্রত্যর্পণ)

রাগিণী ললিত—আড়াঠেকা। ২৩।

কোথা গো ভুবনেশ্বরি! শৈল সুতা শিব-প্রিয়ে।
এনেছি তোমার শঙ্করে কি দিবে দাও বিনিময়ে॥
অন্যধনে নাই প্রয়োজন; শ্রীপাদপদ্মে বেধেছি মন॥
ছাড়িবনা জাবজ্জীবন রব পদরেণু হ'য়ে।

ভক্তি ভাবে ডাক্‌বো যখন ; অধিষ্ঠাত্রী হবেন তখন;
এই ভিক্ষা চাই মা এখন, দয়া রেখো মহামায়ে !

শনৎকুমার। মা অন্নপূর্ণে এই আপনার শিবকে লউন ! আর শিবতুল্য মূল্য যাহা হয় দিন।

পার্ব্বতী। ঠাকুর ! আমি যে একলক্ষ গাভী সংকল্প করিয়া রাখিয়াছি তাহাই গ্রহণ করুন। এতদ্ভিন্ন আপনি রত্নাদি যাহা চাহিবেন তাহাই দিব।

শনৎ। মা দুর্গে ! জগজ্জননি ! মা গো ! আমার চাহিবার ধন যে বস্তু সে বস্তু আপনি দেন কই ! আমি উদাসীন তাপস ব্রাহ্মণ ফল মূল আহারী। আমার ধেনুবৎসতেই বা কাজকি, আর রত্নাদিতেই বা কাজকি ? আমার প্রার্থনীয় বস্তু পেলেই যথেষ্ট— মা দয়াময়ি ! দক্ষিণাত আমি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনাকেই প্রত্যর্পণ করিলাম—আর কি লইব মা ?—এক্ষণে প্রার্থনা যে, চির-বাঞ্ছিত আপনার এই অভয় পাদপদ্মে যেন যাবজ্জীবন আমার ভক্তি ও মতি থাকে, আর মা ! কখন কোন মানসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্মরণ করিলে যেন অন্নপূর্ণা রূপে আমার আশ্রমে অধিষ্ঠান করেন। জননি !—এই অনুকম্পাই আমার চির প্রার্থনীয়, ইহা হইলেই যথেষ্ট—যে সকল গোবৎস ইত্যাদি শিব মূল্যার্থে সংকল্পিত হইয়াছিল সে সমস্ত অন্যান্য অর্থার্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করুন, তা হইলে আমার প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে অনুমতি হয় তো মা ! আশ্রমে গমন করি।

পার্ব্বতী। তথাস্তু।

(শনৎকুমারের প্রস্থান।)

পার্ব্বতী। (শিবের প্রতি) জীবিতেশ্বর ! আপনি যখন আমাকে এই হরিব্রতের উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক

দক্ষিণার বিষয়টি বিস্তৃত করিয়া বলিতেন, তা হইলে আর এত কষ্ট হইত না। পতি দক্ষিণার নাম শুনিলে কেই বা এই ব্রত করিত, আর কেই বা সন্তান চাহিত। ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যাই আসিয়াছিলেন—তা না হইলে এ জন্মের মতন দাসীকে আর দেখিতেও পাইতেন না।

(সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরের—তোরণ।

নন্দী আসীন।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

নন্দী। (দণ্ডবৎপূর্ব্বক) ঠাকুর কোথায়?—এখন অন্তঃপুরে যাবেন না শিব দুর্গা শয়নে আছেন।

ব্রাহ্মণ। (অতিক্ষীণ ও কাতর স্বরে) বৎস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। একসপ্তাহ অনাহার, ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, বৎস! দ্বার ছেড়ে দাও কিঞ্চিৎ ভোজ্য যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিয়া প্রাণ রক্ষা করি।

নন্দী। ঠাকুর!—আপনি কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা করুন আমি সংবাদ দিয়া অনুমতি আনাই।

ব্রা। বৎস নন্দী! তুমিতো জ্ঞাত আছ! শিবের আজ্ঞা ব্রাহ্মণকে যাইতে নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণ অনিষিদ্ধ। বিশেষতঃ আমি একসপ্তাহ অনাহারী।

ন। ঠাকুর! তবে যান্! অতিথি বলিয়া যাইতে দিলাম, কিন্তু শিব-দুর্গা রুষ্ট হইলে আপনাকে ইহার দায়ী হইতে হইবে।

(শয়ন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাঙ্গণে প্রবেশ ও ভোজন প্রার্থনা।)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। (অতি কাতর স্বরে) হে শঙ্কর, হে আশুতোষ হে ত্রিদশের নাথ! এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারে উপস্থিত। একবার গাত্রোত্থানানন্তর মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখুন। হে কৈলাস নাথ! আমি একে বৃদ্ধ, তাতে অন্ন বিনা শরীর অতি শীর্ণ, চলৎ-শক্তি বিরহিত, সপ্তরাত্র সপ্ত দিবস উপবাসী। ভোজনাভিলাষে আজ আপনার বাটীতে উপস্থিত—দয়াময়! আমি একেত জরা-জীর্ণ তাহে অনাহারী, শক্তিহীন, পথিমধ্যে ক্ষণিক চলি ক্ষণিক বসি, এবম্বিধ বহু কষ্টসাধ্যে ক্রমে ক্রমে আপনার ভবনে উপনীত হইলাম। কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণায় স্থির হইতে পারিতেছি না। কৃপানিধান! এক-বার অনুকম্পা বিতরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থানানন্তর এই অতিথির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হে বিভো! আমি আপনার শরণাগত—ভবদীয় কৃপাসিন্ধুর বিন্দু মাত্র বর্ষিত হইলেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা বিদূরিত হইবে। মাতঃ অন্ন-পূর্ণে! এই শরণাগত ব্রাহ্মণকে অন্নজল দিয়া পরিতৃপ্ত কর মা!—জননি! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন! তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক বাক্য নিঃসরণ অতি কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

(মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও শিব দুর্গার আগমন পশ্চাৎ জয়া ও বিজয়া উপস্থিত।)

দুর্গা। (বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে) জীবিতেশ্বর! দেখো! দেখো!! কি জরা পীড়িত অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান

আছেন! আহা! শরীরের মাংস চর্ম্ম নিতান্ত লোলিত হইয়া পড়িয়াছে—একেত জরা জীর্ণ বৃদ্ধ শরীর, তাতে আবার একসপ্তাহ্ পেটে অন্ন নাই, আহা!—কি কষ্ট—স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! নাথ! উহাঁকে উপবেসন করিতে বলুন! আমি আসন আনাইয়া দিই। জয়ে! শীঘ্র একখানি আসন আনয়ন করিয়া ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বসিতে দেও!—(আসন প্রদান।)

শিব। (সভক্তি বিনয় বচনে) দ্বিজবর! আজ আমার সুপ্রভাত যে, অতিথি ব্রাহ্মণ আমার বাটীতে উপস্থিত। ঠাকুর! আপনার নাম?

অতিথি। তাতঃ! আমি ক্ষুধা তৃষ্ণাযুক্ত নিরাহারী অতিথি-ব্রাহ্মণ। ভোজন না করিলে কথাবার্ত্তা কহা, কি আত্ম-পরিচয় দেওয়া, সুকঠিন। অতএব অতি শীঘ্র উৎকৃষ্টোৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোজন করান! পশ্চাৎ পরিচয়।—

দুর্গা। ঠাকুর! আপনার কোন দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়?—ত্রৈলক্ষ্যে যা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, আপনার অনুমতি পাইলে এই ক্ষণেই প্রস্তুত করিতে পারি।

অতিথি। দেবি! আমি অন্য কোন দ্রব্য আহরণ করিতে বলি না। মা!—আপনার ব্রতানুষ্ঠানে যে উৎকৃষ্টোৎকৃষ্ট মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হইয়া ছিল, আমি সেই সেই সামগ্রী সমগ্র ভোজন করিতে অভিলাষু—মাগো! আমি তোমার পুত্রের সমান। অতএব সেই ত্রৈলক্ষ্য-দুর্ল্লভ মিষ্টান্ন দিয়া পরিতোষ পুর্ব্বক শীঘ্র ভোজন করান। একেত মা! আমার ক্ষুধা পীড়িত জরাজীর্ণ-অঙ্গ, তাতে আমি শরণাগত। আপনি বন্ধ্যা, আমি আপনার অনাথ পুত্র।—জননি! নানাবিধ মিষ্টান্ন ও পরমান্ন দিয়া আমার ক্ষুধিত উদর পূর্ণ করুন;—যেন মা! ভোজনান্তে লম্বোদর হয়।

দুর্গা। ঠাকুর! এই দিকে আসুন! ভোজন করুন! আমি স্বহস্তে পরিবেসন করিব—আপনার যে দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আজ্ঞা করুন!——

অতিথি। মাতঃ! স্বামী তোমার জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বলোকের জ্ঞানদাতা, সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতা। আপনি জগৎকর্ত্রী, জগৎলক্ষ্মী, জগৎমাতা অন্নপূর্ণা। আপনার ভাণ্ডারে কিসের অভাব মা!—আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের ফল দায়িনী। আপনি স্বয়ংই ব্রত, জপ, তপ, যাগ ও যজ্ঞ সমস্তেরই ফল প্রদা। আপনি যে পুত্র নিবন্ধন যজ্ঞ করিলেন, সে কেবল লোক শিক্ষার হেতু মাত্র। যাহাই হউক মা! আপনি যেমন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া লম্বোদর করিলেন;—এমনিই লম্বোদর ও পরম সুন্দর আপনার পুত্র হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই লম্বোদর রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

(ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচন।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা। ২৪।

ভোজনে ঘুচিল দুঃখ সুখী হও মা! ভগবতি!
আশীর্ব্বাদ করি আমি ত্বরা হবে পুত্র-বতী॥
ভোজন হলো গুরুতর; হৃষ্টপুষ্ট লম্বোদর;
পুত্র হবে লম্বোদর; রূপগুণ যুত সতি!
বিষ্ণু অংশেতে সন্তান; জন্মিবেন নারায়ণ;
সর্ব্বদেবের প্রধান; অতি মনোহর মূরতি॥

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান)

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

——:oo:——

(অন্তঃপুর—কক্ষ্যা)

পার্ব্বতী রত্নসিংহাসনোপরি আসীনা।

(জয়া কর্ত্তৃক তাম্বুলদান।)

শূন্যবাণী। দেবি! তুমি শীঘ্র শয়ন-মন্দিরে গমন কর!—শীঘ্র গিয়ে দেখ—তোমার পরম সুন্দর নবকুমার শয্যায় আবির্ভূত!—শীঘ্র যাও শীঘ্র স্তন্যপান করাও! শিশু রোদন করিতেছে। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ যিনি গিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নন, স্বয়ং কৃষ্ণ গোলোকনাথ!—তুমি ব্রতে তাঁহাকে আরাধনা করিলে, তন্নিবন্ধন তিনি স্বয়ংই আসিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের ভোজন প্রার্থনা শুনিয়া শঙ্কর অবিলম্বে গাত্রোত্থানানন্তর শয়ন মন্দির হইতে যখন বাহিরে আইসেন, ঐ সময় শয্যায় তাঁহার বীর্য্যপাত, হইয়াছিল। সেই বীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি—দেবি! তুমি আর বিলম্ব করো না।

পার্ব্বতী। জয়ে! ঐ শূন্যবাণী শুনিলেত! কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত!! চল্ চল্ শীঘ্র গিয়ে দেখি চল্!—বিজয়াকে ডাক্—(শয়ন মন্দিরে প্রবেশ ও শয্যায় শিশু দর্শন) ও মা!—সত্যইত!—এই যে আমার প্রাণ জুড়ান ধন, আন্ধার ঘরের মানিক্ শয্যায় শুয়ে! আহা কি আশ্চর্য্য!—ঈশ্বর কি দয়াল! দরিদ্রের মন বুঝেই ধন দেন। (ক্রোড়ে আরোপণ ও স্তন্যপান করান। আমার যাদৃশ প্রার্থনা, তাদৃশ ধনই প্রাপ্ত হইয়াছি।

(বিজয়ার প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। বিজয়ে! তুমি শীঘ্র যাও কর্ত্তাকে সংবাদ দেও, আর তাঁহাকে শীত্র আসিতে বল।

(বিজয়ার প্রস্থান।)

জয়ার আনন্দ কর গীত।

খাম্বাজ—মধ্যমান। ২৫।

(তোমরা দেখসে) কি আনন্দ হলো আজ কৈলাসে;
উমেশ আবাসে।
প্রফুল্ল শিশু-কমল ঈশানী অঙ্ক-সরসে॥
অমার তিমির নাশি; উদয় হলো পূর্ণ-শশী;
গিরিশ হরিষ অতি ঘরে জ্যোতি প্রকাশে।
চিরদিনের আশানদী; পার করাইল বিধি;
মিলাইল পুত্র নিধি; বহু আয়াসে॥

জয়া। জননি! আপনার সৌভাগ্যের কি সীমা পরিসীমা আছে?—ব্রতোদ্‌যাপন হইতে না হইতেই তার ফল প্রাপ্তি—বিনা মেঘে বারি বর্ষণ,- আহা, কি চমৎকার শিশু! এমন ভুবন মোহন রূপ তো আর কোথাও দেখি নাই মা! লোকের কাছে বলিলে স্বচক্ষে না দেখিলে কেউ বিশ্বাস করিবে না—কেনই বা করিবে? দশমাস গর্ভধারণ করিতে হইল না—দশদিন অরুচি ভোগ কল্লে'ন না—প্রসব বেদনা কেমন তাও জানিতে হইল না। এর বাড়া সুখের বিষয় আর কি আছে?—ফলতঃ জননি! আপনি যে সম্পূর্ণ একবৎসর কাল যারপর নাই কষ্ট-সাধন করিয়া ব্রত সম্পন্ন করিলেন—স্বামী দক্ষিণা সম্বন্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক ঈদৃশ মনকষ্ট ভোগ

করিলেন,—আজ সেই সকল দুঃখ এই চাঁদ মুখ দেখিয়াই দূরীভূত হইল।—যাহা হউক ব্রত সমাপনান্তে যেমন অসুখী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তেমনি আশু ফল দিয়া অপেক্ষাকৃত সুখী করিলেন। এখন ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখলেই বাঁচি।

(পার্ব্বতী শিশুকে অঙ্কে লইয়া স্তন্যপান। করাইতেছেন ঐ সময় বিজয়া সমবেত শিবের প্রবেশ।)

পা। (সহাস্য বদনে) জীবিতেশ্বর! ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ যিনি আসিয়া ছিলেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নন! স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান গোলকনাথ। আহা! ভক্তবৎসল ভগবানের কি দয়ার শরীর!—ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভোজন প্রার্থনায় আসিয়া আমাদিগের চির-বাঞ্ছিত অভাবনীয় অমূল্য রত্ন প্রদান করিলেন—হাঁ—নাথ! আমরা যে এরূপ আশু ফল প্রাপ্ত হইব, এতো মনেও স্থান দিই নাই—যাহা হউক, আমরা কি মূঢ়!—তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না!—নাথ আপনিওতো ধ্যানস্থ হইয়া একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলেন না। হায়! হায়!! হায়!!! কি দুঃখের বিষয়!—আমরা এক প্রকার অন্ধ হইয়াই রহিলাম!

শিব। প্রিয়ে! তাঁহাকে চিনিতে পারা বড় সহজ নয়! তিনি জ্যোতির্ম্ময়, নির্লিপ্ত, নিরাশ্রয়, একমাত্র পরম-পুরুষ। আর যত কিছু দেখ সকলই তাঁহার কলা, অংশ ও কলাংশ ইত্যাদি—যাঁর মায়াতে ব্রহ্মাণ্ডের কি দেবলোক, কি অসুরলোক, কি নরলোক ইত্যাদি সকলেই মুগ্ধ। যিনি সাকার কি নিরাকার তাই অনির্ণীত, তিনি যে, মায়াজালে আবদ্ধ করিয়া বিহ্বল করিবেন তার বিচি-ত্রতা কি? সেই স্বেচ্ছাধীন ভক্তনাথ ভক্তের অধীন, ভক্তের মন বুঝেই ধন দান করেন। প্রেয়সি! তাঁর প্রতি তোমার অচলা ভক্তি,

ও তন্ময়-চিত্ত, তন্নিমিত্ত তিনি কৃপা করিয়া ঈদৃশ অমূল্য রত্ন প্রদান করিলেন।—ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ যে, ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ, তা তুমি কি-রূপে জানিলে প্রিয়ে?—

পা। হৃদয়নাথ! আমরা কক্ষ্যায় উপবেশনান্তর ভূতপূর্ব্ব অভ্যাগত ব্রাহ্মণ সংক্রান্তই কথোপকথনে ব্যাপৃতা ছিলাম, ইত্যবসরে সুমধুর স্বর-সংযুক্ত ঈদৃশ শূন্যবাণী শুনিলাম—যে, "দেবি! তুমি শীঘ্র শয়ন-মন্দিরে গমন কর, শিশু শয্যায় রোদন করিতেছে, শীঘ্র স্তন্যপান করাও!—আশুতোষের উত্থান কালীন শুক্র-পাত হইয়াছিল—ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ যিনি গিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নন্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ"—জীবিতেশ্বর! ঐ শূন্যবাণী শ্রুতমাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা আস্তে ব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রেই এই অমূল্য-ধনকে শয্যায় সমুদ্ভূত দেখিলাম।

শিব। প্রিয়ে! তুমি ভাগ্যবতী। তোমার ব্রত-পুণ্য আজ্ ধন্য হইল, এতাবৎ কষ্টসাধনও সার্থক হইল! দেবগণ কর্ত্তৃক এতাদৃশ বিড়ম্বনা প্রাপ্যাদি যাবতীয় কষ্ট সমস্তই দূরীভূত হইল, চির-অর্জ্জিত আশালতা ফলিল। এখন কেমন ধন প্রাপ্ত হইয়াছ দেখাও দেখি?—

পা। (পুত্রকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক) এই দেখ নাথ! আমার যেমন মন ছিল তেমনি ধনই পাইয়াছি। জীবিতেশ্বর! সর্ব্বস্ব দান, আর সর্ব্ব তীর্থে স্নান ও দর্শন; ইহাতে যত পুণ্য হয়, পুত্র মুখ দর্শনের সে ষোড়শাংশের একাংশও নয়—এইত বেদের বচন। অতএব আপনি আজ্ সেই সুদুর্ল্লভ পুত্রের মুখ-দর্শন করিয়া আপনার জীবন সার্থক করুন! জগৎপতি হরি দরিদ্রের মন জানিয়া তেম্নি ধনই দিয়াছেন। আহা! কি চমৎকার রূপ-মাধুরী দেখুন!

শিব। প্রেয়সি! যদ্রূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছ, তদ্রূপ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর! যত্ন না হইলে রত্ন থাকেনা এ সাধু বাক্য।

খাম্বাজ—মধ্যমান। ২৬।

(ও প্রিয়তমে) যতনে রাখ তোমার রতনে,
অমূল্য ধনে।
সর্ব্ব দুঃখ দূরে যাবে হেরি চাঁদ বদনে॥
হরিব্রত পুণ্যফলে; হরি সম পুত্র পেলে;
না ভাব সামান্য ছেলে ওগো বরাননে!
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ; সুশোভিত চতুর্ভুজ;
স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হের ত্রিনয়নে!

শিব। প্রিয়ে! তুমি পুত্রের নিমিত্ত যেমন ক্ষোভিতা ছিলে, তেম্‌নি দয়াময় জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর স্বয়ংই তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এখন তোমার সমান ভাগ্যবতী আর কে আছে প্রিয়ে?—আঁধার গৃহের মানিক, দরিদ্রের ধন, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অন্ধের চক্ষু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও অকূলের কূল, প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, আমাদিগের আজ তদধিক—

(প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

——:00:——

অন্তঃপুর।

শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া পার্ব্বতী উপবিষ্টা, জয়া বিজয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী।
(শিশুকে দর্শনার্থে দেবগণ ও দেবাঙ্গনাদিগের
সমাগম ও প্রবেশ।)

(অদূরে শিব, গিরিরাজ, নন্দী ইত্যাদি।)

গিরিরাজ। নন্দীকেশ্বর! দেখ! বহির্ভবনে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র দুঃখি, ভাট, ফকির, অতিথি, পথিক ইত্যাদি বহু সংখ্যক্ অভ্যাগত ভিক্ষার্থী লোক সমাগত হইয়াছেন। তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল! কোষাগার হইতে অর্থ বাহির করিয়া দিই—সকলকে সামঞ্জস্য পূর্ব্বক বিতরণ কর। আজ আহ্লাদের দিন, বসিয়া থাকিবার সময় নয়—আর এক কথা এই যে, দানের সময়, সকলের উপর, এবং সর্ব্বদিক সমদৃষ্টি রাখিবে, কেউ যেন নিরাশ না হন।

(অর্থাদি বিবিধ রত্ন দান ও মহা মহোৎসব।)
(নব কুমারকে সর্ব্ব দেব দেবীর দর্শন ও আশীর্ব্বাদ।)

বিষ্ণু। দেবি! আপনার পুত্রের শিব তুল্য জ্ঞান হইবে, আমার সমান পরাক্রম, আর চিরায়ু হইবে। নাম থাকিল গণেশ।

ব্রহ্মা। দেবি! আমার আশীর্ব্বাদে আপনার পুত্র যশে বিশ্ব পূরিত আর সর্ব্বদেবের অগ্রে পূজীত হইবেন!

শিব। আমার আশীর্ব্বাদে শিশু দাতা, হরিভক্ত, বিদ্যাবান, শান্ত, দান্ত ও পুণ্যেতে আশক্ত হইবেন।

ধর্ম্ম। দেবি! আপনার পুত্র পরম ধর্ম্মিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞানী, দয়াশীল ও হরিভক্ত হইবেন।

লক্ষ্মী। শিবানি! আপনার পুত্র গুণবান্, কৃষ্ণ-পরায়ণ এবং নির্ম্মল-চিত্ত হইবেন। আর আমি আপনার গৃহে নিশ্চলা হইয়া থাকিব।

মেনকা। আমার আশীর্ব্বাদে মা! তোমার পুত্র কন্দর্প-সম রূপবান্, সিন্ধুসম গম্ভীর, ধর্ম্মিষ্ট ও অতি বীর্য্যবন্ত হইবেন।

পার্ব্বতী। আমার আশীর্ব্বাদে বৎস, ইহাঁর পিতা তুল্য যোগী, মৃত্যুঞ্জয়, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ও নানা দ্রব্য ভোগী হইবেন।

(শিশু দর্শনার্থে মুনিপত্নী আদি মহিলাগণের প্রবেশ
এবং প্রবেশন কালে সংগীত।)

খাম্বাজ—মধ্যমান। ২৭।

(সজনি গো!) চল চল দেখি সকলে; কৈলাস
অচলে।
নব চন্দ্র উদয় হইল আসি ভূতলে॥
চল গিরিশ মহলে; দেখিগে পার্ব্বতী কোলে;
আশাতরু আশু ফলে সে চাঁদ হেরিলে।
আশুতোষের আন্ধার ঘরে পুত্রমণি আলো করে;
মহোৎসব ঘরে ঘরে মহলে মহলে॥

মুনিপত্নীগণ। (প্রণামানন্তর) মা দুর্গে! মাগো!—আজ বড় সৌভাগ্য, বড় শুভ দিন। চিরান্ধকারময়ী কৈলাসপুরী আজ আলোকময়ী হইয়াছে। মাতঃ! আপনার ক্রোড় আকাশের নবচন্দ্র দেখিয়া গগণ-চন্দ্র দেখিতে আর ইচ্ছা হয় না। আহা!—কি অপরূপ রূপ!—(অন্যের প্রতি) সখি! দেখ! দেখ!!—চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী! এতো সামান্য শিশু নয়!—মা দুর্গে! আপনি যেমন জগৎ মাতা, জগৎ কর্ত্রী, তেম্‌নি জগৎ-কর্ত্তা জগদীশ্বর স্বয়ং আসিয়া আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অপর মহিলা। সখি! তা না হইলে এমন পুণ্য কার যে, ভগবতী কাত্যায়নীর পুত্র হন—দেবি! সন্তানার্থে নিতান্ত কাতর ছিলেন,—তাই ইহাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নারায়ণ স্বয়ংই আসিয়া জন্মিলেন। দেখনা কেন? শ্রীঅঙ্গের সমস্ত চিহ্নই উপলব্ধি হইতেছে।

পার্ব্বতী। সখি!—আপনাদিগের কৃপাতে আমি আশানুরূপই পুত্র পাইয়াছি; তার সন্দেহ নাই—ভূতভাবন ভগবান হরিঃ আমার মন বুঝিয়াই ধন দিয়াছেন। এখন ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখলেই বাঁচি মা।

মুনিপত্নীগণ। মা-দুর্গে! আপনি দুঃর্গতিহারিণী, সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশিনী। আপনার পুত্রের আবার বিপদ কি মা! আমরা ভগবৎ-সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি যে, আপনার কৃতোন্নত বদন-শশী তিনি যেন আর কখন অবনত না করেন। মাতঃ! আপনার অপত্য-পূর্ণ পবিত্র অঙ্ক দর্শন করিয়া আজ আমরা পবিত্র-লোচনা হইলাম। এক্ষণে অনুমতি হয়ত স্বস্থানে প্রস্থান করি।

(প্রণামানন্তর সকলের প্রস্থান।)

(পটক্ষেপণ।)

———

পঞ্চম অঙ্ক।

(প্রথম—গর্ভাঙ্ক)

কৈলাসপুরী —দেবসভা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য আদি সর্ব্বদেবগণ; ঋষি, মুনিগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাজগণ অধ্যাসীন।

সম্মুখে অপ্সরীদিগের নৃত্য।

(নৃত্যভঙ্গে শনির প্রবেশ।)

শনি। (দেবতানিচয়কে সভক্তি প্রণামানন্তর শিবের প্রতি) প্রভো—আশুতোষ!—দয়াময়!—নিষ্প্রভা কৈলাসপুরী আজ প্রভাবতী হইয়াছে,—মায়ের অঙ্ক-সরোবরে সহস্র দল কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অমানিশিতে পূর্ণশশীর অভাবনীয় উদয় হইয়াছে,—অন্ধকার গৃহে মাণিক জ্বলিতেছে। যদ্যপি অনুমতি হয়, তবে আমিও শিশুটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জন্ম সফল করিয়া আসি।

শিব। শনৈশ্চর! সচ্ছন্দে যাও! এতো আহ্লাদের বিষয়!

ব্রহ্মা। গ্রহেশ্বর!—যাবে বটে—যাও!—কিন্তু, অতি সাবধানে! কেবল আশীর্ব্বাদটি মাত্র করিয়াই চ'লে এসো। বিস্তর বিলম্ব করো না, কোন দিকে অবলোকনও করো না।

শ। প্রভো।—আমি আপনাপনিই সাবধানে আছি। একেত সর্ব্বক্ষণ নম্রমুখেই থাকি, তাতে আবার এই দেখুন, নয়নে বস্ত্রাচ্ছাদন করি।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

——:oo:——

অন্তঃপুর প্রথম দ্বার।

দ্বারপাল—বিশালাক্ষ।

(শনির প্রবেশ।)

বিশালাক্ষ। (দ্রুত গমনে সম্মুখে উপস্থিত) আপনি যে না জিজ্ঞাসা করেই অন্তঃপুরে গমন করিতেছেন; আপনি কে?

শনি। আমাকে তুমি চেননা? আমার নাম শনৈশ্চর। আমি শিব আজ্ঞায় শিব-পুত্র গণেশকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব। শীঘ্র দ্বার ছাড়! চতুর্ম্মুখাদি সকলেই অনুমতি দিয়াছেন। আমি সত্বরেই প্রত্যাগত হইব।

বি। শিব হউন, বা বিষ্ণুই হউন, আর ব্রহ্মাই হউন; আমি কারও কথায় দ্বার ছাড়িতে পারিনা। যেহেতু আমি কোনও দেবতারই আজ্ঞাধীন নহি—অন্তঃপুরের দৌবারিক, মায়ের কিঙ্কর;—অতএব মায়ের আজ্ঞা ব্যতীত আমি তোমাকে কখনই দ্বার-মুক্ত করিয়া দিতে পারিবনা।

শ। (সক্রোধে) কি?—তুই শিব-কিঙ্কর হ'য়ে শিব, বিষ্ণু মানিস্ না! আমি শনৈশ্চর দেবতা, আমার অবমাননা করিস্!—

বি। ঠাকুর! তুমি ভয় প্রদর্শন কারে করাও! আমি কি তোমার ভয়ে ভীত হই?—আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করতো এইবেলা আস্তে আস্তে গৃহে প্রতিগমন কর।

শ। বিশালাক্ষ! আমি ত্রিদেব কর্তৃক অনুমতি পাইয়াছি শিব-পুত্র গণেশকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিব। তুমি কেন ইহাতে প্রতিবন্ধক হও?

বি। আমার প্রতিবন্ধক হইবার তো কোনও আবশ্যক নাই, তবে আমার কর্ত্তব্য যাহা তা অবশ্যই করিব---মায়ের আজ্ঞা ব্যতীত আমি কোনও দেবতাকে দ্বার প্রবেশ করিতে দিতে পারিনা। যদ্যপি তুমি একান্তই যাইতে ইচ্ছা কর, তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর; আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, যদি বলেন, তবে অবশ্যই তোমাকে দ্বার-মুক্ত করিয়া দিব।

শ। আচ্ছা ভাই তাই কর: মা দুর্গাকে সংবাদ দেও!

(বিশালাক্ষের প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

অন্তঃপুর—পার্ব্বতী আসীনা।

(বিশালাক্ষের প্রবেশ।)

বিশালাক্ষ। (বিনয় নম্র বচনে) মা-দয়াময়ি! শনৈশ্চর দ্বারে উপস্থিত। অনুমতি হইলে খোকাকে দর্শন করিতে আইসেন। কি আজ্ঞা হয়?

পা। আচ্ছা বৎস! পাঠাইয়া দেও।

বি। (প্রত্যাগমনানন্তর) গ্রহরাজ! এখন গমন করুন! মায়ের অনুমতি হইয়াছে। (শনির প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় দ্বার।

নন্দী।

(শনির প্রবেশ।)

নন্দী। ঠাকুর! কোথায় যাবেন!—আমাকে না বলিয়াই যে মদগর্ব্বে চলিয়াছেন! আপনার নাম?—

শনি। আমি শনৈশ্চর দেবতা—শিব-দুর্গার অনুমতি হইয়াছে, তাঁহাদিগের নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।

ন। ঠাকুর! আমার উপর তাঁদের কোন অনুমতি নাই—অতএব আমি আপনাকে যেতে দিতে পারিনা। ফিরে যান, তাঁহাদিগের অনুমতি পত্র লইয়া আসুন।

শ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের লোক কি উচ্চ, কি নীচ, কি মহৎ, কি সামান্য সকলেই যদৃচ্ছাক্রমে গমনাগমন করিতেছেন—তবে আমি কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমার প্রতিই ঈদৃশ দৃঢ় নিয়ম!

ন। যিনি যেমন তাঁর কাছেই তেম্‌নি—দেবতা বিশেষেই নৈবেদ্যর তারতম্য এতো সকলেই জানেন ঠাকুর!—

শ। কেন, আমি কি?—কার কি অনিষ্ট-সাধন করিয়াছি বল?

ন। না, এমন কিছুই নয়!—কেবল আগমনে ভিটের মাটিটুকুও থাকেনা। এইমাত্র—

শ। সে যাই হউক, এখন তুমি দ্বার ছেড়ে দিবে কি না?

ন। তবে এইখানে দাঁড়াও ঠাকুর! আমি বিশালাক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি—যদ্যপি মায়ের অনুমতি হইয়া থাকে, তা হইলে অবশ্যই দিব।

শ। আচ্ছা ভাই, সেই কথাই ভাল।

(নন্দীর প্রস্থান ও বিশালাক্ষকে জিজ্ঞাসা।)

ন। ভাই বিশালাক্ষ! শনিকে অন্তঃপুরে গমন করিতে দিতে কি মায়ের অনুমতি হইয়াছিল?

বি। হাঁ-ভাই! মা অনুমতি দিয়াছেন বটে,—কিন্তু ভাই! আমার অন্তঃকরণে বড়ই অশুভ গাইতেছে।—কেন তা বলিতে পারিনা।

ন। ভাই! আমিও তো ঐ জন্যে দ্বার ছাড়ি নাই!—তবে, মায়ের অনুমতি হইয়াছে শুনিয়া তোমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।

(নন্দীর পুনঃ প্রবেশ।)

ন। (শনির প্রতি) গ্রহেশ্বর! মায়ের অনুমতি হইয়াছে বটে, আপনি যান! কিন্তু শীঘ্রই আসিবেন।

(প্রস্থান।)

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:o:—

অন্তঃপুর।

(রত্নসিংহাসনোপরি শিশুক্রোড়ে পার্ব্বতী উপবিষ্টা, বিজয়া কর্ত্তৃক চামর ব্যজন, জয়া কর্ত্তৃক তাম্বুল দান, অপর সখীগণ ও পুরবাসিনীগণ পার্শ্ববর্ত্তিনী।)

(সম্মুখে অপ্সরীদিগের নৃত্য।)

(শনির প্রবেশ।)

শনি। (সভক্তি প্রণামানন্তর) মা জগদম্বে! মাগো! আজ আমার কি শুভ দিন!—বহু দিনের পরে আজ শ্রীপাদ-পদ্মের আশ্রয় পাইলাম।

পা। কেও!—শনৈশ্চর! এসো, এসো, এসো বৎস! ভাল আছতো?—বাছা তোমার চক্ষে বস্ত্রাচ্ছাদন কেন? কোন পীড়া হইয়াছে কি?

শনি। না মা! কোন পীড়া হয় নাই। আমার নিতান্ত দুর-দৃষ্ট প্রযুক্তই বস্ত্রাবৃত হইয়াছি মা!—সে কথা কাহাকেও বলিবার উপযুক্ত নয়। এই আপনি কত যাগযজ্ঞ ব্রতাদি করিয়া, ও কত তপজপাদিতে আপনার শরীরকে পতন করিয়া, পুত্ররূপ অমূল্য রত্নটিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন;—জগত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকই দর্শনার্থে আসিতেছেন, তাঁহারা আপনাপন নয়ন-পুত্তলির চরিতার্থতা লাভ করিতেছেন। মাগো! এদুর্ভাগার অদৃষ্টে কি তা আছে?

পা। কেন বৎস! তুমিও কেন মনের সাধ মিটাইয়া দর্শন করনা?

শনি। জননি! এ দুর্ভাগ্যে যে তা নাই। যদি তাই থাকিবে, তা হইলে আর দুনয়নে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া আসি মা!—আমার আবৃত নয়নে আসিবার কারণই এই।—

পা। সে কি কথা গ্রহেশ্বর?—আমিত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেন তুমি আমার পুত্রের মুখ দেখিবে না?

শনি। জননি! আমি যদ্যপি আপনার নন্দনকে দর্শন করি, তা হইলে এইক্ষণেই শিশুর স্কন্ধে মস্তক থাকিবে না। মাগো! আমি সেই ভয়েই ঈদৃশ ভীত হইতেছি।—দূর হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াই চলে যাইব।

পা। সেকি বৎস! এওকি কখন হয়—দেবতা দেবতাকে, কি মনুষ্য মনুষ্যকে দর্শন করিলে তাহার মস্তক ছিন্ন হয়!—এ নিতান্ত অসম্ভব। শুনিবার যোগ্য নয় বৎস!—

শ। মা! আমি অযথার্থ বলিনাই। সতীর শাপ অব্যর্থ—

পা। সতীর শাপ!—কে অভিসম্পাত করিয়াছে গ্রহরাজ? আর কি গুরুতর দোষেই বা ঈদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত উচ্চারিত করিয়াছিল বিস্তারিত পূর্ব্বক বলিতে পারো?

শ। মা গো! দুঃখের কথা বলিব কি? লোকে শুভাশুভ কর্ম্ম করে, কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হয়। মা! আমার শুভ কর্ম্মে অশুভ ফল ফলে। তবু মা! বিনাদোষে কখনো কাহাকেও মর্ম্মপীড়া দিই নাই। জননি! কর্ম্ম ফলে লোকে বিষ্ণু-লোক, প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়— আমার—কর্ম্ম-ফলের কথা মাগো! অবক্তব্য। আবার না বলিলেও পাছে আপনি কোপান্বিতা হন, সেও মন্দ।

পা। বৎস শনি! এমন কি অকর্ম্ম করিয়াছিলে যে সে কথা অবক্তব্য?

শ। মা! অকর্ম্মত কিছুই করি নাই! সৎকর্ম্মই করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা যে আমার অদৃষ্টে ভাল করিতে মন্দ ঘটাইয়া রাখিয়াছেন তাহা কি আমি জানিতাম—জননি! একদা হরিপদ-ধ্যানেতে আমার চিত্ত অভিনিবিষ্ট ছিল। সেই সময় আমার গৃহিণী স্নাতা হইয়া আসিয়া কিছু প্রার্থনা করিল। শিবে! আমি তখন ধ্যানভঙ্গ আশঙ্কায় তাহার সহিত কোন কথা কহিতে, কি দৃষ্টিপাত করিতে, প্রবৃত্ত হই নাই। বনিতা সেই অভিমানে আমাকে এই অভিসম্পাত করিল যে " তুমি যেমন আমাকে ঋতু-স্নাতাবস্থায় অনাদর করিলে, একবার দৃষ্টিপাত ও করিলে না তেম্‌নি আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করি যে, তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে তার মস্তক তৎক্ষণাৎ-ছিন্ন হইয়া পড়িবে।" মাতঃ! আমার স্ত্রী চিত্ররথের দুহিতা। ধর্ম্মিষ্ঠা, ইষ্ট-নিষ্ঠা, সাধ্বী সতী। তার মুখ হইতে যে ঈদৃশ নির্ঘাদ্বচন নিঃসৃত হইল; ইহা অতীব বিস্ময়-কর বোধ হওয়াতে আমি মনে মনে নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম! বনিতা তে অভিসম্পাত করিয়া সস্থানে প্রস্থান করিলেন—কিয়ৎক্ষন পরে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তাহার সমীপে গমনানন্তর তাহাকে বিবিধ প্রকারে তুষিলাম—কিন্তু জননি! সে কোন ক্রমেই শাপান্ত করিল না। জগন্মাত! তখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে ভৎর্সনা স্বরূপ কহিলাম অয়ি! পাপিয়সি! লঘুপাপে গুরু দণ্ড!—মাকাল পূজায়, মানুষ বলি!—পাপিষ্ঠি! তুই আমারে শাপ দিবি তাই দে; পরের মাথা কেন খেলি?—হতভাগিনী তোর ইহকালও নাই পরকালও নাই!—জননি! আনি এই জন্যে চক্ষে বস্ত্রাবরণ করিয়া নম্র বদনেই আছি—আপনার পুত্রকে আর দর্শন করিব না। দূর হইতেই

আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব। আমি নিরীক্ষণ করিলে শিশুর মস্তক নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইবে।

(শনির কথা শুনিয়া পার্ব্বতী আদি তত্রত্য যাবতীয়া
নারীগণের হ! হ! শব্দে হাস্যধ্বনি।)

পার্ব্বতী। (উপহাস পূর্ব্বক) গ্রহেশ্বর! তুমি এই জন্যে আমার পুত্রের মুখাবলোকন করিবে না!—তোমার সহধর্ম্মিণীর শাপে!—অঃ হো!—এই কথা বইত নয়! তুমি শ্রীহরি স্মরণ করিয়া নিরীক্ষণ কর! তিনি বিপদ নাশন, কলুষনাশন ও বিঘ্ন-বিনাশন; তাঁহাকে স্মরণ কর!—সর্ব্ববিঘ্ন তিনিই নাশ করিবেন। বৎস! তোমার কোন চিন্তা নাই, সচ্ছন্দে দর্শন কর!

শনি। মা জগদম্বে! আমায় এ উপরোধ করিবেন না। আমি নিশ্চয় জানি মা! চক্ষের বসন খুলিবার মাত্রেই শিশুর পক্ষে অমঙ্গল।

কাল্লাংড়া—একতালা। ২৮।

মিনতি করিগো মা! ও কথাটি বলো না।
আমার দর্শনে শিশুর মঙ্গল হবে না॥
আমার এই পাপ নয়নে; যদি দেখি শিশুধনে;
হইবে প্রলয় এক্ষণে; মাথাটি থাক্‌বে না॥
আগে হ'তে সুসাবধানে; আঁখি ঢেকেছি বসনে;
অনুরোধ মা! এ কারণে; করোনা করোনা॥

পার্ব্বতী। বৎস শনে! তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে খোকাকে দর্শন কর, কোন চিন্তা নাই। তুমি যেমন পাগোল তাই স্ত্রীর কথায়

বিশ্বাস কর! তোমার বনিতা নিতান্ত স্বার্থপরতার বশীভূতা, তাই এমন কথা উল্লেখ করিয়াছিল। তা না হইলে স্বামীর ধ্যানস্থ সময়ে কে কোথায় ঈদৃশ অভিলাষ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তা হয়? ছি! ছি!! ছি!!! একটু লজ্জাও হইল না।

শনি। মা জগদম্বে! আপনি বলিতেছেন সত্য, তথাচ ভয় হয় মা! যেহেতু সতী-বাক্যের প্রভাব ও গৌরব সেই জগৎপতি জগদীশ্বরই তো রাখেন—জননি! আমার বনিতা স্বার্থপরায়ণা বটে, কিন্তু তা হইলে কি হয় মা? তাহার সতীত্ব ধর্ম্মের প্রভাব—প্রাখর্য্য জগদ্বিখ্যাত। অতএব তার অভিসম্পাত অখণ্ডনীয় মা!—

পা। তা হউক, তাব'লে বাছা তুমি আমার পুত্রের মুখাবলোকন করিবে না?—তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে দেখো কোনও চিন্তা নাই। সে কি কথা! দেবতা দেবতাকে দেখিবে না?—কি আশ্চর্য্য!

শনি। (স্বগতঃ) আমার হইল উভয় সঙ্কট। যদ্যপি শিশুকে না দেখি, তবে নিশ্চয়ই দেবী অভিসম্পাত করিবেন। আর যদ্যপি দেখি তা হইলেই ত বিষম বিপদ। এখন কি করি?—উপায় কি?—আমার এ স্থানে আসাই অনুচিত হইয়াছে—যাহা হইয়াছে তাহার তো কথাই নাই, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?—ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শিশুকে নিরীক্ষণ করি! এ ভিন্ন তো আর উপায় নাই। পশ্চাৎ অদৃষ্টে যা থাকে তাই হইবে।

বিভাস—আড়খেম্‌টা। ২৯।

অপরাধ ক্ষমা কর দোহাই রাধানাথ।

অনুভবে বুঝি হবে আমার সম্মুখ বিপদ॥

দেখলে আমার খর চক্ষে;
লোকের নাহি মাথা থাকে;
এসেছি তাই নয়ন ঢেকে জানিয়ে ব্যাঘাত।
মিনতি করিলাম যত; মা ভাবিলেন বিপরীত;
আমি ইথে নই দূষিত মায়ের ইচ্ছামত ॥

শনি। (করযোড়ে) ধর্ম্মরাজ! তুমি সাক্ষী—আমি নগেন্দ্র-নন্দিণী পার্ব্বতীর পুত্র দর্শনে বিরত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেও, তৎকর্ত্তৃক বিশেষ অনুরুদ্ধ হইতেছি। অতএব, হে ধর্ম্ম! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। (পার্ব্বতী সমক্ষে) মা দুর্গে! তবে আমার কোন দোষ নাই মা! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে শিশুকে দর্শন করি!—

(এই কথা বলিয়া ঈশৎ বক্রদৃষ্টি—দৃষ্টি মাত্রেই গণেশের মস্তক ছিন্ন হইয়া গোলোকে উপনীত।)

পার্ব্বতী। (শিরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ওমা! আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো!!! শনি যা বল্লে তাই হলো!—হায়! হায়!! হায়!!! আমার বড় দুঃখের ধন যে গা!—কেন আমার এমন কুবুদ্ধি ঘটিল!—শনি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিল! আমি আপনার বুদ্ধিতেই আপনি মারা গেলাম। গণেশকে জন্মের মতন হারাইলাম!—(উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—oo—

গোলোক ধাম।

(রত্ন সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ বিরাজমান)।

(কক্ষ্যে গরুড়।)

(অনতিদূরে পুষ্পভদ্রা নদীতীরস্থ নিবীড় বন এবং শ্বেত হস্তী শয়ন।)

শ্রীকৃষ্ণ। (বিস্মিতস্বরে) খগরাজ! শীঘ্র প্রস্তুত হও! শীঘ্র প্রস্তুত হও!!—শীঘ্র চল!—শনির দৃষ্টিতে শিব-তনয় গণেশের মস্তক ছিন্ন হইয়া গোলোকে আসিয়াছে। অতি শীঘ্র চল! গণেশকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে—চল পুষ্পভদ্রা নদীর তীরাভিমুখে চল!—(খগ-পৃষ্ঠে আরোহণ ও প্রস্থান।)

গরুড়। (ক্ষণকাল পরে) প্রভো! এইতো পুষ্পভদ্রা নদীতীরে উপনীত হইয়াছি। এখানে ত নিবীড় বন।

কৃষ্ণ। খগরাজ! ঐ দেখ! বন মধ্যে উত্তর শিয়রে যে, শ্বেত হস্তীটি শয়নে আছে, ঐ স্থানে লয়ে চল!

গরুড়। (গমনানন্তর) প্রভো! অবতরণ করুন! হস্তী সমীপেই আসিয়াছি।

কৃষ্ণ। আচ্ছা বৎস!

(সুদর্শন-চক্রে হস্তীর মস্তক ছেদন, এবং খগপৃষ্ঠে আনয়ন।)

(প্রস্থান।)

——:00:——

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাসপুরী অন্তঃপুর।

(মূর্চ্ছাপন্না পার্ব্বতী ভূমে পতিতা, ছিন্নমস্তক রুধিরাক্ত শিশুর দেহ বক্ষোপরি আরোপিত।)

(নিকটবর্ত্তিনী রাজ মোহিষী মেনকা, জয়া, বিজয়া, ও অপর নারীগণ কপোল-দেশে হস্ত সংলগ্ন পূর্ব্বক রোদিতা।)

কক্ষ্যে শিব, বিষ্ণু ব্রহ্মা ইত্যাদি যাবতীয় দেবগণ শোকে অভিভূত।

(গরুড়াসনে গজবক্ত্র লইয়া গোলোকনাথ কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।)

কৃষ্ণ। দেবি! মহেশ্বরি! শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন! শীঘ্র আপনার পুত্রকে আমার ক্রোড়ে দিন!—শীঘ্র লইয়া আসুন! শীঘ্র

লইয়া আসুন !! বিলম্বের আর সময় নাই—শীঘ্র দিন ! শীঘ্র দিন !—(এই বলিয়া পার্ব্বতীর অঙ্ক হইতে গণেশকে লইয়া তাঁহার স্কন্ধে গজ-শির সংস্থাপন ও জীবন দান)—(পার্ব্বতীর প্রতি) শিবে !—এই লউন আপনার পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইলেন !—এখন ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করান। দেবি ! আপনার পুত্রের গজ বক্ত্র হইল বলিয়া অন্তঃকরণে কিছু দুঃখ করিবেন না। আপনিত সকলই জানেন যে, ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকলেই স্বকার্য্যের ফলভোগী। যদ্যপি কোটি কল্প অতীত হয়, হে জ্ঞানরূপে ! তথাপি ভোগ বিনা কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। জগদম্বে ! কর্ম্মফলেই প্রাণী সমূহ, কেউ ইন্দ্র, কেউ কীট, কেউ পক্ষী কেউ সর্প, কেউ দেব, কেউ দানব, কেউ রাজা, কেউ প্রজা ; এইরূপে নানাবিধ জীব জন্মে। দেখো ! কর্ম্মফলে কোন সময় মক্ষিকাও হস্তীকে এবং মশকও সিংহকে পরাভব করিতে পারে। দেবি ! সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, পাপ, পুণ্য ভোগাভোগ সকলই কর্ম্মফল।—শঙ্করি ! আপনার পুত্রের যে, গজানন হইল ; এও জানিবেন যে জন্মান্তঃরীন কর্ম্মফল। অতএব ইহাতে কারও দোষ নাই।

পার্ব্বতী। হে জগত্তাত ! আপনি করুণাময়, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম সনাতন। আমার যদ্রূপ কষ্ট সাধ্যের পুত্র তা তো আপনার অবিদিত কিছুই নাই—আপনিই তো ইহার মূল কারণ। আজ দেখুন শনি ইহার শেষ করিয়াছিল—সর্ব্বনাশ করিয়াছিল,—আমার কোল শূন্য করিয়াছিল। প্রভো !—আপনি অন্তর্যামী, কৃপাময়, এবং সর্ব্ব চিন্তাময়। আপনার অব্যক্তনীয় ভক্ত-বৎসলতার মহিমা প্রভাবে এই কিঙ্করীর অন্তর জানিয়া যদ্যপি এই পুত্রকে পুনর্জ্জীবন প্রদান না করিতেন, তা হইলে কি অধিনীকে এতক্ষণ দেখিতে পাইতেন ?—(শনির. প্রতি সক্রোধ স্বরে) সূর্য্যনন্দন ; তুমি আমার

পুত্রকে যেমন মস্তকহীন করিয়াছিলে, আমিও সেই কারণে তোমায় অভিসম্পাত করি—তুমি সর্ব্বাঙ্গ হীন হও।

(কশ্যপ, সূর্য্য ও যমের প্রবেশ।)

কশ্যপ। দেবি! এ অতি অবিচার! আপনিই আজ্ঞা দিলেন বারম্বার অনুরোধ করিলেন। শনি আপনাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিলেও আপনি কোনমতেই শুনিলেন না—সতীর শাপ উপহাস করিয়া অগ্রাহ্য করিলেন; এবং শিশু দর্শনে শনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে পর' আপনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। তখন শনি উভয় সঙ্কট ভাবিয়া, উপায়ান্তর না পাইয়া,—পরিশেষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শিশুকে নিরীক্ষণ করিলেন। ইহাতে আমার পৌত্রের কি দোষ?—আপনি বিনা দোষে শাপ দ্যান, এই কি বিচার সঙ্গত?—দেবি! সুরেশ্বরী! আপনি আদ্যাশক্তি;—শক্তি রূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠাত্রী। আপনার কাছে কি এই বিচার মা?—

সূর্য্য। মাতঃ! আপনিই আজ্ঞা দিয়া দৃষ্টি করালেন, আবার আপনিই ক্রুদ্ধা হইয়া অভিশাপ দিলেন। শনিরতো কোন দোষ নাই—শনি আপনিই সতর্ক হইয়া নয়ন যুগলে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া আসিয়াছিল। বিপদের কথা পূর্ব্বেই আপনাকে অবগত করিয়াছিল। আপনি সে কথা অবজ্ঞা করিয়া শিশুকে দর্শন করিতে বারম্বার উপরোধ করিলেন। আবার মা অভিশাপ!—ঈশ্বরি! ইহাতে যে আপনার দয়াময়ী নামের মাহাত্ম্য একেবারে ডুবিয়া যাইবে মা!—

বিভাস—আড়খেমটা। ৩০।

কি হেতু শাপ দিলে ওমা! গণেশ জননি!
তোমায় বলেছিল পুনঃ পুনঃ আপনি শনি॥

শনৈশ্চরের নাই কোন দোষ;
ত্যজ গো মা আপন রোষ;
সাধ ক'রে মা আপনার বিপদ আনিলেন আপনি।
ভবিতব্য যাহা থাকে; অবশ্যই তা হয়ে থাকে;
আপনাকে কি বুঝাইব জানেন আপনি॥

ব্রহ্মা। (কশ্যপাদির প্রতি) তোমরা সকলে ক্ষান্ত হও, অনুতাপ ত্যাগ কর। আমি পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়া শনিকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া আনি! (পার্ব্বতীর প্রতি) দেবি শঙ্করি! এই শনৈশ্চরকে আপনার সমক্ষে আনিয়াছি—কশ্যপ, সূর্য্য ও যম তো উপস্থিতই আছেন। আপনার সন্নিধানে আমার প্রার্থনা এই যে, ইহাঁরা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সভক্তি স্তব করিতেছেন—আপনি শনিকে বিনাপরাধে অভিসম্পাত করিয়াছেন সে ত উচিত হয়নাই—শনি বারম্বার আপনাকে বলিয়াছিল, বসনের দ্বারা চক্ষু দুটিও আবৃত করিয়াছিল; আবার আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও করিয়াছিল। আপনি সেকথা কোন ক্রমেই শুনিলেন না, বারম্বার শিশু-দর্শনার্থে অনুমতি করিলেন—তখন আর শনি কি করেন! কাজে কাজেই তাঁহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শিশু দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অতএব জগৎমাতঃ! শনির কোন দোষ নাই। এক্ষণে আমার অনুরোধে, আর এই দেবতাদিগের স্তবে, আপনি সুপ্রসন্না হইয়া শনিকে অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করুন।—

পার্ব্বতী। প্রভো! চতুর্ম্মুখ! এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সমস্ত লোকই অনুগ্রহ ও আনন্দের সহিত আমার পুত্র দর্শনার্থে সমাগত হইতেছেন সকলকেই আমি আহ্লাদের সহিত দেখাইতেছি

দর্শনান্তে সকলেই আনন্দোৎসব করিতেছেন, আমিও তাহাতে পরমাহ্লাদিত হইতেছি—পদ্মাসন! শনি যখন নিশ্চয়ই জানিতেন যে আমার দৃষ্টিতে লোকের মস্তক থাকিবে না, আর তজ্জন্য যখন ইনি নয়নে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া আসিয়াছেন—তখন ইহাঁর আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? বিভো! যাঁর নয়ন অব্যবহার্য্য, তাঁহাকে একপ্রকার অন্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবেইত, যিনি অন্ধ তাঁর আবার শিশু-দর্শনেচ্ছা কি?—যদি বলেন ইহাঁর দর্শনেচ্ছা ছিল না। হাঁ! আমি একথা মানি সত্য—কিন্তু আপনি এই বিচার করুন, যে, যাঁহার প্রতি এতাদৃশ অভিসম্পাত থাকে যে, তিনি যাহাকে দর্শন করিবেন তাহার মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িবে—সে ব্যক্তির গৃহের বাহির হওয়াই তো অনুচিত। শনি সচ্ছন্দে গৃহের বাহির হইয়া, শিশু-দর্শন করিব বলিয়া, সভা-স্থলে সর্ব্বদেব সমীপে বিদায় লইয়া অন্তঃপুর-প্রবিষ্ট হইলেন। তখন আমি কেমন করেই বা দর্শন না করাই—বস্তুতঃ শনির আগমনই নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। আপনি বিবেচনা করুন—যে স্থলে নিষিদ্ধ দর্শন, সে স্থলে নিষিদ্ধ আগমনই বিধি সঙ্গত বলিতে হইবে। চতুরানন যাহাই হউক, যখন আপনি আসিয়াছেন, আর এজন্য অনুরোধ করিতেছেন তখন আমি আপনার অনুরোধে শনিকে অবশ্যই শাপ-মুক্ত করিব। (শনির প্রতি) গ্রহেশ্বর! আমি তোমাকে অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিলাম্। আজ হইতে আমার বরে তোমার শরীর নির্ব্বিঘ্ন হইবে। তুমি হরিভক্ত, মহা যোগী, হরিপ্রিয়, ও চিরজীবী হইবে।—এই আমি তোমাকে অভিসম্পাত হইতে বিমুক্ত করিলাম। কিন্তু, বৎস! আমার বাক্য রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ খঞ্জ হইবে। সেও জানিবে যে জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল মাত্র।

(শনি কর্ত্তৃক স্তব।)

ললিত—আড়াঠেকা। ৩১।

স্থপ্রসন্না হও গো দেবি ! প্রসন্নময়ী মা উমা।
অপরাধী হ'য়ে থাকি নিজগুণে কর ক্ষমা॥
নমস্তে বিশ্বরূপিনি ! বিশ্বনাথ মনোমোহিনি !
সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী; বিশ্বেশ্বর জননী গো মা !
সর্ব্বদেবের ঈশ্বরী; সর্ব্বজন প্রসবিত্রী;
সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠাত্রী; প্রকৃতি পরমা॥

শনি। দেবি জগন্মাতঃ! এখন সুপ্রসন্না হউন! অনুমতি করুন! যেন ভবদীয় পাদপদ্মে এ অধীনের চিরভক্তি ও মতি বর্দ্ধমূল হয়।—জননি! তবে এক্ষণে বিদায় হই। শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম!

পা। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি মনস্কাম সিদ্ধ হউক।

(শনির প্রস্থান ও সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

——:00:——

অন্তঃপুর—প্রকোষ্ঠ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি আসীন।

(গণেশ-জননী দুর্গার প্রবেশ।)

দুর্গা। (ব্রহ্মার প্রতি ম্লান বদনে ও গদগদস্বরে) ভগবন্ কমলাসন!—আপনার সন্নিধানে আমার বক্তব্য এই যে, জগত্রয়ের মধ্যে সুরাসুর, জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, জীব, জন্তু ইত্যাদি অদৃশ্য বা পরিদৃশ্যমান ভবদীয় সৃষ্টি-চয় মাত্রেই কারণীভূত। কারণ ভিন্ন কোন পদার্থেরই উৎপত্তি, স্থিতি, বা নিবৃত্তি নাই। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল প্রাক্তন, প্রাক্তনের ফল ভোগ। অতএব নিবেদন এই, যে, কোন কার্য্য সূত্রে বা কোন কারণসাধনার্থে আমার পুত্রের গজ-বক্ত্র হইল?—আমি কি অপরাধ করিয়াছি, বিস্তৃত পূর্ব্বক বলুন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে। হে চতুরানন! আপনি সর্ব্ব নিয়ামক সর্ব্বস্রষ্টা; অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত কহিয়া আমার চিত্তোৎকণ্ঠা দূর করুন।

ব্রহ্মা। (সহাস্যবদনে) শঙ্করি!—ইহাতে অপরাধ কারো নাই। আপনার পুত্রের সুকৃতি যোগেই গজ-মস্তক হইয়াছে

আপনি ইহাকে সাধারণ গজ-মস্তক বিবেচনা করিবেন না!—এ মস্তক দেব-নিচয়ের অতি দুর্লভ।

দুর্গা। (বিকশিত কমলাস্যে) ভগবন্! যদ্যপি এরূপ হয়, তবে তদ্বৃত্তান্ত বিস্তারিতপূর্ব্বক শুনাইয়া আমাকে স্থিরচিত্তা করুন।

ব্রহ্মা। হরজায়ে! তবে শ্রবণ করুন! এই মস্তক যাঁর স্কন্ধে সংস্থাপিত থাকে, তিনি অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী ও সর্ব্বত্র জয়ী হন। সর্ব্ববিঘ্ন নাশ করেন,—সর্ব্বস্থানে মান ও সর্ব্বাগ্রে পূজা প্রাপ্ত হন;—আর লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে সর্ব্বকাল অচলা হইয়া বাস করেন। ভগবান্ হরিঃ এই সুদুর্লভ মস্তকের সুযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়াই তব পুত্রের স্কন্ধে সন্নিবেসিত করিয়াছেন। দেবি! তন্নিমিত্তই আপনার পুত্রের সর্ব্বাগ্রে পূজা এবং বিঘ্ন-বিনাশন বলিয়া একটি নাম হইল।

দুর্গা। হে ভগবন্! এই গজ-মস্তক যে, ঈদৃশ প্রভাবান্বিত হইল,—ইহার কারণ কি?

ব্রহ্মা। দেবি! বিষ্ণুদত্ত পারিজাত কুসুমের দ্বারা এই মস্তক বিভূষিত হইয়াছিল—সেই ইহার একমাত্র কারণ।

দুর্গা। বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর প্রসাদী পারিজাত-পুষ্প পরম দুর্লভ রত্ন;—ঈদৃশ রত্নের দ্বারা গজ-মস্তককে বিভূষিত কে করিয়াছিল?

ব্রহ্মা। দেবরাজ—আর কে?

দুর্গা। দেবরাজ আপনি না রাখিয়া গজ-শিরকে ভূষিত করিলেন কেন?

ব্রহ্মা। অহঙ্কারে।

দুর্গা। দেবরাজ সে পারিজাত কোথায় পাইয়াছিল? ভগবান্ বিষ্ণু কি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন?

ব্রহ্মা। দেবি! ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে প্রদান করেন নাই

তিনি দুর্ব্বাসা মুনিকে নির্ম্মাল্য স্বরূপ দিয়াছিলেন; মুনিবর তদ্দ্বারা দেবরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

দুর্গা। প্রথমতঃ বিষ্ণুর প্রসাদিত, দ্বিতীয়তঃ মুনির আশীর্ব্বাদী, তৃতীয়ে পুষ্পশ্রেষ্ঠ পারিজাত;—এমন ধন প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজ, হস্তীর ভূষণ করিলেন?—কি অহঙ্কার!—

ব্রহ্মা। সুদ্ধ অহঙ্কার হইলেও তো ভাল ছিল। আরো যে কত কত দোষে দোষী হইয়াছিলেন,—সে কথা অবক্তব্য। যে জন্য দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।

দুর্গা। দুর্ব্বাসা মুনি কি দেবরাজের প্রতি ঈদৃশ কোপান্বিত হইয়াছিলেন,—যে তাঁহাকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট করিয়াছিলেন?

ব্রহ্মা। তা না হইলে ঈদৃশ অভিসম্পাত কেনই বা করিবেন

দুর্গা। তিনি আর কোন্ কোন্ দোষে ঈদৃশ কোপান্বিত হইয়াছিলেন?

ব্রহ্মা। দোষ বিস্তর!

দুর্গা। দেবরাজ কি কি দোষ করিয়াছিলেন আমি কি তাহ শুনিতে পাইনা?—

ব্রহ্মা। পাবেন না কেন?—তবে শুনুন! এক দিবস শিষ্য-বৃন্দে পরিবৃত হইয়া, দুর্ব্বাসা বিষ্ণুর প্রদত্ত উল্লেখিত নির্ম্মাল্য পারি-জাত লইয়া কৈলাসাভিমুখে আসিতেছিলেন—পথিমধ্যে পুষ্পভদ্রা নদী-তীরে মদনাশক্ত দেবরাজকে স্বর্গণিকা রম্ভার সহিত নানা রঙ্গে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—দেবরাজ তখন মুনিকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সলজ্জ-বদনে একটি প্রণাম করিলে,—মুনিবর তাঁহার হস্তস্থিত ঐ নির্ম্মাল্য পারিজাত পুষ্প আশীর্ব্বাদী স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বিলাস-মত্ত অনঙ্গাতুর

দেবরাজ, সেই সুদুর্লভ পারিজাত প্রাপ্তে তদধিক ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া হস্তীর মস্তকে রাখিয়া, মুনি-সমক্ষেই পুনর্ব্বার রম্ভা সহ ক্রীড়া-কলাপে প্রমত্ত হইলেন—এরবাড়া আর অপরাধের কার্য্য কি আছে?

দুর্গা। অঃ হো! ইহাত নিতান্ত অহঙ্কারের ও লম্পটের কার্য্য!—প্রথমতঃ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য পারিজাতের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ মুনিকে অবজ্ঞা করা, ইহাতে কার না ক্রোধ হয়?—তাতে আবার ইনি দুর্ব্বাসা মুনি! যিনি স্বভাবতই কোপন।

ব্রহ্মা। দেবি! দুর্ব্বাসা তখন দেবরাজকে ভস্ম করিতে পারিতেন কিন্তু তা না করিয়া অনুগ্রহের সহিত কহিলেন—পামর! তুই আমার সমক্ষে এই কুৎসিত কার্য্যে মত্ত হইয়া বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য পারিজাত-কুসুম,—যার স্থায়িত্বে লোকে অমর,—অদ্বিতীয় পরাক্রমী,—সর্ব্ব জয়ী,—সর্ব্বত্রমান্য,—সর্ব্বাগ্রে পূজ্য,—ও সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক হয়;—আর লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরকাল অচলা হইয়া থাকেন,—এমন ধন তুমি অহঙ্কারের সহিত অশ্রদ্ধা করিয়া স্বমস্তকে না রাখিয়া হাতীর মাথায় দিলে!—দেখ? এই পাপে তুমি আজ্ হইতে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইবে; আর ঐ পারিজাতের সমস্ত গুণ ঐ বিভূষিত গজ-শিরে পরিবর্ত্তিত হইবে। অতএব মহামায়ে! আপনার পুত্রের সমান ভাগ্যবান, আর কে আছেন?—সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সকলি জানেন—তিনি তন্নিবন্ধন পুষ্পভদ্রা নদীতীর-শায়ি সেই শ্বেতহস্তীর অতি দুর্লভ মস্তক আনিয়া গণপতি স্কন্ধে সংযোজিত করিলেন।

দুর্গা। (হর্ষ বিকসিত বদনে) ভগবন্! এই পীযূষময়ী আখ্যায়িকা শ্রবণানন্তর আমি নিরতিশয় আহ্লাদিত ও প্রীত হইলাম; আপনাপনি যারপরনাই পরম ভাগ্যবতী অনুভব করিলাম এক্ষণে ভবদীয় আশীর্ব্বাদে পুত্রটি চিরায়ু হইলেই বাঁচি।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর বিশ্রাম-ভবন।

গণেশ-জননী দুর্গা, শিবসহ গণেশকে ক্রোড়ে লইয়া রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্টা।

দুই পার্শ্বে জয়া বিজয়া কর্ত্তৃক চামর ব্যজন।

(পুনর্জ্জীবিত গণেশকে দর্শনার্থে সর্ব্ব দেব-দেবীগণের, ঋষি-মুনিগণের ও জানপদী নর-নারীগণের প্রবেশ, উপহার প্রদান, এবং আনন্দকর সংগীত।)

ভগবান্ হরিঃ। দেবি! মহামায়ে আমি আপনার পুত্রকে এই বনমালা ও মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান উপহার দিলাম— আর বিঘ্নেশ, গণেশ, হেরম্ব, গজানন, খর্ব্বতনু, লম্বোদর, স্থূর্পকর্ণ ও বিনায়ক এই আটটি নাম রাখিলাম।

ব্রহ্মা। শিবানি! আমি আপনার পুত্রকে আমার এই সর্ব্বস্ব ধন কমণ্ডলু উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম।

শিব। প্রিয়তমে! আমি গণেশকে সুদুর্লভ জ্ঞান ও যোগপট্ট প্রদান করিলাম।

ইন্দ্র। মাতঃ! আমি আপনার পুত্রকে রত্নসিংহাসন উপহার দিলাম।

সূর্য্য। জননি! আমি আপনার পুত্রকে মণিকুণ্ডল প্রদান করিলাম।

চন্দ্র। জগন্মাতঃ! আমি আপনার পুত্রকে মাণিক্যমালা উপহার দিলাম।

কুবের। বিশ্বজননি! আমি আপনার পুত্রকে এই মণিময় কিরীট প্রদান করিলাম।

লক্ষ্মী। হরপ্রিয়ে! আমি আপনার পুত্রকে এই ক্ষীরোদসম্ভূত হিরণ্ময়বলয়, মঞ্জীর ও কেউরে বিভূষিত করিলাম।

স্বরস্বতী। ভবজায়ে! আমি আপনার পুত্রকে এই সমোজ্জ্বল মণিময় হার ও সর্ব্ববিদ্যায় বিভূষিত করিলাম।

বসুন্ধরা। শিবপ্রিয়ে! আমি আপনার পুত্রকে দিতে কোথায় কি পাইব?—আমার এই অন্তর বাসী মুষিকটি আছে এইটি বাহনার্থে প্রদান করিলাম।

জানপদী নরনারী কর্ত্তৃক মধুর সংগীত।

ললিত—আড়াঠেকা।

কি হেরিলাম অপরূপ রূপ ভুবন মোহন।
শিবাকোলে শিব-সুত পাইয়া পুনঃ জীবন॥
আমরি কি সুশোভন নরস্কন্ধে গজানন;
চতুর্ভুজ লম্বোদর অপূর্ব্ব দর্শন॥
হরজায়া হরি ব্রতে; গগণের চাঁদ পেলেন হাতে;
জন্মিলেন পুত্ররূপে স্বয়ং নারায়ণ॥
নমস্তে মা ভগবতি! গণেশ-জননী সতি;
নমস্তে ভবানীপতি! ভবভয় বারণ॥

(সকলের প্রস্থান।)

[যবনিকা পতন]

সমাপ্তি